উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বাংলাদেশ নিয়ে ফের সোচ্চার তসলিমা

▸▸ দশের পাতায়

নিজের বন্দুক থেকে পায়ে গুলি গোবিন্দার

▸▸ দশের পাতায়

শিলিগুড়ি ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 2 October 2024 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 136

বোনাসের সরকারি পরামর্শ খারিজ

দার্জিলিংয়ে আন্দোলনের ঘোষণা আজ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : নজিরবিহীনভাবে পুজোর এক সপ্তাহ আগেও পাহাড়ের পুজো বোনাস নিয়ে জটিলতা কাটল না। বুধবার দার্জিলিংয়ে শ্রমিক জমায়েত এবং তারপর থেকে লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন শ্রমিকরা। আটটি শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চের তরফে দার্জিলিং তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন লেবার ইউনিয়নের সম্পাদক জেবি তামাং বলেছেন, 'বৈঠকে আলোচনা হওয়ার আগেই শ্রম দপ্তর ১৬ শতাংশ হারে বোনাসের জন্য অ্যাডভাইজারি জারি করে তা বাইরে প্রচার করে দিয়েছে। অথচ বৈঠকে এ নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।'

সিটু নেতা সমন পাঠক বলেন, 'শ্রম দপ্তর শ্রমিক সংগঠনগুলিকে চূড়ান্ত অপমান করেছে। এর প্রতিবাদে বুধবার থেকে পাহাড়ে ধারাবাহিক আন্দোলন হবে।' অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার শ্যামল দত্ত বলেছেন, 'অ্যাডভাইজারি জারি করে মালিকপক্ষকে ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের দপ্তরের কেউ এই অ্যাডভাইজারির কপি বাইরে কাউকে দেননি।'

শিলিগুড়ির দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে পরপর চারটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। আটটি শ্রমিক সংগঠন একজোট হয়ে ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় থাকলেও মালিকরা ৯ শতাংশ থেকে শুরু করে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত রাজি হন। গত রবিবার চতুর্থ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় সোমবার ১২ ঘণ্টার পাহাড় বনধের ডাক দেওয়া হয়। সোমবার শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা বনধে দার্জিলিং পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়।

রবিবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। তাঁর এখানে থাকা অবস্থায় পাহাড় বনধের ডাক দেওয়ায় অস্বস্তিতে পড়ে যায় প্রশাসন। বোনাস সমস্যা মেটাতে মঙ্গলবার ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকে সোমবার মধ্যরাতে প্রতিটি শ্রমিক সংগঠনকে ই-মেল করেন অতিরিক্ত শ্রম অধিকর্তা। সেখানে বলা হয়, বোনাস নিয়ে মঙ্গলবার সকালে বৈঠক হবে। কিন্তু এত স্বল্প সময়ে সংগঠনের প্রত্যেককে জানিয়ে বৈঠকে হাজির হতে কিছুটা সময় চেয়ে নেয় শ্রমিকপক্ষ। অবশেষে এদিন দুপুর ২টায় ফের বৈঠক শুরু হয়।

সমন পাঠক বলেন, 'প্রথম থেকেই প্রশাসন এবং মালিকপক্ষ অন্য বিষয়ে আলোচনা করলেও বোনাস নিয়ে আলোচনায় আসছিলেন না। ততক্ষণে রাজ্য সরকারের তরফে শ্রম দপ্তর ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া নিয়ে অ্যাডভাইজারি জারি করে দেওয়া হয়। হোয়াটসঅ্যাপে সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে সর্বত্র সেই কপি ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ বৈঠকে শ্রম দপ্তর এই নিয়ে কিছু বলেনি।'

শ্রমিক ভবনের সামনে পাহাড়ের চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবি : সূত্রধর

জট অব্যাহত

- মঙ্গলবার সকালে বৈঠক ডেকে বার্তা পাঠান অতিরিক্ত শ্রম অধিকর্তা
- যদিও এই বৈঠক শেষপর্যন্ত দুপুর ২টায় শুরু হয়
- শ্রমিকরা জানিয়ে দেন, ২০ শতাংশ হারেই পুজো বোনাস দিতে হবে
- ততক্ষণে রাজ্য সরকারের তরফে ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার অ্যাডভাইজারি জারি হয়

তিনি জানান, প্রায় দু'ঘণ্টা পরে আমরা বলি যে, বোনাস নিয়ে আলোচনা হোক। সেই সময় অ্যাডভাইজারির একটা করে কপি আমাদের সামনে রাখা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, পাহাড়ের চা বাগানে মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের ১৬ শতাংশ হারে বোনাস ৪ অক্টোবরের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই কপি শ্রমকর্তাদের দিকে ছুড়ে দিয়ে বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসেছি।

এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার থেকে পাহাড়ের ৮৭টি চা বাগানেই কাজ বন্ধ রেখে শ্রমিকরা লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করবেন। পাশাপাশি বুধবার বেলা ১১টায় দার্জিলিং রেলস্টেশনে শ্রমিকদের একটা অংশ জমায়েত হবে। সেখান থেকে মিছিল করে চকবাজারে গিয়ে সমাবেশ করা হবে। সেই সমাবেশ থেকে আগামী কর্মসূচি ঘোষণা করবে শ্রমিক মঞ্চ।

একনজরে

রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে ৪৬৮ কোটি

বন্যায় ভাসছে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। গত এক সপ্তাহের ভারী বৃষ্টিতে দার্জিলিং পাহাড় ও সিকিমের বেশ কয়েকটি জায়গায় ধসও নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে বন্যার কারণে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে ৪৬৮ কোটি টাকা পেল পশ্চিমবঙ্গ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের (এসডিআরএফ) কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড (এনডিআরএফ) থেকে অগ্রিম হিসাবে বন্যাকবলিত চোদ্দোটি রাজ্যের জন্য মোট ৫৮৫৮.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

▸▸ *বিস্তারিত দশের পাতায়*

যশবলে থামল বাঘেদের গর্জন

শেষটা 'যশবল' সুলভ করতে চেয়েছিলেন। যদিও গ্যালারির বদলে বল সাকিব আল হাসানের হাতে। যশস্বী জয়সওয়াল মুখ কাঁচুমাচু করে প্যাভিলিয়নমুখো। তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন বিরাট কোহলি। সঙ্গে চওড়া হাসি। সোমবার চতুর্থ দিনেও মাঝদুপুরে গ্রিনপার্কে ঝড় তুলেছিলেন যশস্বী। আজও ৪৫ বলে ৫১। জোড়া যশস্বী-ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল বাংলাদেশি বোলাররা। ভারতীয় দলের নাছোড় মানসিকতার সামনে হার মানে প্রকৃতিও। ১৭.২ ওভারে ৭ উইকেট হাতে রেখে টাইগার-বধ। ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে হোয়াইটওয়াশ প্রতিপক্ষকে।

▸▸ *বিস্তারিত চোদ্দোর পাতায়*

পিতৃপক্ষের অবসান। দেবীপক্ষের সূচনা আজ। চিন্ময়ী রূপ পাচ্ছে মৃন্ময়ীর মূর্তি। হাকিমপাড়ার কুমোরটুলিতে। ছবি : সূত্রধর

পূর্ণ কর্মবিরতিতে জুনিয়ার ডাক্তাররা

কলকাতা, ১ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টকে আবার উপেক্ষা। পূর্ণ কর্মবিরতিতে ফিরলেন বাংলার সরকারি মেডিকেল কলেজের জুনিয়ার ডাক্তাররা। মঙ্গলবার থেকে তাঁরা ফের কাজ বন্ধ করে দিলেন। আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সোমবারের শুনানি তাঁদের খুশি করতে পারেনি। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে তাঁদের কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের শুনানি শুরুর পর সোমবার গভীর রাত থেকে আট ঘণ্টা জেনারেল বডি (জিবি) মিটিং করেন আন্দোলনকারীরা। তাতে অনেক মতানৈক্য উঠে এলেও শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার ভোরে পূর্ণ কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত জানানো হয়। মতভেদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার বিষয়টিও ছিল। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে বলেন, 'দাবি না মানলে মানুষের সেবা করব না, এটাও কিন্তু থ্রেট কালচার।' তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কথায়, 'পুজো, বন্যা, তার মধ্যে আবার কর্মবিরতি! গরিবদের বেসরকারি হাসপাতালে যেতে বাধ্য করার কারণ কী?'

আদালতের নির্দেশের বিরোধিতা প্রকাশ্যে না করলেও নতুন করে ১০ দফা দাবি তুলে ধরেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। দাবিগুলি রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে। ১০ দফার মধ্যে স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের মতো পুরোনো কিছু দাবির পাশাপাশি নতুন কয়েকটি জোড়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের দিকেই আবার ঘুরে গেল তাঁদের আন্দোলনের বর্শামুখ। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়িত না হওয়ার অভিযোগ কর্মবিরতির অন্যতম কারণ।

মুখ্যসচিব অবশ্য মঙ্গলবারও ডাক্তারদের ধৈর্য ধরতে বলে কাজে যোগ দেওয়ার আবেদন জানান। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সিবিআইয়ের উদ্দেশেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আন্দোলনকারীদের অন্যতম মুখপাত্র অনিকেত মাহাতো যেমন বলেন, 'খুনের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও টালা থানার ওসিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, প্রকৃত দোষী কারা? আমাদের অনুমান, ওই ঘটনায় একাধিক লোক জড়িত। সেই অনুমান সঠিক কি না, সিবিআই জানাক। খুনের মোটিভ কী, তাও জানাক।'

DESUN HOSPITAL

অন্য রাজ্যে GNM নার্সিং পড়ে বাংলায় চাকরি পাবো?

GNM নার্সিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন

90 5171 5171

সিবিআইয়ের ভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার পার্থ

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টে জামিনের সামান্য আশার মধ্যে আবার জোর ধাক্কা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ওপর। আরও একটি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল সিবিআই। আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত মঙ্গলবার সেই আর্জিতে সায় দেয়। ২০২২-এর ২২ জুলাই থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে ইডি গ্রেপ্তার করার পর থেকে তিনি জেলে। মঙ্গলবার যোগ হল প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, অনুব্রত মণ্ডলদের জামিন হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন পার্থ। সেই মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ নিম্ন আদালতকে তাঁর জামিনের আবেদনের মামলা দ্রুত শোনার নির্দেশ দেয়। পার্থর আইনজীবী মুকুল রোহতগি আদালতকে জানান, 'বিচার প্রক্রিয়া ধীরগতিতে চলছে। সর্বোচ্চ ৭ বছরের সাজা হয়। আমার মক্কেল দু'বছরের বেশি জেলে রয়েছেন।'

এই মামলায় সবপক্ষকে নোটিশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। দুর্গাপুজোর পর আদালতের প্রথম কাজের দিনই মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে। এই সম্ভাবনায় ধাক্কা দিল বিশেষ সিবিআই আদালত। যদিও পার্থর আইনজীবী সিবিআই আদালতে ওই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আবেদনে অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষক পদে বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়ার তথ্য পেশ করেছে। ওই আবেদনের বয়ান অনুযায়ী ওই নিয়োগের জন্য প্রায় ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। এতে পার্থ জড়িত বলে সিবিআইয়ের দাবি।

আইনি চক্রব্যূহ

- এসএসসি'র নিয়োগে পার্থ জেলে ২০২২-এর জুলাই থেকে
- তাঁর জামিনের আর্জি দ্রুত শুনতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট
- অর্থের বিনিময়ে টেট-এ চাকরির আরেকটি অভিযোগ
- ওই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আর্জিতে আদালতের সায়

মঙ্গলবার পার্থ প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন আদালতে। বিচারক তাঁর সঙ্গে কথাও বলেন। তারপর সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করেন তিনি। অয়ন শীলকেও সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে। অয়নও এখন ইডি'র মামলায় জেলে রয়েছেন। সিবিআই মনে করছে, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'ষড়যন্ত্রে' ২০১৪ সালের টেট-এ অনুত্তীর্ণ অনেকে চাকরি পেয়েছিলেন।

আবাসের টাকা যেন খোলামকুচি

আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে মাল পুরসভা। পুর আইন, রাজ্য বা কেন্দ্রের বিধি নয়, মালে তৃণমূল চেয়ারম্যান স্বপন সাহার কথাই আইন। সমস্ত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরে কার্যত একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন স্বপন। সব জেনেবুঝেও পর্দার আড়াল থেকে এই দুর্নীতিতে ইন্ধন জোগাচ্ছেন তৃণমূল নেতাদেরই একাংশ। আজ প্রথম কিস্তি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ এক্সক্লুসিভ সংবাদ

মালবাজার, ১ অক্টোবর : পুর দপ্তরের তদন্তে মাল পুরসভার হরেক দুর্নীতির হদিস মিলেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বিলি থেকে ঘর তৈরি- সবেতেই সরকারি নিয়ম শিকেয় তুলে পুর বোর্ডের কাজকর্ম দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। নিয়ম বলছে, ওই আবাস যোজনায় সরকারি অনুদানের ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা সরাসরি জমা হবে উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। উপভোক্তা নিজেই ধাপে ধাপে তৈরি করবেন ঘর। কিন্তু আইন ভেঙে ঘর তৈরির জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করেছিলেন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। টেন্ডার ছাড়াই পুরসভার প্যাডে চিঠি দিয়ে পছন্দের লোকেদের ঘর তৈরির সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল।

২০১৫-২০১৬ আর্থিক বর্ষ থেকে মাল পুরসভায় চালু হয় আবাস যোজনায় ঘর প্রদান। এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ঘরের বরাদ্দ পেয়েছে পুরসভা। বর্তমানে ষষ্ঠ পর্যায়ের ঘর প্রদান চলছে। তবে এখনও প্রথম পর্যায়ের উপভোক্তাদের সকলে অনুদানের পুরো টাকা পাননি। অভিযোগ, উপভোক্তার তালিকাতে নাম নেই এমন ছশোর বেশি লোকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে আবাস যোজনার প্রায় এগারো কোটি টাকা। প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত করে সেই টাকা ভুয়ো উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকার কারণেই পর্যায়ক্রমে ঘর তৈরির কাজ শেষ হচ্ছে না। যোজনার বহু ঘর হয়েছে শুধু কাগজ-কলমে। সেইসব ঘরের টাকা কার পকেটে? উত্তর দিতে পারছেন না পুরকর্তারা।

২০২৩ সালের পয়লা জুলাই চেয়ারম্যান মুর্শিদাবাদের একটি সংস্থাকে আবাস যোজনার পঞ্চাশটি ঘর তৈরির সরঞ্জাম এবং শ্রমিক সরবরাহের বরাত দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালের ২৫ জুলাই বারুইপুরের একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল দুশোটি ঘর তৈরির সরঞ্জাম এবং শ্রমিক সরবরাহের দায়িত্ব। কোনও ক্ষেত্রেই টেন্ডারের কোনও নথি খুঁজে পাননি তদন্তকারীরা। বরাত দেওয়া নিয়ে পুর বোর্ডেও কোনও আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন বেশিরভাগ কাউন্সিলার। সরবরাহকারী নিয়োগের জন্য রাজ্য বা কেন্দ্র থেকে বিশেষ কোনও অনুমতিও নেয়নি পুর বোর্ড। কেন্দ্র থেকে আসা টাকা প্রথমে ঢুকেছে পুরসভার অ্যাকাউন্টে। তারপর পুরসভা সেই টাকা বেছে বেছে পাঠিয়েছে পছন্দের উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে।

এমনকি অনুদানের চাইতেও বেশি টাকা ঢুকেছে বহু উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে। উপভোক্তার ২৫ হাজার মিলিয়ে প্রকল্পের মোট অনুদানের পরিমাণ হওয়ার কথা ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। কারও অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত ৫০ হাজার, কারও অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার, এভাবে এক কোটির বেশি বাড়তি টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর মতো মারাত্মক গরমিলও ধরে ফেলেছেন তদন্তকারীরা।

দুর্নীতির আঁতুড়

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বড়সড়ো অনিয়ম
- ঘর তৈরির জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করেছিলেন চেয়ারম্যান
- পছন্দের লোকেদের ঘর তৈরির বরাত
- ছ'শোর বেশি ভুয়ো উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা

আজ বিনামূল্যে

আলোয় ফেরা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শংকর, প্রফুল্ল রায়, সাগরিকা রায়, গৌতমেন্দু রায়, মন্দাক্রান্তা সেন, তিলোত্তমা মজুমদার, শাশ্বতী চন্দ। পঞ্চকন্যার পুজোর পাতে সাবিত্রী, লিলি, শতাব্দী, ঋতুপর্ণা, ইন্দ্রাণী। অনুপম-প্রস্মিতার সুরেলা সংসার। পাঁচদিনে দশ রূপে শারদ সাজে। ময়দানের দুর্গাকথায় সঞ্জীব।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

পোড়া দোকানের ওপর লোহার কাঠামোয় তৈরি দোতলা। -শান্তনু ভট্টাচার্য

পোড়া দোকানে অবৈধ নির্মাণ বিধান মার্কেটে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : সেই পুরোনো সংস্কৃতি অব্যাহত। আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকানে লোহার কাঠামো বসিয়ে এর আগেও নতুন করে দোকানঘর তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে আগুন লেগে ২৩টি দোকান পুড়ে যায়। আগুনে পোড়া সেই দোকানগুলিতে লোহার কাঠামো বসিয়ে আবারও নতুন করে দোকান তৈরি শুরু হয়েছে। পরপর ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি দোকানে ইতিমধ্যেই এভাবে তিনটি নতুন দোকানঘর তৈরি করা হয়েছে। এভাবে কি লোহার কাঠামো বসিয়ে দোকান তৈরি করা যায়? বিশেষজ্ঞদের দাবি, এসব ক্ষেত্রে বিপদের যথেষ্টই সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসায়ীরা অবশ্য নিজেদের মতো করে যুক্তি দিচ্ছেন।

সুব্রত রায় নামে ক্ষতিগ্রস্ত এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলির দু'পাশে দুটি লোহার কাঠামো আগেই তোলা ছিল। ওই কাঠামোগুলি না থাকলে আরও অনেক দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হত।' ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহার বক্তব্য, 'ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলির পাশেই একটি পাকা তিনতলা দোকান রয়েছে। কিছুটা দূরে একটি বহুতল রয়েছে। যদি ওই নির্মাণগুলিকে বৈধ বলা হয়, তবে আমাদের ক্ষেত্রে অন্য প্রশ্ন তোলার কোনও মানেই হয় না।' লোহার কাঠামো থাকাতেই এবারের অগ্নিকাণ্ড ততটা বিধ্বংসী হয়ে ওঠেনি বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। বাপি বললেন, 'তাছাড়া, এই কাঠামো স্থায়ী নয়। প্রশাসন যখন নতুন করে মার্কেট তৈরি করবে, আমাদের বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এই কাঠামোগুলি খুলে দেব।' লোহার কাঠামো বসিয়ে এভাবে দোকানঘর তৈরির বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'কোনওভাবেই এমনটা হওয়ার কথা নয়। গোটা বিষয়টি এসজেডিএ (শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)-কে জানাব।'

লোহার কাঠামো বসিয়ে তার ওপর দোকান তোলা নিয়ে প্রশাসনিকভাবে আপত্তি জানানো হয়েছে। তবুও এই প্রবণতাকে বন্ধ করা যায়নি। এই প্রবণতার বিরোধিতা করতে গিয়েই মেয়র ব্যবসায়ী সমিতির কাছে অপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। ২০২০ সালে এই বাজারেই আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলিতে এভাবেই লোহার কাঠামো বানিয়ে নতুন দোকানঘর বানানো হয়েছিল। তা দেখে সেবারে মেয়র প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীরা পালটা গৌতমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামেন। দু'পক্ষে বড়সড়ো দূরত্ব তৈরি হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর বর্তমানে সেই দূরত্ব অবশ্য কমেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দোকানগুলো পরিদর্শনের সময় মেয়রকে ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে কথাও বলতে দেখা যায়। তার আগে দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো ক্ষতিগ্রস্ত ২৩ ব্যবসায়ীর হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতার পুজোয় আগেই চক্ষুদান

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : সময়ের দাবিতে কুমোরপাড়ায় ক্রমশই ফিকে হচ্ছে শাস্ত্রের বিধান। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এখন আর দেবীপক্ষের সূচনায় দুর্গার চক্ষুদান হয় না। চেষ্টাও করেন না মৃৎশিল্পীরা। বরং পিতৃপক্ষেই চোখে তুলির টান দিয়ে প্রতিমা সাজিয়ে প্যান্ডেলে পাঠাতে তৎপর হয়ে ওঠেন তাঁরা। কিন্তু পুরোহিতরা এখনও বিধির বিধানে আটকে। তাই শাস্ত্র মেনে মহাসপ্তমীতে তাঁদের হাতে হয় দেবীর চক্ষুদান। নবরাত্রির ক্ষেত্রে অবশ্য দেবীর চোখদান প্রতিপদেই।

যদি ফিরে যাওয়া যায় অতীতে, তখন স্মৃতিতে ভেসে উঠবে মহালয়ার সাতসকালে কুমোরপাড়ায় ভিড় জমানোর ছবিও। একটা সময় রেডিওতে মহিষাসুরমর্দিনী শেষ হতেই হাতে রংতুলি তুলে নিতেন মৃৎশিল্পীরা। শুরু হয়ে যেত দেবীর চক্ষুদান। চোখে তুলির টান পড়তেই যেন জীবন্ত হয়ে উঠতেন মৃন্ময়ী। তখন থেকেই দেবীদর্শনের প্রতীক্ষাটা শুরু হয়ে যেত।

এখন দেবীপক্ষের সূচনাতেই উদ্বোধন হয়ে যাচ্ছে বিগ বাজেটের পুজোগুলির। বুধবার ভার্চুয়ালি অনেক পুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতবছর তো পিতৃপক্ষেই একাধিক পুজোর উদ্বোধন পর্যন্ত হয়েছে উত্তর, দক্ষিণ দুই বঙ্গেই।

এখন নাকি মহালয়ার দিন থেকেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, বললেন শান্তিনগরের মৃৎশিল্পী রঞ্জিত পাল। এই সূত্র ধরেই নিজেদের অসহায়তার কথা তুলে ধরলেন ইস্টার্ন বাইপাসের সনাতন পাল। তাঁর কথায়, 'একটা সময় সমস্ত কাজ শেষ করে মহালয়ার জন্য অপেক্ষা করতাম। দেবীপক্ষের আচার মেনে মায়ের চোখ আঁকতাম। কিন্তু এখন আমাদের হাতে কিছু নেই।' তাঁদের হাতে যে অনেক কিছু নেই, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হাকিমপাড়া-পালপাড়ার সরোজ পাল বললেন, 'এখন পুজো শুরু হয়ে যায় অনেক আগে থেকেই। তাছাড়া এখন প্রতিযোগিতার বাজার। তাই প্রতিমার ফিনিশিংয়ের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা যায় না।'

তবে নিয়মরক্ষায় বা আচার মেনে দেবীপক্ষেও তাঁরা যে উমার চক্ষুদান করেন, তা মনে করিয়ে দিলেন রঞ্জিত। বললেন, 'বড় প্রতিমায় সাধারণত পুজো হয় না। প্রতিটি ক্লাবই বড় প্রতিমার সঙ্গে ছোট মূর্তিও নেয়। ছোট মূর্তিগুলি নিয়ে যায় ষষ্ঠীতে। এই প্রতিমাগুলিতে দেবীপক্ষেই চক্ষুদান করি।'

পুরোহিতরা অবশ্য এইসব প্রতিযোগিতার বাইরে। অম্লান ভাদুড়ি বললেন, 'প্যান্ডেলে প্রতিমা যেদিনই আসুক না কেন, পুজো তো মহাষষ্ঠীর বোধন-আমন্ত্রণ-অধিবাসের পর।' এমন সব আচার মানার পর সপ্তমীতে শাস্ত্র মেনে তাঁরা চক্ষুদান করেন বলে জানান উত্তরবঙ্গ পুরোহিত উন্নয়ন সমিতির সভাপতি বিকাশ রায়। তিনি বলছেন, 'পুজোর সময় শাস্ত্র অমান্য করা যায় না।' প্রতিমা-প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গ তুলে শচিদানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুললেন, 'এখন কি আর মা দুর্গার হাতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীক সাপের লেজ ধরা থাকে?'

কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের পথে অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ছবি : তপন দাস

INVITATION OF QUOTATIONS
ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI

1. Tenders/Quotations are invited for various items/ construction works for the Quarter Ending December 2024.

2. Please visit the School Website **www.apsbinnaguri.org** regularly for details & submission of quotations.

Principal,
APS Binnaguri

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 70K 89198 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলেন "ডিয়ার লটারি একটি আকর্ষণীয় স্কিম চালু করেছে যা সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে রূপান্তরিত করে। আমি সত্যিই কোটিপতি বানানোর এই পদ্ধতির প্রশংসা করি যা অনেকের আর্থিক অসুস্থতার ভারসাম্য বজায় রাখে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সুমন ঘোষ - কে 24.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

পুজোর আগে পর্যটকদের সুবিধায় প্রশাসনের উদ্যোগ
চালু হল 'ট্যুরিস্ট বন্ধু'

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১ অক্টোবর : গরুমারায় বেড়াতে এসেছেন অথচ জল্পেশ মন্দির সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই? জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি সম্পর্কেও কোনও ধারণা নেই? এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে এবার গরুমারা, মূর্তি কিংবা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা 'ট্যুরিস্ট বন্ধু' পর্যটক সহায়তাকেন্দ্র থেকে জেলার ১৮টি পর্যটনকেন্দ্রের ম্যাপ, যাওয়া-আসার ব্যবস্থা এমনকি যোগাযোগ মাধ্যম, দূরত্ব সমস্ত কিছুর তথ্য জানাবে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার লাটাগুড়িতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলা পুলিশ সুপার পর্যটকদের সুরক্ষা সহায়তার জন্য এমনই সাতটি 'ট্যুরিস্ট বন্ধু' পর্যটক সহায়তাকেন্দ্র, বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে যাওয়ার ম্যাপের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে পুলিশের তরফে স্পেশাল দুটি গাড়িও চালু করা হয়। এই গাড়িগুলির মাধ্যমে পুলিশকর্মীরা পর্যটনকেন্দ্রগুলির ওপর লাগাতার নজরদারি চালাবেন।

প্রতিবছর পুজোর সময় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে। জলপাইগুড়িতে এসে পর্যটকরা যাতে কোনও হয়রানির শিকার না হয় সেইজন্যই জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসনের এমন উদ্যোগ। এদিন লাটাগুড়িতে বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের টিকিট কাউন্টার চত্বরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত ক্রান্তি ও মেটেলি ব্লকে তিনটি ও মাল ব্লকে একটি সহ মোট সাতটি, পুলিশ সহায়তাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এই পুলিশ সহায়তাকেন্দ্রে পর্যটকরা যে কোনও অসুবিধার কথা জানালে তাঁদের জন্য এগিয়ে আসবেন পুলিশকর্মীরা। পাশাপাশি এখান থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অজানা পর্যটনকেন্দ্রের গাইড ম্যাপও পেয়ে যাবেন, পর্যটকরা। এদিন এই গাইড ম্যাপের পাশাপাশি একটি পর্যটন সহায়তা ব্যাজেরও উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার।

পর্যটকদের জন্য গাইড ম্যাপ প্রকাশ। মঙ্গলবার লাটাগুড়িতে।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ছাড়াও গরুমারা ও জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন, বিকাশ ভি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় সমাজসেবী মহাদেব রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই মহুয়া পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে লাটাগুড়িতে পর্যটক সহায়ক একটি থানারও দাবি তোলেন। পাশাপাশি যানজট এড়াতে বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের একটি ফাঁকা জায়গায় আলাদা জিপসি ও পর্যটকদের গাড়ি রাখার আলাদা জায়গা করারও প্রস্তাব রাখেন বন দপ্তরের কাছে। পুলিশ সুপার বলেন, 'এই পুলিশ সহায়তাকেন্দ্রগুলি যাতে গোটা পর্যটন মরশুমে রাখা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি গাইড ম্যাপগুলো থেকে পর্যটনকেন্দ্রে যাওয়া-আসার গাড়ি রেল পরিষেবা ও বিভিন্ন যোগাযোগের নম্বর দেওয়া রয়েছে।' আর যে দুটি গাড়ি এদিন পর্যটকদের নজরদারির জন্য চালু করা হয়েছে তা গজলডোবা থেকে চাপড়ামারি পর্যন্ত প্রতিদিন নজরদারি চালাবে বলে জানান তিনি।

ছোট জয় রাইড চালুর দাবি
দার্জিলিং-এনজেপি টয়ট্রেন পরিষেবা নিয়ে সংশয় বাড়ছে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : পুজোর সময় একাধিক চার্টার্ড (পুরো ট্রেন বুকিং) রয়েছে। এর বাইরেও প্রচুর পর্যটক খোঁজখবর শুরু করেছেন। যদিও এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন রেলকর্তারা। এই পরিস্থিতিতে ফাঁপরে পড়েছেন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত শহরের স্টেক হোল্ডাররা। পর্যটকদের মধ্যে একটা অংশ ছিলেন, যাঁরা টয়ট্রেনের জন্যই দার্জিলিংয়ের ট্যুর বুক করেছিলেন। পরিষেবা নিয়ে সংশয় দেখা দেওয়ায় অনেকেই তা বাতিল করে দিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। যাঁরা বাতিল করছেন না, তাঁদের জন্য জয় রাইডে টিকিটের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

গত দুই বছর এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা চালিয়ে নিজেদেরই রেকর্ড ভেঙেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষ। ইতিহাসে প্রথম গতবছর এবং তার আগেরবার টয়ট্রেনের টিকিটের জন্যও ওয়েটিং লিস্ট তৈরি করতে হয়েছিল রেলকে। বছরদুয়েকের মধ্যে এহেন হালে আদৌও ডিএইচআর হেরিটেজ তকমা ধরে রাখতে পারবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এপ্রসঙ্গে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'ট্রেন ভাড়া নিতে আমাদের কাছে খোঁজ করা হচ্ছে। পর্যটকরা দার্জিলিংয়ে আসেন টয়ট্রেনের টানেই। সমস্যা থাকলে নতুন ছোট ছোট জয় রাইড চালু করা হোক।'

সংশয় শোনা গেল ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর গলাতেও। তাঁর কথায়, 'সিকিমে যা পরিস্থিতি, তাতে মানুষ এখন দার্জিলিংয়ের দিকে ঝুঁকছেন। দার্জিলিংয়ের খোঁজ করলেই আগে টয়ট্রেনের প্রসঙ্গ ওঠে। এখন এমন অবস্থা যে, পর্যটকদের কথা শুনতে হচ্ছে। এমনভাবে চললে বুকিং বাতিল হয়ে যাবে।' এব্যাপারে কথা বলতে ডিএইচআর ডিরেক্টর পীযূষের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া না দেওয়ায় বক্তব্য মেলেনি।

লাইনে ধস এবং লাইনের নীচ থেকে মাটি সরে যাওয়ায় প্রায় ২ মাস ধরে বন্ধ এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা। আদৌও কি পুজোর সময় ট্রেন চালানো যাবে, তা নিয়ে রেলকর্তারা এতদিন সংশয়ে ছিলেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তাঁরা। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এমন পরিস্থিতি থাকলে হয়তো আর এবার পুজোতে এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন চালানো সম্ভব হবে না।

সমতলে ট্রেন চলবে না ধরে নিয়েই এখান থেকে লরিতে করে ইঞ্জিন নিয়ে যাওয়া হয়েছে দার্জিলিংয়ে। এদিকে, রাতের ঘুম উড়ে যাওয়ার জোগাড় পর্যটন ব্যবসায়ীদের। এনজেপি-দার্জিলিং পরিষেবা চালানো যাবে কি না, সেই বিষয়ে রেল কোনও নিশ্চিত তথ্য না দেওয়ায় পর্যটকদের বুকিং নিতে পারছেন না তাঁরা। ডিএইচআর-এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন তাঁদেরই একটা বড় অংশ।

কোথায় সমস্যা

- সিকিমের বর্তমান পরিস্থিতিতে দার্জিলিং নিয়ে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে
- পুজোর সময় একাধিক চার্টার্ড বুকিং রয়েছে
- এমনিও প্রচুর পর্যটক খোঁজখবর শুরু করেছেন
- যদিও এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা নিয়ে মুখে কুলুপ রেলকর্তাদের

শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে আরও দুটি এসি বাস

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : পুজোর মুখে শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে আরও দুটি এসি বাস চালু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। এর পাশাপাশি কোচবিহার-শিলিগুড়ি রুটে সিএনজি বাস পরিষেবাও শুরু করেছে নিগম। মঙ্গলবার তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পরিষেবার উদ্বোধন হয়।

নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের বক্তব্য, 'আমরা ৩০টি নতুন সিএনজি বাস পেয়েছি। ছ'টি বাস রাস্তায় নামানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিন আমরা কোচবিহার-শিলিগুড়ি রুটে দুটো বাস চালু করলাম।'

এতদিন শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে আপ-ডাউন মিলিয়ে দুটো এসি বাস চলত। যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এনবিএসটিসি ওই রুটে আপ-ডাউন মিলে আরও দুটো বাসের উদ্বোধন করেছে।

চেয়ারম্যানের কথায়, 'পুজোর সময় অতিরিক্ত বাসের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে যথেষ্ট চাহিদা থাকে। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে আমরা এই পরিষেবা শুরু করলাম। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই সময় সব জায়গায় অতিরিক্ত পরিষেবা চালাতে। তাই আমরা প্রতিটা ডিপো থেকে অতিরিক্ত বাস চালাব।'

এনবিএসটিসি

এদিনের অনুষ্ঠানে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। মেয়র বলেন, 'সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে বাস পরিষেবা বৃদ্ধিতে যাত্রীদের সুবিধা হল।' এদিন বাসচালক, কনডাক্টর, মেকানিক, চেকিং স্টাফ সহ ৪২ জনকে ভালো কাজের জন্য সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

বাসের উদ্বোধনে গৌতম দেব। ছবি : সূত্রধর

আজ টিভিতে

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরে শুনুন **মহিষাসুরমর্দিনী** – প্রথমবার মহালয়া দুর্গাকথা সহজ বর্ণনায়। ভোর ৪টায় **জিও সিনেমায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : ভোর ৪.০০ মহিষাসুরমর্দিনী- শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ, ভোর ৫.৩০ নবরূপে মহাদুর্গা, সকাল ৭.৩০ গন্নু দাদার দুর্গা পূজা, সকাল ৯.৩০ দুগ্গা মায়ের গপ্পো কথা, বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

গন্নু দাদার দুগ্গা পূজা সকাল ৭.৩০ মিনিটে **কালার্স বাংলায়**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ দেবী বন্দনায় দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, সন্ধ্যা ৭.০০ আয় খুকু আয়, রাত ৯.৪৫ রণং দেহি, রাত ১১.৪৫ শিবপার্বতী কথা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৬.০০ নবরূপে মহাদুর্গা, ১০.০০ সেজ বউ, দুপুর ১.০০ আই লাভ ইউ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধ্যা ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৪৫ জয় মা দুর্গা, দুপুর ২.৩০ প্রধান, সন্ধ্যা ৬.০০ দুর্গা সপ্তসতী, রাত ৮.১০ নবরূপে দেবী দুর্গা, রাত ১০.১০ নানারূপে দুর্গা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা

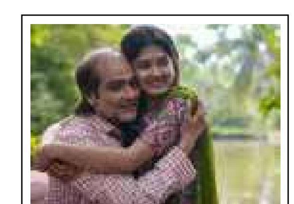

আয় খুকু আয় সন্ধ্যা ৭টায় জলসা মুভিজে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দক্ষযজ্ঞ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জাল

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে **প্রধান** দুপুর ২.৩০ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

সংশোধন

গত ইংরাজী মাসের ০১.১০.২০২৪ তারিখে উত্তরবঙ্গ সংবাদে দ্বিতীয় পাতায় (আরআরবিএস শিলিগুড়ি) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ভুলবশত গ্রেড I : ১০৯২ শূন্য পদ এর পরিবর্তে গ্রেড I : ১০৯২ শূন্যপদ ক্যাটিগরি নং ১, মোট শূন্যপদ ১৩২০৯ এর পরিবর্তে ১৩২০৬ এবং তারিখ ০১.০৯.২০২৪ এর পরিবর্তে ০১.১০.২০২৪ পড়তে হবে।

e-Tender Notice

NIT No. DDP/N-21/2024-25, DDP/N-22/2024-25 & DDP/N-23/2024-25 Dt.-01/10/2024

e-Tenders for 11 (Eleven) no. of works under 15th FC, 5th SFC & Available fund invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for Bid of NIT No- DDP/N-21/2024-25, DDP/N-22/2024-25 & DDP/N-23/2024-25 Dt-28/10/2024 at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor, 1582, Rajdanga Main Road, Kolkata-700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 5 Nos. 100MT Godowns, Construction of 4 Nos. of SHG Work Shed, Installation of 5 Nos. of Oil Mill, Installation of 1 No. Seed Processing Unit, Repairing Works of Gabgachi Godown, District- Malda and Electrical Work of BENFED Office, District- Nadia. Details are available in the website : **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app**

Sd/-
General Manager (Admin)

কাটিহার মণ্ডলে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. এন-২০২৪-কে-১৮ তারিখঃ ২৭-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এন-২০২৪-কে-১৮। **কাজের নামঃ** ডিইএন/এস/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এলসি-২৬, এলসি-৫১, এলসি-৩৯, এলসি-১৬, এলসি-৮, এলসি-২ এবং এলসি-৩ এ আরইউবির ব্যবস্থা করার জন্যে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৭০,২৪,২৫৬.৯৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৩৫,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২১-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২১-১০-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিভিন্ন স্টেশনে রিলে রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক ইউনিটের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডেপুটি সিইই/সিওএন/আরই/এমএলজি/০৫/২০২৪; তারিখ: ২৭-০৯-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.:** ইএল/সি/আরই/এমএলজি/০৫/২৪-২৫/জিএইচওয়াই; **কাজের নাম :** জিআর. ৫১০, জিআর. ৫১১ এবং জিআর. ৫১২ আরই প্রকল্পের অধীনে রাঙ্গাপাড়া নর্থ-ডেকারগাঁও, বালিপাড়া-ভালুকপং, হারমুটি-নাহারলাগুন, শ্রীপানি-ধামালগাঁও, ফুরকাটিং জং. থেকে মারিয়ানি জং. শাখা লাইন সহ রঙ্গিয়া-মুরকংসেলেক সেকশনে এবং মাকুম জং. থেকে ডিরাক পর্যন্ত শাখা লাইন সহ তিনসুকিয়া থেকে ডাংরি সেকশনে বিভিন্ন স্টেশনের রিলে রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক ইউনিটের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ১,০৪,৯০,২৬০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,০২,৫০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৪:৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২১-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডেপুটি সিইই/সিওএন/আরই, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড চাই, কোনও ডোনেশন লাগবে না। স্পট জয়েনিং, বেতন (9-10,000/-), (M) 9593264413. (C/112909)

•

Hiring Security Guard, Zilong Security Siliguri. Ph. No. 9635116580. (C/112907)

•

স্কুলের জন্য বিধানগর লোকাল সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন ১০০০০। 6297136699/ 8837413509. (C/112486)

অ্যাফিডেভিট

By Affidavit EM-MAL on 01/10/2024, I Bijoy Kumar Barua declare that Bijoy Barua, Bijoy Kumar Barua and Bijay Barua are the same person. (A/M)

•

On 1/10/2024 by affidavit at Alipurduar E.M. Court, my name has been rectified from Mithun Rabidas, S/o L.R Das to Mithun Das, S/o. Lalan Das. (C/111949)

•

কেস রেকর্ডে আমার ও পিতার ভুল নাম উল্লেখ থাকায় 30/9/2024 তারিখে মাথাভাঙ্গা নোটারি অ্যাফিডেভিট বলে আমি রবীন্দ্র নাথ বর্মন, পিতা রাজেন্দ্র নাথ বর্মন এবং রবি বর্মন, পিতা শিবোরাম বর্মন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম। তৎসহ জানাই আমার সঠিক ঠিকানা 165 উচলপুকুরি, থানা- মেখলিগঞ্জ। (B/S)

•

কেস রেকর্ডে আমার ও পিতার নাম ভুল উল্লেখ থাকায় 30/9/2024 তারিখে মাথাভাঙ্গা নোটারি অ্যাফিডেভিট বলে আমি ধনপতি রায় প্রামাণিক, পিতা জিতেন রায় প্রামাণিক এবং ধন কুমার রায়, পিতা মহেন্দ্র কুমার রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম। তৎসহ জানাই, আমার সঠিক ঠিকানা ১৭৪ ধুলিয়া খলিসা, থানা মেখলিগঞ্জ। (B/S)

•

আমি নীপা ভট্টাচার্য্য, স্বামী ঋত্বিক ভট্টাচার্য্য, সাং আম্বাড়িপা, পোঃ গয়েরকাটা, থানা- বানারহাট, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫২১২, জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কৃত তাং 20.09.24 অ্যাফিডেভিট নং 18920 সাপেক্ষে নীপা ঘোষ নামে পরিচিত হলাম। নীপা ভট্টাচার্য্য ও নীপা ঘোষ আইনত একই ব্যক্তি। (C/112486)

Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya
Pundibari, Cooch Behar
Abridged NIT No. 03 of 2024-'25
Ref. No. 732/UBKV/Est./Tend (WD)
Date : 30.09.2024

Sealed Tender in two bid system is hereby invited for few works of UBKV from bonafide agencies. Last date of submission of tender is 23-10-2024 (upto 2.00 P.M.). For details log on to website **www.ubkv.ac.in**

Registrar (Actg.)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare Malda Medical College & Hospital, Malda

NOTICE INVITING E-TENDER

MALDA MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL INVITING E- Tender Notice No- MSVP/ eNIT-07/MLDMCH Dated- 01/10/2024, Tender Notice No- MSVP/ eNIT- 08/MLDMCH Dated-01/10/2024, Tender Notice No- MSVP/ eNIT-09/MLDMCH Dated-01/10/2024, Out Sourcing of Security, Equipment for "FOR DETAILS www.wbhealth.gov.in/www.maldamedicalcollege.com Or office of the Under signed

MSVP, Malda MCH

Office of the Panchayat Samity Tufanganj-I Panchayat Samity Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-tender are invited vide this office Memo No. 3376, NIT NO-10(EO)/2024-25 Dated : 01-10-2024, Last date of Bid Submission is 22-10-2024. Intending tenderers may contact this office for details.

Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-I Panchayat Samity

২০২৪ সালের অক্টোবর মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডেপুটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি এর এখতিয়ারের অধীনে **অক্টোবর**'২০২৪ মাসের জন্য রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি এতদ্বারা নিয়রূপে স্থির করা হয়েছে :

ক্রম. নং.	মাস	নির্দিষ্ট তারিখ
১	অক্টোবর'২০২৪	০৭-১০-২০২৪

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in)-এর মাধ্যমে বিড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি সিএমএম, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বন্ধু জমাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপনের দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। বাবার শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠায় থাকতে হবে। বৃষ : আজ ভালো সুযোগ পাবেন। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার মিলবে। মিথুন : বন্ধুর হস্তক্ষেপে পারিবারিক অশান্তি মিটবে। পেটের অসুখে ভোগান্তি। কর্কট : হঠাৎ নতুন কোনও কাজের সুযোগ মিলবে। ব্যবসার জন্যে ধার করতে হতে পারে। সিংহ : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ। কন্যা : পথে খুব সাবধানে চলুন। বন্ধুর সঙ্গে অযথা তর্ক করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। তুলা : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। পুরোনো সম্পর্কে ফিরতে পারে। বৃশ্চিক : অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত। ভাইয়ের সঙ্গে নতুন ব্যবসা নিয়ে মতভেদ। ধনু : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। ভাইয়ের পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হবেন। প্রেমে শুভ। মকর : বাড়ি সারানোর কাজ আপতত স্থগিত রাখুন। হারানো মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেতে পারেন। কুম্ভ : শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবেন। মীন : অফিসে বিরোধীপক্ষ আজ সমস্যা তৈরি করতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় ব্যয় বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৫ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১০ আশ্বিন, ২ অক্টোবর ২০২৪, ১৫ আহিন, সংবৎ ১৫ আশ্বিন বদি, ২৮ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩২, অঃ ৫।২২। বুধবার, অমাবস্যা রাত্রি ১১।৭। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ১২।৪৩। ব্রহ্মযোগ শেষরাত্রি ৪।২৮। চতুষ্পাদকরণ দিবা ১০।৭ গতে নাগকরণ রাত্রি ১১।৭ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১২।৪৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৪৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী – ঈশানে, রাত্রি ১১।৭ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৮।২৯ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১। ২৭ গতে ১২। ৫৬ মধ্যে। কালরাত্রি ২। ২৯ গতে ৪।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১১।৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। মহালয়া পার্বণশ্রাদ্ধ। আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস। মহাত্মা গান্ধির জন্মদিবস ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিবস (২ অক্টোবর)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৭ মধ্যে ও ৭।১২ গতে ৭।৫৭ মধ্যে ও ১০।১৩ গতে ১২।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫০ গতে ৬।৪১ মধ্যে ও ৮।২৩ গতে ৩।৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।২৭ গতে ৭।১২ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোনাস কমল

জলপাইগুড়ি, ১ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার ১৭১টি প্রোজেক্ট টি গার্ডেনের ৩৫ হাজার চা শ্রমিকের মজুরি চুক্তি মঙ্গলবার সম্পন্ন হয়। টানা সাত ঘণ্টা বৈঠকের পর বোনাসের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। ৫০ একরের বেশি চা বাগানের মালিকরা শ্রমিকদের ১৩.৭৫ শতাংশ হারে বোনাস দেবেন। ৫০ একরের নীচে থাকা বাগানগুলির শ্রমিকরা ১২.৫০ শতাংশ হারে বোনাস পাবেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

দ্বিজেন মুর্মু

05-09-24 পরলোকগমন করেছেন। তাঁহার আত্মার শান্তি কামনায় আগামী 03-10-24 শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিজ বাসভবনে (ফরিদপুর, পাগলীগঞ্জ, বালুরঘাট) সম্পন্ন হইবে।

শোকাহত - মরিয়াম টুডু (স্ত্রী)
আল্পনা মুর্মু, কল্পনা মুর্মু, অপর্ণা মুর্মু, চন্দনা মুর্মু (কন্যা)

স্কুলের সামনে চিতাবাঘ দেখে কান্না খুদেদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১ অক্টোবর : স্কুলের সামনে চলে এল চিতাবাঘ। তা দেখে তখন আতঙ্কে কেঁদেই ফেলল কয়েকজন খুদে পড়ুয়া। হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার দুপুরে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু টিজি থ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ওই বাগানে চিতাবাঘের অস্তিত্ব নতুন কোনও ঘটনা নয়। তবে দিনদুপুরে স্কুলের সামনে চলে আসার ঘটনাটি নজিরবিহীন। সেখানকার এক সহ শিক্ষক ও এলাকারই বাসিন্দা লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ বলেন, ভাবতেই পারছি না এমন ঘটনা ঘটবে। সেসময় টিফিন চলছিল। যে কারণে কয়েকজন পড়ুয়া একটু বাইরে বেরিয়েছিল। তারাই বুনোটিকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে।' বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'বামনডাঙ্গা থেকে কিছুদিন আগে একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছিল। সেখানে আরও খাঁচা পেতে রাখা আছে। পরিস্থিতির প্রতি আমরা নজর রেখে চলছি।'

স্কুল ছুটির পর বাড়ি যাচ্ছে টন্ডু টিজি থ্রি প্রাথমিক স্কুলের খুদেরা।

টন্ডু টিজি থ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বাগানের ডায়না লাইনে রয়েছে। পিছনেই রয়েছে মডেল ভিলেজ নামে সরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা একটি শ্রমিক কলোনি। ওই মডেল ভিলেজের গাঁ ঘেঁষে গরুমারা জাতীয় উদ্যান। স্কুলটির ঠিক সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে পাকা রাস্তা। ওই পথের এক পাশে চা বাগান ও অন্য পাশে ডায়নার জঙ্গল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটি পিছনের দিক থেকে স্কুলের সামনের রাস্তায় উঠে আসে। তখন বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ছাড়াও রাস্তা দিয়ে একপাল ছাগল আসছিল। সেগুলিও সেসময় পড়ুয়াদের সঙ্গে ছুট লাগায়। চিতাবাঘটি অবশ্য কোনও ক্ষতি করেনি। দুলকি চালে রাস্তা পেরিয়ে ডায়নার জঙ্গলের দিকে ঢুকে যায়। অজতি লোহার, আনিষা মাঙ্কিমুন্ডা, সুজিকা খাড়িয়ার মতো তৃতীয় শ্রেণির খুদেরা প্রথম বুনোটিকে রাস্তায় দেখতে পায়। তারা দৌড়ে স্কুলের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে কাঁদতে থাকে। তখন অন্য শিক্ষকরা বেরিয়ে আসেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, ততক্ষণে চিতাবাঘটি চলে গিয়েছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে দারুণ ভয়ে রয়েছি।

বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ডুয়ার্সের চা বাগান চিতাবাঘের স্বাভাবিক বাসস্থান। ২০২২ সালে জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ বাঘ শুমারির সময় একইসঙ্গে চিতাবাঘের শুমারি করেছিল। কাজটি হয় ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে। সবমিলিয়ে সেসময় গোটা উত্তরবঙ্গে ৭০০ চিতাবাঘের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। বনের ভেতরে সংখ্যাটি ছিল ২৬০। বাইরে বা বিশেষ করে চা বাগান এলাকায় চিতাবাঘ যে বেশি তা পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার। চিতাবাঘের হামলা বাগানগুলিতে আকছারই ঘটে থাকে। এমনকি গত জুলাই মাসে বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগানে এক শিশুর মৃত্যুও হয়। দেহটি চা বাগানের ঝোপ থেকে উদ্ধার হয়। এর আগে চিতাবাঘের হামলায় শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটে গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর এলাকার ঢেকলাপাড়া বাগানের নেপানিয়া ডিভিশনে, এবছরেরই ১০ জানুয়ারি বীরপাড়া চা বাগানে।

স্মরণে

কুমকুম দাস

আসা - ২৪/১০/১৯৪২
যাওয়া -০২/১০/২০০২

চলে যাওয়াটাই চরম সত্য!
পেরিয়েও গেলো ২২টা বছর
আর দূরে থাকাটাও
অভ্যেস হয়ে গেল ! আচ্ছা,
এটা না হলে দিন গুলো
কেমন হতো ?!!! ভালো থেকো!

শ্যামল কুমার দাস ও
বাড়ীর অন্যান্য মনগুলো
মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি

IndianOil
CIN - L 23201 MH 1959 GOI 011388

পাইপলাইনস ডিভিশন
পূর্বাঞ্চল পাইপলাইনস, মাদারিহাট
রিটেইনার ডাক্তার প্রয়োজন

ইআরপিএল মাদারিহাট, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (পাইপলাইনস ডিভিশন), জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- 735220 সপ্তাহে 2 (দুই) দিনের প্রতিদিন 2 (দুই) ঘন্টা পরিদর্শন করার জন্য রিটেনারের নিযুক্তির জন্য মেডিকেল পেশাদারদের কাছে আবেদনের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এমডি (মেডিসিন)/এমএস (জেনারেল সার্জারি)/এমবিবিএস যোগ্যতা এবং জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে ন্যূনতম 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তারেরা আবেদনের যোগ্য। তবে, এমডি (মেডিসিন)/এমএস (জেনারেল সার্জারি) যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তারদের এমবিবিএসের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এমডি (মেডিসিন)/এমএস (জেনারেল সার্জারি) যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তারদের রিটেনারের ফি হবে টাকা ₹1390/- প্রতি ঘন্টা এবং এমবিবিএস যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তারদের রিটেইনার ফি হবে ₹1075/- প্রতি ঘন্টা। পারিশ্রমিক একটি মাসে 52 ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ সর্বাধিক পারিশ্রমিক সাপেক্ষে প্রকৃত উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। একটি ক্রমবর্ধমান ভিত্তিতে বার্ষিক 5% বৃদ্ধি পরবর্তী বছরগুলির জন্য প্রদান করা হবে। চুক্তির প্রাথমিক মেয়াদ হবে 3 বছরের জন্য, যা 3 মাসের নোটিশ দিয়ে উভয় পক্ষই শেষ করতে পারে। 3 বছরের মেয়াদ শেষ হলে, পারস্পরিক চুক্তিতে আরও 2 বছর বাড়ানো যেতে পারে।

আগ্রহী প্রার্থীরা একটি মুখ বন্ধ করা খামের উপর "APPLICATION FOR RETAINER DOCTOR" লিখে **Chief Operations Manager, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), PO: Madarihat, Distt. Jalpaiguri, West Bengal- 735220,** আমাদের ওয়েবসাইট https://www.iocl.com/latest-job-opening এবং **PH No. 9718944242**-তে **এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের 15 দিনের মধ্যে** সংযুক্ত বিন্যাসে পাঠাতে পারেন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সংশোধনী সহ এই বিষয়ে আরও সমস্ত ঘোষণা, যদি থাকে, শুধুমাত্র এই ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https://www.iocl.com/latest-job-opening-এ করা হবে।

আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে ই-মেইল আইডি amitk@indianoil.in বা **মোবাইল নম্বরে +91 9718944242** -এ যোগাযোগ করুন।

বুধবার, ১৫ আশ্বিন ১৪৩১, ২ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৩৬ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

অন্যায়কে প্রশ্রয়

বেগতিক বুঝলে কিছু পদক্ষেপ। যার কার্যকারিতা কিছু থাকে না। ঘটনাটি ফিকে হওয়ার অপেক্ষা চলে। তারপর ফের যথা পূর্বং, তথা পরং। বাংলায় প্রশাসন ও শাসকদলে এটাই যেন এখন নিয়ম। মাল পুরসভার চেয়ারম্যানকে দল থেকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। কারণ তিনি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। ১০০ কোটি টাকারও বেশি নয়ছয়ের অভিযোগ। সাসপেন্ড করলেও দল তাঁকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরানোর নাম করল না।

তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি সবটাই রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ বলে চালিয়ে গেলেন। না চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করতে বলা হল, না অনাস্থা এনে তাঁকে অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়া হল কাউন্সিলারদের। চেয়ারম্যান বহালতবিয়তে পদে থেকে কাজ করছেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সত্যি হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা উচিত। এ ব্যাপারে দল কোনও পদক্ষেপ করল না। প্রশাসন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেনি। বরখাস্ত করার কোনও প্রক্রিয়াতেও হাঁটল না প্রশাসন।

এত বড় অভিযোগের পরেও অভিযুক্ত চেয়ারম্যানের কাজ করে চলে যাচ্ছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কোনও সবুজ সংকেত পেয়ে তিনি নিজের পদ আঁকড়ে থাকার অবস্থান নিয়েছেন। আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দ ও সম্পত্তি তছনছ করার মামলা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক প্রমাণ মেলে। তারপর তড়িঘড়ি দল থেকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল মুখ বাঁচাল মাত্র। প্রশাসনিকভাবে শাস্তির পথে না হেঁটে জল মাপার প্রক্রিয়া শুরু হল।

ঘটনা একটি নয়। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দপ্তরের অফিসার অন ডিউটির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ হল। অভিযোগ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরের এক কর্মী। কিন্তু পদক্ষেপ করা দূরে থাক, পুলিশ তদন্তটুকুও করল না এখনও। তদন্ত হবে বলে কোনও সবুজ সংকেতও দেখা যাচ্ছে না। শিলিগুড়িতে জমি মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্তে মুখ পুড়ছিল শাসকদলের। হঠাৎ দেবাশিস প্রামাণিক ও গৌতম গোস্বামী গ্রেপ্তার হলেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রচার করলেন, অন্যায় দেখলে তৃণমূল নিজের দলের লোককে রেয়াত করে না। অথচ শিলিগুড়িতে ওই বেআইনি কারবারে জড়িত আরও অনেকে। পুলিশ তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করল না। দেবাশিস ও গৌতম ছাড়া কারও বিরুদ্ধে দল ন্যূনতম ব্যবস্থাও গ্রহণ করল না। গজলডোবার সরকারি জমি দখল করে প্রচুর বেআইনি নির্মাণ নিয়ে হইচই হল। পুলিশ নিয়ে গিয়ে প্রশাসন নির্মাণগুলির সামান্য অংশ ভেঙ্গে রণে ভঙ্গ দিল।

হইচই থিতিয়ে যেতে আবার যে-কে-সেই। না আর নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে, না দখল করা জমি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। জবরদখলকারী বা বেআইনি নির্মাণে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আর কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। চোপড়ায় সালিশির নামে এক মহিলাকে বেদম প্রহারে অভিযুক্ত এক তৃণমূল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। কিন্তু প্রধান পদে বসে তাঁর স্ত্রী যে অবাধে কাটমানি তুলে গিয়েছেন, প্রমাণ সত্ত্বেও এখনও চোখ বুজে প্রশাসন ও শাসকদল।

হইচই না হলেও অন্যায়গুলি তৃণমূল বা প্রশাসন জানে না, এমন নয়। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান যে জেলা পরিষদের জমি বেআইনিভাবে লিজে দিয়ে টাকা হাতিয়েছেন, তা অজানা ছিল না কারও। জেলা পরিষদের তদন্তে তার প্রমাণ মিলেছিল। কিন্তু আদালতের নির্দেশের আগ পর্যন্ত জেলা পরিষদ, প্রশাসন, শাসকদল সবাই হাত গুটিয়ে বসে ছিল।

ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না সামান্য যে পদক্ষেপগুলি করা হয়, তা নাম কা ওয়াস্তে শুধু। দৃঢ় পদক্ষেপ কোথাও করা হয় না। বরং অভিযুক্তরা নানা ফাঁকফোকর দিয়ে বহালতবিয়তে থেকে যান। ফলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া ক্রমশ বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

আমাদের বালক জঙ্গিরা লেখাপড়া মাচায় তুলে কচি কচি হাতে আইসিসের পতাকা নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষালয় থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়। আইসিসের আদর্শে বেড়ে উঠছে এই সব খুদে ইসলামি সৈনিক। এরা কচি কচি হাতে বড় ছুরি নিয়ে জবাই করতে শিখে গেছে।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল

বিয়ের অর্ডার। অথচ ফুলের দোকানে ফুল নেই। উপায়? রকমারি গাছের পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে বিয়ের গাড়িটি। পথচলতি মানুষজন অবাক নজরে দেখছেন সেই পাতাবাহার গাড়ি। পরিবেশবান্ধব গাড়ির ভিডিও ঝড় তুলেছে। এক নেটিজেনের মন্তব্য, যেন 'মোগলির' বিয়ের অনুষ্ঠান।

আজ

১৮৬৯

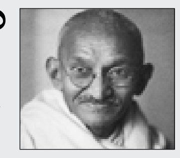

জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিনহা।

সোজা-সাপটা

পূর্ববর্তী তিন পুরুষই পিতৃলোকে থাকেন যাঁদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করেন সুশাসক যমরাজ, যদিও এই খাওয়াদাওয়ার স্পনসরশিপ প্রয়াত বংশপুরুষদের উত্তরাধিকারী জীবিত বংশধরদের হাতেই। ফলত, এই যে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধতর্পণ সেটার অন্তিম স্থান হল মহালয়া।

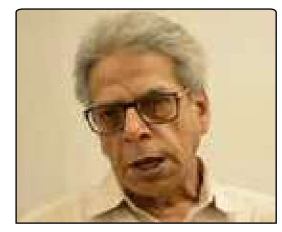

প্রয়াতদের অন্নপানের জন্য জীবিতের দুশ্চিন্তা কম নয়

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ভারত এমন এক আন্তরিক দেশ যেখানে পাশ্চাত্য এসক্যাটোলজির ধ্যানধারণা মেলে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রয়াত হলেও মানসী ভাবনায় তাঁদের সঙ্গে আমাদের বিচিত্র সম্পর্ক সেতু তৈরি হয়। প্রয়াত হওয়ার পরেও তাঁদের অন্নপান যাতে ঠিকমতো চলে, তার জন্য জীবিত জনের দুশ্চিন্তা কম থাকে না। সেই দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য দেবলোকের তলায় তলায় একটা পিতৃলোকের ব্যবস্থা করেছেন শাস্ত্রকারেরা এবং সেই পিতারাও বেশ ক্ষমতাসম্পন্ন। এই পিতৃলোকেই প্রয়াত মাতা-মাতামহরাও থাকেন। একজন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে কখনও একটা গোটা মানুষ ভাবেননি আমাদের শাস্ত্রকারেরা। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতো প্রাচীন উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের মতো বহুমান্য ঋষি বলেছেন, একজন পুরুষের শরীর হল অর্ধাংশশূন্য শস্যবীজের- দ্বিদল ডালের অর্ধেক দানার মতো। যে অর্ধাংশ ফাঁকা সেখানে স্ত্রী শরীর এলে তবেই না একটা গোটা মানুষ হয়- তস্মাদিদম অর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি সু স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যতে এব- এই অর্ধেক আকাশ পূরণ করে স্ত্রীলোক- দুইয়ে মিলে তবে একটা মানুষ।

এই ভাবনা থেকে পিতা এবং মাতাকে সংস্কৃতে একসঙ্গে দ্বিবচনে পিতরৌ বলা হয়, ফলে প্রয়াত মানুষের আবাসিকটাকে খনিক পিতৃতান্ত্রিকতাতেই হয়তো পিতৃলোক বলা হয়েছে এবং সেই পিতৃলোকের কিন্তু একটা অলৌকিক পরিকল্পনা আছে। ধারণা করা হয় যে, জীবিত জনের তিন প্রয়াত পুরুষদের তিনটি জেনারেশন এই পিতৃলোকে থাকেন। তাঁদের আগের সব জেনারেশনকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন যমরাজ। কারণ, পিতৃলোকের দেখভালের ব্যবস্থা যমরাজের হাতে। পিতৃলোকের এই তিন পুরুষের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা চমৎকার। পিতামাতার উদ্দেশে আমরা যে পিণ্ডদান করি তাতেই তাঁদের খাওয়া চলে। খেয়াল করে দেখুন, সদ্য প্রয়াত মা-বাবার উদ্দেশে আমরা যে শ্রাদ্ধ করি, তার এক বছর হল সপিণ্ডকরণ। আমাদের এক বছর পিতৃলোকের এক দিন- অর্থাৎ বার্ষিক সপিণ্ডকরণের দিন তাঁর অন্ন-পান দিলাম আমরা। এইভাবে প্রতিটি বার্ষিক শ্রাদ্ধে এই একদিনের অন্ন-পান চালিয়ে গেলে মা-বাবা পরম সুখে আশীর্বাদ করতে থাকেন। তার মধ্যে বাড়তি খাবারও জুটে যায়-- অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহের নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি।

এই সমস্ত প্রকার শ্রাদ্ধগুলিতে পিতা-মাতা সহ পূর্ববর্তী তিন পুরুষকেই শ্রাদ্ধপিণ্ড দান করতে হয়, দিতে হয় জল। তাহলে এই যুক্তিটাই সার্থক হল যে, পূর্ববর্তী তিন পুরুষই পিতৃলোকে থাকেন যাঁদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করেন সুশাসক যমরাজ, যদিও এই খাওয়াদাওয়ার স্পনসরশিপ প্রয়াত বংশপুরুষদের উত্তরাধিকারী জীবিত বংশধরদের হাতেই। ফলত, এই যে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধতর্পণ সেটার অন্তিম স্থান হল মহালয়া-- যার সঙ্গে চোদ্দোটি পিতৃপক্ষের দিন জুড়ে আছে। এই সময়ে প্রয়াত পিতৃগণ এবং মাতৃগণ মর্ত্যভূমির সবচেয়ে কাছে আসেন। হয়তো-বা বায়ুভূত নিরালম্ব অবস্থায় বংশধরদের ঘরের মধ্যেই প্রায় চলে আসেন-- সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নির্দেশেই নাকি সসৃষ্ট বংশধরদের এইভাবে করুণা করেন তাঁরা।

মহালয়া তিথির এই তাৎপর্য এবং মাহাত্ম্য তার আগের চোদ্দোদিনের মধ্যেও অনুসৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুকপ্রদ কাহিনী না বললেই নয়। কথিত আছে-- মহাভারত মহাকাব্যের বিখ্যাত চরিত্র কর্ণ, যিনি দানের সময় কাউকে ফেরাতেন না বলে দানবীর কর্ণ নামে খ্যাত হয়েছেন। সেই কর্ণ যুদ্ধকালে অর্জুনের হাতে মৃত্যুবরণ করার পর বীরের সদ্গতি লাভ করে স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে তাঁকে সাভিনন্দনে বরণ করে নিলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। মতান্তরে যম। অভিনন্দন-আবাহনের পর্ব শেষ হলে কর্ণকে খেতে দেওয়া হল থালা সাজিয়ে কিন্তু সে থালায় খাদ্য হল সোনার তৈরি নানা অলংকার, হিরে-মোতি, চুনি-পান্না। কর্ণ এই অদ্ভুত বিপ্রতিপত্তি দেখে দেবরাজের কাছে জিজ্ঞাসু হতেই তিনি বললেন-- দ্যাখো বাছা! তুমি এতদিন যত দান দিয়েছ ব্রাহ্মণদের, সেখানে অন্নপান, খাবার জিনিস কাউকে কিছু দাওনি। সেই কারণেই খাবার হিসেবে তোমাকে সোনাদানা, মণিরত্ন দিয়েছি। বিশেষত পিতৃমাতৃকুলের কারও উদ্দেশে তুমি একটা পিণ্ড পর্যন্ত দাওনি, ফলে তোমার খাবার থালায় শুধু দানের জিনিস, কোনও অন্নপান নেই।

কর্ণ বললেন-- দেখুন আমি তো সারা জীবন জানতামই না যে, আমার পিতা-মাতা কে, আমার পিতৃপুরুষের তালিকাতেই বা কারা আছেন? সেখানে আমি পিণ্ড দেব কার উদ্দেশে। ইন্দ্র বললেন-- বেশ তো, এখন তো তুমি সব জানো। আর তুমি এত বড় দানবীর বলেই তোমাকে বলছি-- তোমাকে আমরা পনেরোদিনের জন্য আবার মর্ত্যে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি-- এই প্রতিপদ থেকে মহালয়া অমাবস্যা পর্যন্ত সময় ধরে তুমি পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দাও। তারপর মহালয়ার পরেই ফিরে এসো, তখন এখানেও তোমার সুব্যবস্থা হবে।

কর্ণ ফিরলেন ধরণীতে। পনেরোদিন ধরে পিতৃমাতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণ করলেন। তারপর যখন ফিরে স্বর্গলোকে, তখন ইন্দ্র বললেন-- তোমার এই পিতৃমাতৃ কর্মের পনেরোদিন এখন থেকে পিতৃপক্ষ বলে জগতে পরিচিত হবে এবং এখন তোমার আবাসস্থান হোক এই পিতৃলোক।

কাহিনীটি জনশ্রুত পরম্পরায় বাহিত হলেও বেশ উদ্ভাবিত বটে। অতএব এই পিতৃপক্ষের শেষ দিন মহালয়া দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত কোনও মহোৎসব নয়, বরঞ্চ এটা পিতৃপুরুষের মহোৎসব-- কোনও সময় তর্পণ না করলেও মহালয়ার তর্পণে সর্বসিদ্ধি। দুর্গাপুজোর সঙ্গে তার বাস্তব সম্পর্ক এইটুকুই যে, এই দিনেই দুর্গার মূর্তি কারিগরেরা অনেকেই দুর্গামূর্তির চক্ষুদান করেন— হয়তো-বা এই জন্যেই যে মা জননী চোখ খুলেই দেখবেন-- তাঁর সন্তানেরা পিতা-মাতা পিতৃপুরুষকে ভোলেনি, মহালয়ার তর্পণ সেরেই তারা বিশ্বাত্মিকা জগজ্জননীর পুজো আরাধনায় মন দেবে, পাঁচদিনের সাড়ম্বর মাতৃতন্ত্র পনেরোদিনের পিতৃতান্ত্রিকতাকে পরের বছরের জন্য জমা করে দেবে।

ছোটবেলায় যখন পূর্ববঙ্গে গ্রাম্যজীবন কাটিয়েছি, তখন ঘরের পাশে নদী বয়ে যেত। পিতাঠাকুরকে দেখতাম তিনি প্রতিদিনই নদীর কোমরজলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করতেন। সেখানে মহালয়ার দিনটা আমার কাছে পৃথক কিছু ছিল না। তবে বিশেষ এইটুকু দেখতাম যে, এই দিনটাতে জ্ঞাতিগুষ্টির আরও কয়েকজন নদীতে নেমে তর্পণ করতেন। কিন্তু এই পার্থক্যের কারণটা আমার সেই ছোটবেলায় কিছু বুঝিনি, এমনকি মহালয়া নামটাও যে আমার কাছে খুব পরিচিত ছিল, তাও নয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে যেই কলকাতায় এলাম তখন আমার পিতার মনে একটা অদ্ভুত আনন্দ দেখলাম-- কারণ তিনি গঙ্গায় তর্পণ করতে পারছেন। ব্যাপারটা আরও জমে উঠল যখন আমার খুড়তুতো দাদা আমাদের বাড়িতে এসে বাড়ির বড় রেডিওর একটা জাল অ্যান্টেনা ছাদে লাগাতে গেলেন। তিনি বললেন, কাল মহালয়া, ভোর ৪টের সময় বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মহিষাসুরমর্দিনী। অথচ উপলক্ষ্যটা একেবারেই অন্য ছিল-- আমাদের কালীঘাটের বাড়িটা যেহেতু প্রায় গঙ্গার তীরেই ছিল ফলত পিতৃ-মাতৃহীন অনেকেই আমাদের বাড়িতে মহালয়ার আগের দিনই চলে আসতেন। মহালয়ার তর্পণ করবেন বলে। কিন্তু তর্পণের এই স্মার্ত বাধ্যবাধকতার মধ্যে হঠাৎই শরৎ-শিউলির একটা উন্মাদনা চলে এল সকাল ৪টের সময়। মুহূর্তের মধ্যে পিতৃপক্ষের শেষ দিন দুর্গাপুজোর প্রারম্ভিকে পরিণত হল বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সৌজন্যে। আমি আগেও মহালয়ার দিন দেখেছি। তখনও মহালয়ার দিন দেখলাম। রাত্রি ১০টার সময় রেডিও-কাঁটাটিকে একেবারে যথাযথ তরঙ্গে স্থাপন করে তাকে বারবার পরীক্ষা করে রাখা হল, যাতে ভোর ৪টের সময় একটা সেকেন্ডে একটা শব্দও যাতে বিফলে না যায়। টেবিল ঘড়িতে ৩.৪০-এ অ্যালার্ম। যাতে সকলে চোখ-মুখ ধুয়ে রেডিওর ধারেকাছে বসে পড়তে পারে। বাচ্চারা যেমন বড়দের দেখলে ভয় পায়, তেমনিই বড়দের আনন্দ দেখলে তারাও আনন্দে উন্মাদনায় শামিল হয়। আমরাও তেমনই ছিলাম।

মহালয়া দু-তিন বছর এইভাবে চলার পর আমি একবার আমার বাড়িওয়ালি বৃদ্ধাকে দেখলাম-- তিনি সকালে মহিষাসুরমর্দিনী শোনার পরই দুর্গে দুর্গতীনাশিনী বলে সমস্ত ঘরগুলিতে গঙ্গাজল ছিটোলেন। আমি সেদিন বুঝলাম তিল-তুলসী-গঙ্গা শরৎ-শিউলি-কাশে পরিণত হল।

ছোটবেলায় গ্রাম্য কাকা-জেঠাদের বাড়িতে কেউ গতায়ু হলে সেই শোকতাপ আমাদের স্পর্শ করত। অবশেষে শ্রাদ্ধের দিন সেই বাড়ির পাশ দিয়ে গেলে দুটি শব্দ এমনভাবেই পুনরাবৃত্ত হত। যাতে কোনও শব্দবোধ ছাড়াই কেমন যেন ভারাক্রান্ত হত আমার হৃদয়। একটা ছিল--ব্রাহ্মণায় অহং দদানি-- আমি এটা ব্রাহ্মণকে দিচ্ছি। আর দ্বিতীয় বাক্যটি হল শেষের দিনে সেজন বিনে-- ওঁ গয়া-গঙ্গা-গদাধরো হরিঃ। প্রিয়জনবিহীন মানুষটি প্রিয়জনের প্রতিরূপী ব্রাহ্মণকে দান করছেন-- এতে ব্রাহ্মণত্ব খণ্ডিত হয় নাকি ব্রাহ্মণের লাভের পথ প্রশস্ত হয়, সে তর্ক থাক। কিন্তু গয়া গঙ্গা গদাধরো হরিঃ-- এই বাক্যে প্রয়াতজন জীবিতজনের কাছে পিণ্ডলাভ করছেন অর্থাৎ খাবার পাচ্ছেন-- এই ভাবনাটা অদ্ভুত এক অদৃশ্য সেতু তৈরি করে দেয় মৃত এবং জীবিতের মধ্যে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দেশে শ্রাদ্ধ-পিণ্ড অন্ত্যেষ্টির পরে একটা শ্রাদ্ধকৃত্যেই শেষ হয়ে যায় না। পিতৃ-মাতৃ-সুহৃদবর্গকে মনে রাখার জন্য বারবার বৎসরান্তিক তিথি ফিরে আসে-- সপিণ্ডকরণ থেকে তিথি পালন কোনওটাই বাদ যেত না সেকালে।

জনমত

রেললাইনের সুরক্ষা বাড়ানো প্রয়োজন

ভারতীয় রেলের লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ক্রমশ মাত্রাছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে ট্রেন লাইনের ওপর দুষ্কৃতকারীদের হামলার ঘটনাও হঠাৎ করেই যেন বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ভারতীয় রেলে প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করে। এত বিশাল নেটওয়ার্ক পাহারা দেওয়া যেমন প্রায় অসম্ভব, তেমনি এটাও ঠিক যে কর্মচারী স্বল্পতায় ভারতীয় রেল ধুঁকছে। যত শীঘ্র সম্ভব রাতে রেলওয়ে লাইনের সুরক্ষায় নাইট পেট্রলিং বাড়িয়ে এবং ড্রোনের মতন আধুনিক টেকনলজির সাহায্য নিয়ে রেলের লাইনকে নিরাপদ করার দিকে কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

থিমের বাড়বাড়ন্তে এখন দুর্গাপুজোয় উধাও ভক্তি

একবার কয়েকজন প্রবীণ বন্ধুকে নিয়ে থিমের পুজো দেখতে গিয়েছিলাম। প্রতিমা থেকে মণ্ডপসজ্জা- সবটাই ছিল চোখধাঁধানো। কিন্তু মণ্ডপের কোথাও কোনও ঢাক, ধুনুচি নাচ কিছুই ছিল না। এমনকি ভিড় করে সবাই প্যান্ডেলে ঢুকছেন বটে, কিন্তু অনেকেই প্রণাম করছেন না।

আমরাও একসময় ১৫০০, ২০০০ টাকার বাজেটের পুজো করেছি। সেইসময় ঢাকি থেকে ধুনুচি নাচ সবই থাকত। এককথায় মণ্ডপে যেন ভক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি হত। প্যান্ডেলে এসে সবাই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যাবার সময় সবাইকে নকুলদানা বা বোঁদেও দেওয়া হত। এখন ৩০-৪০ লক্ষ টাকার বাজেটের পুজো হলেও এসবের কোনও বালাই নেই। তার ওপর এখন অনেক থিমের মণ্ডপে এও দেখা যায়, দুর্গাকে ছোট করে বানিয়ে প্যান্ডেলের এক কোনায় রেখে দিতে। কেউ কেউ অন্ধকার করে রাখে, কেউ বা নামমাত্র আলো জ্বালিয়ে রাখেন।

এই বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে পুজো কমিটির কাছে অনুরোধ জানাই। মাকে যত্ন করতে না পারলে প্যান্ডেল করার প্রয়োজন কী!

যতন পালচৌধুরী, শিলিগুড়ি।

আর কবে সংস্কার হবে

ক'দিন বাদেই বাঙালির প্রাণের প্রিয় দুর্গোৎসব, তবুও মুখভার তিনটি গ্রামের মানুষের। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা খানাখন্দে ভরা, উঠে গিয়েছে সম্পূর্ণ পিচের চাদর। একদিকে শীতকালে ধুলোয় অতিষ্ঠ, অন্যদিকে বর্ষা এলেই রাস্তা যেন ডোবা, চলাচলের অযোগ্য, নজর নেই প্রশাসনের। আলিপুরদুয়ার জেলার-১ ব্লকের মথুরা বাজার থেকে তপসিখাতা পঞ্চায়েতের শালবাড়ি মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাত কিমি রাস্তা ব্যবহারের একেবারেই অযোগ্য। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর মথুরা মোড় থেকে মথুরা বেসিক স্কুল পর্যন্ত প্রায় এক কিমি রাস্তা পেভার্স ব্লক দিয়ে নতুন করে সংস্কার করলেও বাকি সম্পূর্ণ রাস্তা যেন নরকযন্ত্রণার শামিল। তবে এই রাস্তা সংস্কার হলে একদিন স্বর্গের রাস্তার রূপ নেবে ঠিক এমনটাই আশা সকলের।

কিন্তু এই জরাজীর্ণ রাস্তা কবে সংস্কার হবে সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

বিদ্যুৎ দাস
তপসিখাতা, আলিপুরদুয়ার।

বিদ্যুতের কলসেন্টার চাই

জলপাইগুড়ি শহরে বিদ্যুতের কোনও কলসেন্টার নেই। আগে গোপালপুর অফিস ও সমাজপাড়ায় কলসেন্টার ছিল। বর্তমানে সেটা শহরের বাইরে। ফলে শহরবাসীর বিদ্যুতের সমস্যা, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদির জন্য ৫০-১০০ টাকা খরচ করতে হয়। সকলেই তো অনলাইনে কাজ জানেন না বা মোবাইল অ্যাপের ব্যবহার জানেন না। সমস্যা হলে অন্যের সাহায্য নিতে হয় বিশেষ করে বয়স্ক গ্রাহকদের। রাতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে চরম সমস্যা হয়।

আগের মতো শহরের মধ্যে কলসেন্টার হলে সুবিধা হত। কদমতলা, রায়কতপাড়া, সমাজপাড়ায় কলসেন্টার চালু হলে শহরবাসীর খুবই উপকার হবে।

নূপুর ব্যানার্জি, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫৩

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। এই দেবী মহিষাসুরকে বর দিয়েছিলেন ৫। পরিশ্রম করে পাওয়া অর্থ ৬। সময়ে উপস্থিত হতে না পারা ৮। পায়ে পরার অলংকার ৯। জনতার সঙ্গে এই ফলের সম্পর্ক আছে ১১। ফুল অথবা দেবী দুর্গা ১৩। বিনাশ বা সমূলে ধ্বংস ১৪। আড়িপাতা বা লুকিয়ে শোনা।

উপর-নীচ : ১। দেবী উগ্রচণ্ডার আট যোগিনীর একজন ২। সোনা মাপার পুরোনো একক ৩। যে রাজ্যে বৈষ্ণোদেবীর মন্দির আছে ৪। পণ্ডিত শিবকুমার শর্মার সঙ্গে এই বাজনার সম্পর্ক ৬। গ্রীবা বা টুঁটি ৭। যে ঘরে পুরুষের ঢোকা বারণ ৮। মিষ্টি বানানোই এর পেশা ৯। একটি ফলের নাম ১০। চণ্ডীপাঠে যে দেবীকে অনেকবার নমস্কার করা হয় ১১। শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন যে দেবী ১২। সাময়িক বিশ্রাম ১৩। তবলা-ডুগির নীচে থাকে।

সমাধান ■ ৩৯৫২

পাশাপাশি : ১। জলপাই ৩। হিমজা ৫। খরাকবলিত ৬। মিশেল ৭। নায়িকা ৯। বাহনকেশরী ১২। হীরক ১৩। নিরাশ্রয়।

উপর-নীচ : ১। জন্মভূমি ২। ইন্দিরা ৩। হিজাব ৪। জান্নাত ৫। খল ৭। নারী ৮। কার্তিকেয় ৯। বারাহী ১০। নরক ১১। শকুনি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

Great Eastern
We serve you best
GREAT FESTIVAL SALE
LUCKY DRAW CONTEST
1 CAR
5 TWO WHEELER
101 LED
101 MICROWAVE & many more ......
Scratch and Win!
ASSURED GIFT WITH EVERY PURCHASE
100 LED
100 MICROWAVE
2000 TROLLEY BAG
1000 MIXER GRINDER
2000 KETTLE
& Many More Surprise GIFTS
Newly Opened
KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE OPP. RANG DE BASANTI DHABA, YES BANK & INDUSIND BANK
BEHALA
BESIDE BEHALA THANA OPP. BAZAR KOLKATA
CASH BACK Upto 26000 On Debit & Credit Cards
0 DOWN PAYMENT
Upto 36 MONTH EMI
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE*
1 EMI OFF
Upto 21000 CASH BACK* For Finance Customer
BAJAJ FINSERV
HDB FINANCIAL SERVICES
kotak Kotak Mahindra Bank
IDFC FIRST Bank
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
75 4K GOOGLE TV ₹76990 EMI / DAY ₹158
65 4K GOOGLE TV ₹43990 EMI / DAY ₹122
55 4K QLED ₹34990 EMI / DAY ₹97
55 4K GOOGLE TV ₹30490 EMI / DAY ₹85
43 4K QLED ₹30490 EMI / DAY ₹58
43 4K GOOGLE TV ₹22990 EMI / DAY ₹77
43 GOOGLE TV ₹18350 EMI / DAY ₹51
43 SMART TV ₹17990 EMI / DAY ₹50
Whirlpool 180 L ₹11990 EMI / DAY ₹32
Godrej 184 L ₹12490 EMI / DAY ₹34
LLOYD 200 L ₹13490 EMI / DAY ₹37
Whirlpool 235 L ₹19990 EMI / DAY ₹55
LG 260 L ₹21990 EMI / DAY ₹61
IFB 243 L ₹24490 EMI / DAY ₹67
Panasonic 280 L ₹27490 EMI / DAY ₹77
BOSCH 368 L ₹46490 EMI / DAY ₹128
472 L ₹47990 EMI / DAY ₹132
Godrej 564 L ₹54990 EMI / DAY ₹151
LG 650 L ₹73990 EMI / DAY ₹203
Whirlpool Semi Automatic - 7KG ₹8490 EMI / DAY ₹24
LLOYD 6.5 KG - TL ₹12690 EMI / DAY ₹35
Godrej 6.5 KG - TL ₹14490 EMI / DAY ₹40
Panasonic 7 KG - TL ₹17990 EMI / DAY ₹50
LG 7 KG - TL ₹18490 EMI / DAY ₹51
BOSCH 7 KG - TL ₹18490 EMI / DAY ₹51
IFB 6.5 KG - TL ₹21490 EMI / DAY ₹59
IFB 6 KG - FL ₹24490 EMI / DAY ₹67
LG 6.5 KG - FL ₹24490 EMI / DAY ₹67
Panasonic 6 KG - FL ₹26990 EMI / DAY ₹74
Whirlpool 7 KG - FL ₹29490 EMI / DAY ₹81
BOSCH 6.5 KG - FL ₹31490 EMI / DAY ₹87
SAMSUNG F15 5G (6/128) EMI / DAY 40
S24 5G (8/128) EMI / DAY 87
Galaxy S24 Ultra
Apple16 (128) EMI / DAY 111
Apple 16 Plus(128) EMI / DAY 125
vivo Y58 (8/128) EMI / DAY 51
V40 (8/128 GB) EMI / DAY 46
10 10 Cashback 10 Months
mi MI 13C 5G (4/128) EMI / DAY 29
MI 13 5G (8/128) EMI / DAY 43
Redmi 13 5G
realme 13 Pro+ 5G
realme 12X (8/128) EMI / DAY 42
13 Pro+ 5G(8/256) EMI / DAY 61
oppo A3 5G (6/128) EMI / DAY 44
Reno12 5G(8/256) EMI / DAY 92
FREE Ear Pods With every mobile purchase
Ci3 12th Gen | 8 GB | 512 SSD | Bk Lit. KB | 15.6 | Win 11 & Office ₹30990 EMI / DAY ₹86
Ci5 12th Gen | 8 GB | 512 SSD | Bk Lit. KB | 15.6 | Win 11 & Office ₹39990 EMI / DAY ₹111
Ci5 - 12450H | 8 GB | 512 | 4GB-RTX 2050 | 15.6 | Win 11 ₹53990 EMI / DAY ₹148
Ci5 13th | 16 GB | 512 SSD | Bk Lit. KB | 15.6 | Win 11 & Office ₹53490 EMI / DAY ₹147
hp DELL Lenovo
FREE Gift LAPTOP BAG KEYBOARD MOUSE PEN DRIVE Worth ₹4000/-
ONIDA 1.5 Ton - Inverter ₹30990 EMI / DAY ₹85
LLOYD 1.5 Ton - Inverter ₹31990 EMI / DAY ₹88
VOLTAS 1.5 Ton - Inverter ₹32990 EMI / DAY ₹91
KETTLE + IRON + CHOPPER ₹1290/-
MIXI + IRON + KETTLE ₹2490/-
MIXI + INDUCTION + CHOPPER ₹2990/-
CHIMNEY GLEN IFB KENSTAR VENTAIR With Remote 1500 SUCTION - 15 Yrs Warranty* Starting From ₹14990/-
GEYSER Starting From ₹2190/-
MICROWAVE Starting From ₹5990/-
Godrej 1.5 Ton - Inverter ₹29990 EMI / DAY ₹83
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGER-BAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

নাবালিকা ধর্ষণ

স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় নালিশ স্ত্রী'র

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১ অক্টোবর : এ যেন রক্ষকই ভক্ষক। ফের ধর্ষণের ঘটনা ঘটল খড়িবাড়িতে। এবার ধর্ষণের শিকার ১০ বছরের এক নাবালিকা। সোমবার রাতে এক বিবাহিত তরুণকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ঠিক কী ঘটেছিল? নির্যাতিতা নাবালিকার মায়ের আদি বাড়ি অসমে হলেও কাজের সূত্রে তিনি মেয়েকে নিয়ে থাকতেন হিমাচলপ্রদেশে। একই জায়গায় কাজ করত অভিযুক্ত তরুণ। কাজের জায়গায় মেয়েকে নিয়ে থাকায় খানিকটা সমস্যা হচ্ছিল মায়ের। তাই কয়েকমাস আগে যখন ওই তরুণ বাড়ি ফিরবে (খড়িবাড়ি) বলে জানায়, তখন সহকর্মীকে 'বিশ্বাস' করে মেয়েকে ক'টাদিনের জন্য তার সঙ্গে খড়িবাড়িতে পাঠিয়ে দেন নাবালিকার মা। কিন্তু সেই 'ভরসার' যে এই প্রতিদান মিলবে, তা হয়তো কল্পনাও করেননি তিনি।

ঠিক যেমন কল্পনা করেননি অভিযুক্তের স্ত্রী। সন্তানের বাবা হয়ে কী করে এক ১০ বছরের নাবালিকার সঙ্গে এমনটা করল স্বামী, তা ভেবে মনের মধ্যে আক্রোশ জন্মাচ্ছে তাঁর। এমনকি তিনি নিজেই স্বামীকে হাতেনাতে ধরেন।

ঘটনাটা গত রবিবারের। খড়িবাড়ির একটি চা বাগান এলাকায় রোজকার মতো রাতে শোয়ার ঘরে ঢোকেন স্ত্রী। সেখানে সন্তান একা ঘুমোচ্ছিল। স্বামীকে দেখতে না পেয়ে তিনি ঘরের বাইরে খোঁজ করতে আসেন। আর এসেই যা দেখেন, তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি।

স্ত্রী বলেছেন, 'ঘরের পাশে একটা অন্ধকার জায়গায় দুজনকে দেখতে পাই। আমার স্বামী ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে।' এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে এলাকার কয়েকজনকে বিষয়টি জানান। শেষমেশ সোমবার স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ওইদিন স্বামীকে গ্রেপ্তার করে পকসো আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ। নাবালিকাকে পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পুলিশ।

খড়িবাড়িতে মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে তিনটি ধর্ষণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাঁড়িভিটা গ্রামের একটি কলা বাগানে এক তরুণীর পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত সেই ঘটনার কোনও কিনারা হয়নি। ২৯ সেপ্টেম্বর বিন্নাবাড়ি এলাকায় ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

খড়িবাড়িতে আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সরব হয়েছিলেন খড়িবাড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক কেকা ঘোষ সিনহা। নিজের এলাকায় পরপর এমন ঘটনায় আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, 'আসলে আমরা ভেতর থেকে নিজেদের বদলাতে পারিনি। কঠোর আইন তৈরি করা প্রয়োজন।' তিনি মনে করেন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এলাকায় এব্যাপারে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিতে হবে। অন্যথায় এই 'রোগ থেকে নিস্তার নেই' বলে মন্তব্য করেছেন কেকা।

ভরসার প্রতিদান

- সহকর্মী তরুণের ওপর 'ভরসা' করে ১০ বছরের মেয়েকে তার সঙ্গে খড়িবাড়িতে পাঠিয়েছিলেন মা
- রক্ষকই ভক্ষক হয়ে বিবাহিত ওই তরুণ নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ
- নাবালিকাকে ধর্ষণ করতে দেখে ফেলেন ওই তরুণের স্ত্রী
- স্ত্রী নিজেই স্বামীর বিরুদ্ধে খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান

১৫০ লিটার চোলাই নষ্ট

ফাঁসিদেওয়া, ১ অক্টোবর : ১৫০ লিটারের বেশি চোলাই নষ্ট করল ঘোষপুকুর ফাঁড়ি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘোষপুকুর এলাকার ঘটনা। সেইসঙ্গে বিভিন্ন দোকানেও পুলিশ হানা দিয়েছে বলে খবর। যদিও ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এপ্রসঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায় বলেন, 'এসব কারবারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে। দুর্গাপুজোর আগে ও পরে শুধু ফাঁসিদেওয়া নয়, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি সহ সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় মদের অবৈধ কারবার রুখতে অভিযান চলবে।'

বিধাননগর, ঘোষপুকুর, ফাঁসিদেওয়া, জালাস নিজামতারা বিভিন্ন এলাকায় মদের কারবার রমরমিয়ে চলছে বলে অভিযোগ। এক ফোনেই খদ্দেরের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে চোলাই, বিদেশি মদ। এই কারবারে যুক্তরা মোটরবাইকে চেপে একেবারে খদ্দেরের দুয়ারে হাজির হচ্ছে। কিছু দোকানের আড়ালেও চলছে অবাধ কারবার। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের অনেকেই ক্ষুব্ধ।

পুজোর পরেই সমীক্ষা

চোপড়া, ১ অক্টোবর : পুজোর পরেই আবাস যোজনা নিয়ে সমীক্ষায় নামতে চলেছে চোপড়া ব্লক প্রশাসন। অক্টোবর মাসের ২১ তারিখ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক বাড়ি বাড়ি তালিকা ধরে সমীক্ষার কাজ শুরু হবে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, এর আগে অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীরা সমীক্ষার কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'এবার সরকারি কর্মীরা সমীক্ষার কাজ করবেন। সমীক্ষক দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখবে। এর মধ্যে কারও পাকা বাড়ি হয়েছে কি না কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আদৌ ঠিক আছে বা উপভোক্তা বেঁচে রয়েছেন কি না এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেবে।'

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : ব্রাউন সুগার সহ মঙ্গলবার রাতে এক মহিলাকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন একটি ক্লাবের কাছ থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের নাম পিংকি রায় দাস।

রাতজুড়ে প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : ঢাকের তালের সঙ্গে উঠল জাস্টিস ফর আরজি কর স্লোগান। মঙ্গলবার রাতে ভেনাস মোড়ে প্রতিবাদী জমায়েতের ডাক দিয়েছিল লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। সেইমতো মহালয়ার আগের রাতে সাধারণ মানুষের ভিড় জমতে শুরু করে ভেনাস মোড়ে। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, সারারাতব্যাপী তিলোত্তমার খুনে দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ চলবে। প্রতিবাদী নাটক, স্লোগানের মাধ্যমে তিলোত্তমা খুনে দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ জানানো হবে। ভোর চারটের সময় ভেনাস মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদী মিছিল করা হবে। এরপর তিলোত্তমার আত্মার শান্তিতে লালমোহন মৌলিক ঘাটে তর্পণ করা হবে।

প্রায় দু'মাস পরেও এখনও আরজি করের ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। এই প্রতিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারী নিরাপত্তার বিষয়টিও। এমনকি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হওয়ায় ফের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের পাশাপাশি মহালয়ার আগের রাতে প্রতিবাদে গর্জে উঠল শহর শিলিগুড়ি। এদিন ভেনাস মোড়ের প্রতিবাদে উপস্থিত ছিলেন অনামিকা কর, দীপ বিশ্বাস, সুগন্ধা বিশ্বাসরা।

সুগন্ধার কথায়, 'বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব এই দুর্গাপুজো। তবে উৎসবের সঙ্গে আমরা যাতে এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদ করতে ভুলে না যাই।'

সুবর্ণ জয়ন্তী

বাগডোগরা, ১ অক্টোবর : বাগডোগরা গান্ধি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন হল মঙ্গলবার। এই উপলক্ষ্যে এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, অতিথিদের আমন্ত্রণপত্রে পরিচালন সমিতির সভাপতির নাম না থাকায় তিনি অনুষ্ঠানে যাননি। বিষয়টি নিয়ে প্রধান শিক্ষক সুমন নিরোলার সাফাই, করোনাকালে স্কুলের ৫০ বছর পূর্ণ হয়। তখন সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করা সম্ভব হয়নি। পরে এবছর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়। সেই কমিটির সম্পাদক সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাই আমন্ত্রণপত্রে শুধু তাঁরই নাম রয়েছে। অন্য কারও নাম নেই।

দেহ উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ১ অক্টোবর : চারদিন নিখোঁজ থাকার পর নদীর চর থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধের মৃতদেহ। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার নকশালবাড়ি তোতারামজোতের বাসিন্দা বিদ্যানন্দ রায় (৬১) নেপালের বামুনডাঙ্গিতে দুধ আনতে গিয়ে বড় মণিরামজোত এলাকায় মেচি নদীর তীব্র স্রোতে ভেসে যান। চারদিন পর নিখোঁজ হওয়া জায়গা থেকে ছ'কিলোমিটার দূরে লালিজোত এলাকায় মেচি নদীর তীরে মঙ্গলবার তাঁর মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়।

বিডিও'র দ্বারস্থ

ফাঁসিদেওয়া, ১ অক্টোবর : কয়েকমাস ধরে বকেয়ার সম্পূর্ণ টাকা না পেয়ে মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়ার ১০-১৫ জন ঠিকাদার বিডিও'র দ্বারস্থ হলেন। ঠিকাদাররা জানিয়েছেন, কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাঁরা সম্পূর্ণ টাকা পাননি। পুজোর মুখে সেই বকেয়া টাকার দাবিতে এদিন বিডিও'র দ্বারস্থ হন তাঁরা। শ্যামলকুমার মণ্ডল নামে এক ঠিকাদার বলেন, 'পুজোর আগে টাকা দেওয়ার আর্জি বিডিও-কে জানানো হয়েছে।' আরেক ঠিকাদার চন্দনকুমার রায়ের কথায়, 'বিডিও বলেছেন ফান্ড এলেই টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের মন্তব্য, 'কোন প্রকল্পে ঠিকাদারদের কত টাকা বকেয়া রয়েছে, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

পাহাড় পথে যানজটে নাকাল যাত্রীরা

১০ নম্বর সড়ক খুলল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : প্রায় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার ফের যান চলাচল শুরু হয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। আর এদিনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকতে হয়েছে পর্যটক সহ অন্য যাত্রীদের। ধসের জেরে একাধিক জায়গায় ওয়ানওয়ে এবং সমস্ত গাড়ির একইপথে চলাচল- এর অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন ভুক্তভোগীরা। মঙ্গলবার যাঁরা ওই সড়ক দিয়ে সিকিম, কালিম্পং ও শিলিগুড়িতে যাতায়াত করেছেন, তাঁদের অনেকেই যানজটে বিরক্ত। কেউ কেউ বলছেন, সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে তো ঘুরপথই তুলনায় ভালো।

যদিও আলগারা-লাভা-গরুবাথান রোড হয়ে শিলিগুড়ি ও সিকিমের মধ্যে চলাচলে ৮-১০ ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে। ফলে সবক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ, পর্যটক- সকলকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তবে পুজোর মুখে সিকিমের লাইফলাইন খোলায় কিছুটা হলেও স্বস্তিতে পর্যটন মহল। অন্যদিকে, বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ফের ভারী বৃষ্টি হলে সড়ক কি আবারও বন্ধ হয়ে যাবে, এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

এদিন এনএইচ ১০ চালুর কথা সোমবারই জানিয়েছিলেন পূর্ত দপ্তরের ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন-৯'এর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রমেন মণ্ডল। সরকারিভাবে মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে যান চলাচল শুরুর কথা থাকলেও তার অনেক আগে থেকেই সেবকে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। একইরকম ভিড় দেখা যায় রংপোতেও। মামখোলা, মেল্লি, ২৮ মাইল, সেলফিদারা, কালিঝোরা সহ একাধিক জায়গায় ওয়ানওয়ের ফলে গাড়ির গতি থমকে যায়। যার জেরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট হয় পথেই। অধিকাংশ ছোট গাড়ি অবশ্য সময় বাঁচাতে জোরবাংলো-তিস্তাবাজার অথবা সিংমারি-পাতলেবাস-জোরথাং হয়ে চলাচল করেছে।

এনএইচ ১০-এ ধস। - ফাইল চিত্র

১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিকল্প হয়ে উঠেছে আলগারা-লাভা-গরুবাথান রোড। এই পথে শিলিগুড়ি থেকে সিকিম পৌঁছোতে ৮-১০ ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এদিন যাঁরা এনএইচ ১০ দিয়ে চলাচল করেছেন, যানজটে আটকে তাঁদের বক্তব্য, ঘুরপথে চলাচল তুলনায় আরামদায়ক।

শিলিগুড়ি-কালিম্পং যাতায়াতে পনবু রোড ব্যবহার করতেন পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ তুহিন দাস। তিনি বলেন, 'পনবু দিয়ে কালিম্পং যেতে চার ঘণ্টা বা আরও একটু বেশি সময় লাগত। কিন্তু সাড়ে তিন ঘণ্টা হয়ে যাওয়ার পরেও তিস্তাবাজার পৌঁছাতে পারিনি। বুঝতে পারছি না কখন কালিম্পংয়ে পৌঁছোব।' এনজেপির পরিবহণ ব্যবসায়ী ভাইটু ঘোষের বক্তব্য, 'মাঝপথে আটকে থেকে মনে হচ্ছে, গরুবাথান দিয়ে গেলেই ভালো হত।'

এদিকে, পুজোর মুখে সিকিমের লাইফলাইনে যানজটে চিন্তিত পর্যটন ব্যবসায়ীদের অনেকেই। তাঁদের একজন কল্পক দে। তিনি বলছেন, 'এখনই যদি এমন অবস্থা হয়, পুজোর দিনগুলিতে যে কী হবে কে জানে।'

কমিশনারের তত্ত্বাবধানে তদন্ত

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : কোর্ট ফি'র নামে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে মক্কেলের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল আইনজীবী অলোকেশ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় পুলিশ কমিশনারের তত্ত্বাবধানে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ।

সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে প্রধাননগর থানায় এবিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন স্বপন সেনগুপ্ত নামে এক ব্যক্তি। ২৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁর আইনজীবী অভ্রজ্যোতি দাস। সোমবার এই মামলার শুনানিতে পুলিশ কমিশনারের তত্ত্বাবধানে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আইনজীবী অভ্রজ্যোতি দাস বলেন, 'যেহেতু অভিযুক্ত একজন আইনজীবী, তাই পুলিশ ঠিকমতো তদন্ত করবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ হচ্ছিল আমার মক্কেলের। সে কারণে আমরা রিট পিটিশন করি। তদন্ত রিপোর্ট জমা হলে পরবর্তীতে শুনানি হবে।' অন্যদিকে, আইনজীবী অলোকেশ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'এটা নতুন কোনও ব্যাপার নয়। যে কোনও মামলায় পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তার তত্ত্বাবধানেই তদন্ত চলে।'

অন্যদিকে, ২৭ অগাস্ট শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করতে এসেছিলেন মারপিটে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি। সেদিন তাঁকে মারধরে নাম জড়ায় কয়েকজন আইনজীবীর। ওই আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে শিলিগুড়ি পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে অভিযুক্তকে মারধরের মামলাটি ওঠে। সেখানে বিচারপতি অমৃতা সিনহা ওই নির্দেশ দিয়েছেন।

এবিষয়ে অভিযুক্তের আইনজীবী অভ্রজ্যোতি দাস বলেছেন, 'শিলিগুড়ি থানা আগে আমার মক্কেলের মামলা নিতে চায়নি। কয়েকজন আইনজীবী আমার মক্কেলকে মারধর করেছেন। সেই বিষয়ে বিচারপতি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।'

রোগীকল্যাণ সমিতির বিজ্ঞপ্তি ঘিরে ধোঁয়াশা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : রাজ্যের প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির নতুন কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রতিটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে চেয়ারম্যান করে আট সদস্যের রোগীকল্যাণ সমিতি গঠনের কথা জানিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই কমিটিতে একজন জনপ্রতিনিধিকে রাখার কথা বলা হয়েছে। তবে, পুলিশের প্রতিনিধি নেই। প্রশ্ন উঠেছে, জনপ্রতিনিধি কে বাছাই করবেন? কলেজ অধ্যক্ষের ডাকা বৈঠকে কোনও জনপ্রতিনিধি আসবেন তো?

মেডিকেলের নিরাপত্তা নিয়ে যখন এত প্রশ্ন উঠছে, সেখানে কমিটিতে পুলিশের প্রতিনিধিকে না রাখায় প্রশ্ন উঠছে। আটজনের এই কমিটি হাসপাতালের রোগী পরিষেবার উন্নয়নে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্দরেই। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বলেছেন, 'সরকারি নির্দেশমতো কাজ হবে।'

আরজি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মঙ্গলবার তাতে সিলমোহর দিয়ে মুখ্যসচিব নতুন কমিটি ঘোষণা

মেডিকেল কলেজ

করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মোট আটজনের কমিটিতে কলেজ অধ্যক্ষ চেয়ারম্যান হবেন। মেডিকেল সুপার সদস্য সচিব হিসাবে থাকবেন। কমিটির সদস্য হিসাবে অধ্যক্ষ মনোনীত দুজন বিভাগীয় প্রধান, কলেজে কর্মরত সিনিয়ার এবং জুনিয়ার রেসিডেন্ট ডাক্তারদের একজন করে প্রতিনিধি, একজন নার্সিং প্রতিনিধি এবং একজন জনপ্রতিনিধি এই কমিটিতে থাকবেন।

একাধিক অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপারের বক্তব্য অনুযায়ী, এতদিন রোগীকল্যাণ সমিতির অনেক বড় কমিটি ছিল। সেখানে স্থানীয় থানার একজন পুলিশ অফিসার, অ্যাডিশনাল সুপার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, মেডিকেল অফিসারও ছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, অ্যাকাউন্ট অফিসারকে এই কমিটিতে রাখা প্রয়োজন। কেননা রোগীকল্যাণ সমিতিতে কোনও উন্নয়নমূলক কাজের সিদ্ধান্ত হলে সেই টাকা খরচের জন্য ব্যাংক চেকে সই করতে পারেন একমাত্র অ্যাকাউন্ট অফিসার। কিন্তু নতুন কমিটিতে অ্যাকাউন্ট অফিসারকেও রাখা হয়নি।

স্বাস্থ্যকর্তারা বলছেন, এই আটজনের কমিটি কখনোই রোগীকল্যাণ সমিতি পরিচালনা করতে পারবে না। এখানে অ্যাকাউন্ট অফিসার, অ্যাডিশনাল অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, পুলিশের প্রতিনিধিকে রাখতে হবে। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি হিসাবে কাকে কমিটিতে রাখা হবে সেটাও নবান্ন থেকেই ঠিক করে দেওয়া প্রয়োজন।

অনশনে শ্রমিক

চোপড়া, ১ অক্টোবর : কাজ ফিরে পাওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার থেকে কারখানার সামনে অনশনে বসলেন মেরধাগছ গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বর্মন। তিনি জানান, সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি স্যালাইন কারখানায় ২০১৪ সাল থেকে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে সাত বছর কাজ করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, ২০২১ সালে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এরফলে কাজে যেতে পারেননি তিন বছর। টানা চিকিৎসার পর চলতি বছর জুলাই মাসে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, 'কর্তৃপক্ষ আমায় কাজে ফেরাতে অস্বীকার করে। এমনকি আমার পিএফ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দিতেও রাজি হয়নি।'

এরপর তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠান। ওই চিঠির অনুলিপি কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে দেন। তার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ বিশ্বজিতের। এদিকে স্যালাইন কারখানার ম্যানেজার নিলু তেওয়ারি বলেছেন, 'ওই ব্যক্তি কাজ করতেন এটা ঠিক। কিন্তু তিনি কোনও কিছু না জানিয়ে অনেকদিন কাজে আসেননি। এখন হঠাৎ করে কাজে যোগ দিতে চাইছেন।' অন্যদিকে, বিষয়টি জয়েন্ট লেবার কমিশনারের নজরে আনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল।

বস্ত্র বিতরণ

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করলেন কাওয়াখালি টাউনশিপ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা। মঙ্গলবার সোসাইটির তরফে ১৫৫ জনের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়। এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সংগৃহীত ৬৯ ইউনিট রক্ত একটি বেসরকারি হাসপাতালে দেওয়া হয়। সপ্তমীর দিন এলাকার বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুরস্কার বিতরণী

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : মঙ্গলবার শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হল দীনবন্ধু মঞ্চে। উদ্বোধন করেন গৌতম দেব। স্কুলের কৃতী পড়ুয়াদের পুরস্কৃত করা হয়েছে এদিন। অনুষ্ঠানে ছিলেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক অত্যুহা বাগচী প্রমুখ।

ধৃত আরও ১

ফাঁসিদেওয়া, ১ অক্টোবর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই ঘটনায় শ্লীলতাহানির অভিযোগে মঙ্গলবার আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম শুভ সিংহ, ঘোষপুকুর এলাকার বাসিন্দা।

খাবার বিলি

বাগডোগরা, ১ অক্টোবর : সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির তরফে ক্যানসার রোগীদের মধ্যে খাবার বিলি করা হল মঙ্গলবার। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের রেডিওথেরাপি ও ইন্টিগ্রেটেড অঙ্কোলজি বিভাগের সামনে ডালিয়া, দুধ, সুজি ইত্যাদি বিলি করা হয়েছে।

আজ থেকে শুরু ফিল্ম ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির তরফে শর্টফিল্ম ও ডকুমেন্টারি ফেস্টিভাল আয়োজিত হতে চলেছে। যেখানে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বহু সিনেমা আসে। কিন্তু এই বছর সেই সংখ্যাটা অনেক কম। এর পেছনে যে বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিই কাজ করেছে, তা বলাই বাহুল্য।

ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিস অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় আগামী ২ থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত এই ফেস্টিভাল চলবে। চলতি বছর ৪০টি শর্টফিল্ম এবং ২০টি তথ্যচিত্র এসেছে। যার মধ্যে থেকে ২৩টি শর্টফিল্ম এবং ৮টি তথ্যচিত্র বাছাই করে দেখানো হবে। বিধান রোডের কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রিভিউ থিয়েটারে বিকেল পাঁচটা থেকে ছবিগুলি দেখানো হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

বাংলাদেশের সিনেমা কমল

এই ফেস্টিভালেই বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকে ২০টির মতো ছবি আসত। এবছর সেই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে মাত্র চার। এ প্রসঙ্গে সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ বলছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির পড়ুয়ারা খুব সুন্দর সিনেমা তৈরি করে এই ফেস্টিভালে পাঠাতেন। নিজেরাও উপস্থিত থাকতেন। তবে এবছর বাংলাদেশের উত্তাল পরিস্থিতির জন্য সিনেমা একেবারেই কম এসেছে।' শুধু সিনেমা পাঠানোই নয়, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে কলেজ পড়ুয়ারা শিলিগুড়িতে আসেন বিভিন্ন কর্মশালাতে যোগ দিতে। এবছর সেদেশে আন্দোলনের জেরে সিনেমার কর্মশালাগুলিতে পড়শি দেশের পড়ুয়াদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি।

স্মারকলিপি

বাগডোগরা, ১ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ তুলল রাইট টু এডুকেশন নামক একটি সংগঠন। একাধিক দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার সংগঠনটির তরফে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ফিন্যান্স অফিসার, সিকিউরিটি অফিসার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থায়ী নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে।

পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : মহালয়ার দিন তর্পণকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তারজন্য মহানন্দার ঘাটে নামার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিল জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার প্রশাসনের তরফে নদীতে নির্দিষ্ট নামার অংশে সীমানা করে দেওয়া হয়। তাছাড়া, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর ঘাটগুলি পরিদর্শন করেন। ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'ঘাটগুলিতে পুলিশের নজরদারি থাকবে, এছাড়াও লাইফবোট রাখা হবে।'

বাজারে অভিযান

নকশালবাড়ি, ১ অক্টোবর : নকশালবাড়ি বাজারের অধিকাংশ দোকানে নেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। মঙ্গলবার নকশালবাড়ি পুলিশ, দমকলের আধিকারিক, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে অভিযান চলে বাজারজুড়ে। সেখানেই ধরা পড়ল এই করুণ ছবি। গতবছর পুজোর সপ্তাহখানেক আগে বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৪০টি দোকান ভস্মীভূত হয়েছিল। তারপরেও শিক্ষা হয়নি অধিকাংশ ব্যবসায়ীর। এদিনের অভিযানে দোকানদারদের সতর্ক করা হয়। প্রতিটি দোকানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দ্বিতীয় অভিযানে প্রশাসনের তরফে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে এদিন বাজারে মাইকিং করা হয়েছে। অভিযানে ছিলেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী কিরো, উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ।

ক্ষোভ কার্তিকের

ইসলামপুর, ১ অক্টোবর : বেহাল জাতীয় সড়ক নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিকে তিনি চিঠি লিখে এই বিষয়টি দু'দিনের মধ্যে জানাবেন। কার্তিক বলেন, 'সড়ক নিয়ে আমার কাছে প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা বরদাস্ত করব না।' তাঁর অভিযোগ, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এজেন্সি কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কাজ হয়নি। তাঁর কথায়, 'সড়ক কর্তৃপক্ষের কর্তাদের স্পষ্ট বলেছি, দ্রুত কাজ শুরু না হলে মন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে বিস্তারিত জানাব।' ঘোষপুকুর থেকে ডালখোলার পূর্ণিয়া মোড় পর্যন্ত প্রায় ১২০ কিমি সড়কের শোচনীয় অবস্থা। মঙ্গলবার এই প্রসঙ্গে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কলকাতার রিজিওনাল হেড এইচএম নকভি জানিয়েছেন, আগামী পাঁচদিনের মধ্যে সড়কের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

পাগল করা
পুজো মেলা !
লাকি-ড্র তে
প্রতিদিনের চমক
২০শে সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তমী পর্যন্ত
শাড়ি ডালা ও মা দুর্গা লকেট
ট্রলি ব্যাগ | সাউন্ড বার
ডিনার সেট | হেয়ার ড্রায়ার
এবং আরও অনেক কিছু
হিরের গয়নায় 50%# পর্যন্ত ছাড়! মজুরিতে
গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় 20%+5%* ছাড়! মজুরিতে
গ্রহরত্নে 10%** ছাড়!
পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন
রুপোর গয়নায় ফ্ল্যাট 10% ছাড়!
কস্টিউম গয়নায় 20%* পর্যন্ত ছাড়!
অঞ্জলি
5% EXTRA CASHBACK
SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Cashback: ₹4,000 per card account.
Validity: 30 Sep - 06 Oct 2024. T&C Apply.
সবার
নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চা
০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া
- ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪
Gifty
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম | গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anj

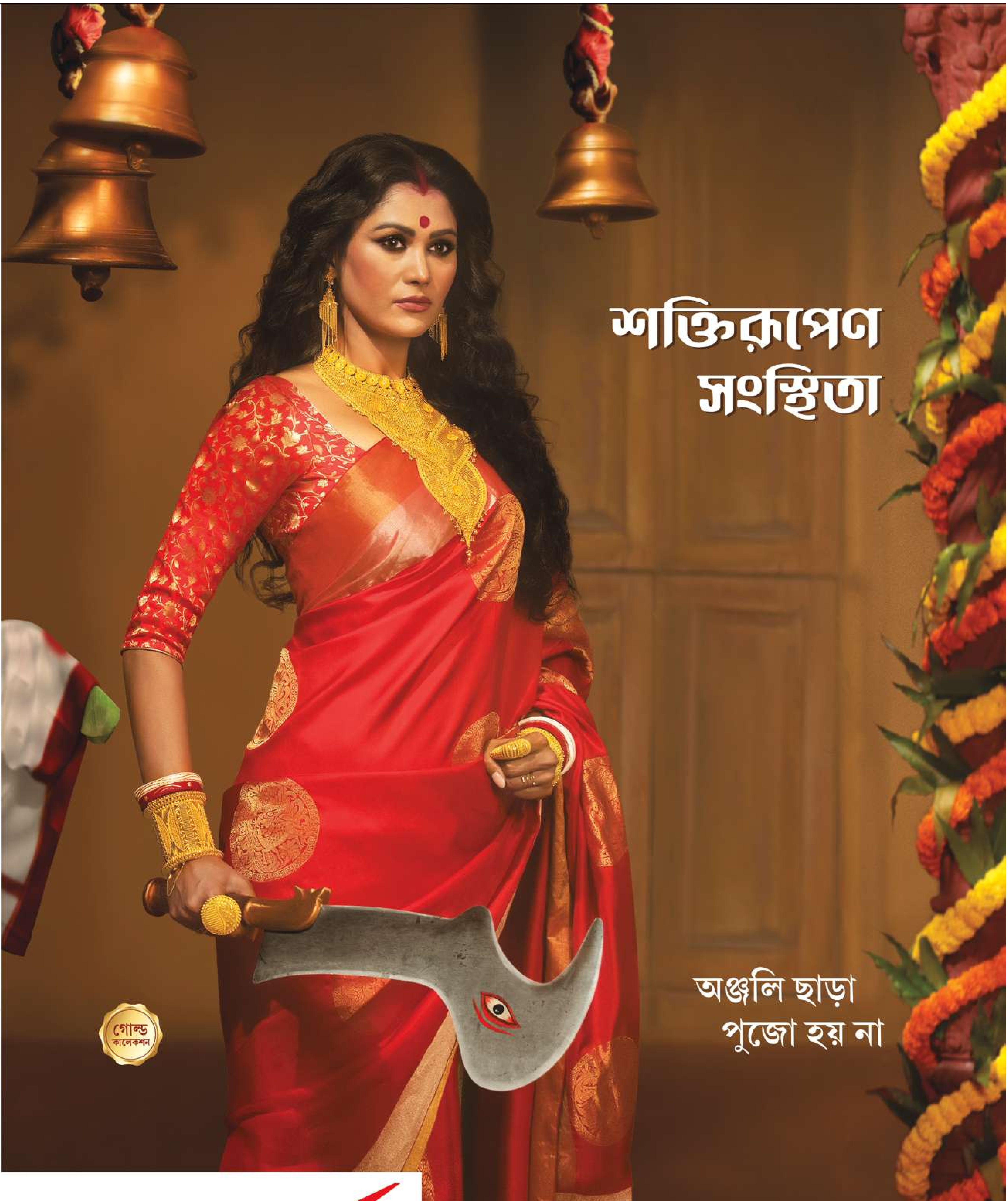

জুয়েলার্স
র জন্য

GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইন এ কেনাকাটা করুন
QR কোড টি স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন

৯২৩৩৪২৭২ কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩

পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০
ড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি)
৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

njalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:

Page29/AJ/0924

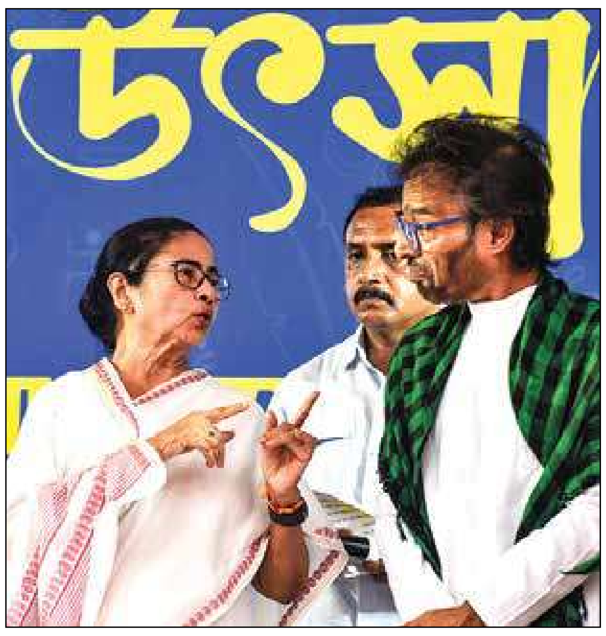

মঙ্গলবার কলকাতার শ্রীভূমিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নচিকেতা।

উৎসবের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১ অক্টোবর : রাত পোহালেই মহালয়া। দেবীপক্ষের সূচনা। তার আগেই উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকালে রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর পুজো বলে পরিচিত শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে গিয়ে 'উৎসবে উৎসারিত আলো'র উদ্বোধন করেন মমতা। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ সৌগত রায় প্রমুখ। মমতা বলেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও বন্যায় ভাসছে। কিন্তু উমা আসার সময় হয়ে গেল। সারা বছর এই দিনটির জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকি। এখনও দেবীপক্ষ শুরু হয়নি। তাই আমি পুজোর উদ্বোধন করিনি। কিন্তু আমরা উৎসবের উদ্বোধন করলাম। রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষ পুজোর ক'দিন নানারকম ব্যবসা করে রোজগার করেন। গত বছর পুজোয় প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল। এবার তার থেকেও বেশি ব্যবসা হবে বলে আমরা আশা করছি।'

wগত বছর মুখ্যমন্ত্রী পিতৃপক্ষেই পুজোর উদ্বোধন করে দেওয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল রাজ্যজুড়ে।

প্রতিবারই শ্রীভূমির পুজোয় আকর্ষণ অন্যরকম থাকে। গত বছর বুর্জ খলিফা দেখতে ভিড় এতই বেড়েছিল যে, বিমানবন্দরগামী ভিআইপি রোড কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও ছিল চন্দননগরের চোখ ধাঁধানো লেজার শো। কিন্তু তার জন্য বিমান নামার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ওই লেজার শো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

এবার সেই কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীসভার সতীর্থকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'মানুষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিমানবন্দরে যান। কারও বিমান ধরতে দেরি হয়ে গেলে তিনি অসুবিধায় পড়বেন। তাই আমি বারবার সকলকে অনুরোধ করছি কোনওভাবেই যেন বিমানবন্দরের রাস্তা বন্ধ না হয়। রাজ্যের মানুষ শান্তির সঙ্গে উৎসব পালন করবেন। উৎসবের সময় সমস্ত জনপ্রতিনিধিকে আরও সতর্ক থাকতে হবে।'

নিজে গুলি চালিয়ে বিপদে গোবিন্দা

মুম্বই, ১ অক্টোবর : আর একটু হলেই জীবন যাচ্ছিল শিবসেনা নেতা তথা অভিনেতা গোবিন্দার। মঙ্গলবার সকালে অসাবধানতাবশত নিজের বন্দুক থেকেই অতর্কিতে গুলি চালিয়ে বিপত্তি বাধান তিনি। তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় তাঁকে আইসিইউ-তে রাখতে হয়। গোবিন্দার পায়ে অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করেন শল্যচিকিৎসক রমেশ আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'রোগী ভালো আছেন। অনেকগুলি সেলাই হয়েছে। তবে দিন দুয়েক হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হতে পারে তাঁকে।' মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন অভিনেতার।

শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতেই হাসপাতাল থেকে একটি অডিওবার্তায় পর্দার হিরো নম্বর ওয়ান জানান,'হ্যাঁ, আমার গুলি লেগেছিল। সেই গুলি বার করা হয়েছে। আমার পরিবার, আমার মা-বাবার আশীর্বাদে এখন ভালো আছি। আপনাদের সকলের প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ।'

মঙ্গলবার কলকাতায় আসার কথা ছিল অভিনেতার। সকালে বিমানবন্দরে রওনা দেওয়ার আগে ভোর পৌনে চারটে নাগাদ অঘটন ঘটে। তাঁর রিভলভারটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

সুদীপ্তর বিরুদ্ধে জোড়া তদন্ত কমিটি

কলকাতা, ১ অক্টোবর : আরজি কর হাসপাতালের পাশাপাশি কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুর্নীতিতেও নাম জড়িয়েছে শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা চিকিৎসক সুদীপ্ত রায়ের। তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতা মেডিকেলে এই দুর্নীতির তদন্তে এবার দুটি আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকাতা মেডিকেলে মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসক সৌমিত্র ঘোষের নেতৃত্বে ১১ জন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি এবং ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান চিকিৎসক চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আরও একটি ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুই তদন্ত কমিটিতেই জুনিয়ার চিকিৎসকদের প্রতিনিধি হিসেবে ২ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি ও ২ জন ইন্টার্ন রয়েছেন।

সম্প্রতি কলকাতা মেডিকেলের অধ্যক্ষের কাছে সুদীপ্তর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ করে সেখানকার স্টুডেন্ট ইউনিয়ন। তারপরই এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সেন্ট্রাল ল্যাবের টেস্ট কিট এবং নানা যন্ত্রপাতি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠিয়ে দিতেন সুদীপ্ত। বিষয়টির কিনারা করবে চিকিৎসক চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের কমিটি। এছাড়া ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে বেড পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ কিনারা করবে চিকিৎসক সৌমিত্র ঘোষের নেতৃত্বের তদন্ত কমিটি।

হাসপাতালে রজনীকান্ত

চেন্নাই, ১ অক্টোবর : অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল দক্ষিণী অভিনেতা রজনীকান্তকে। সোমবার রাতে তাঁকে অসুস্থ চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, প্রবীণ অভিনেতার শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন অভিনেতা। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই তাঁর একের পর এক পরীক্ষা হয়ে চলেছে বলে থালাইভার পরিবার সূত্রে খবর। তাঁর স্ত্রী লতা জানিয়েছেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক আছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। রজনীকান্তের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ক্যাথল্যাবে।'

ইউনূস মুখোশ, সক্রিয় মৌলবাদীরা

সরকারের রাশ কাদের হাতে! তসলিমার পোস্টে চাঞ্চল্য

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর : অর্থনীতিবিদ, নোবেলজয়ী, উদারপন্থী, আমেরিকা ঘনিষ্ঠ...। আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর এহেন মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী তাঁর অনুরাগীরা। তবে ক্ষমতায় আসার ২ মাস যেতে না যেতেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কথা ও কাজে ফারাক দেখতে পাচ্ছেন অনেকে। ইউনূস ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারবাদ, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, বহুদলীয় গণতন্ত্র, নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বললেও বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ অন্য ইঙ্গিত করছে। আমেরিকা, চিন না কি মৌলবাদী শক্তি, ইউনূসের সরকার পরিচালনায় কারা ছায়া ফেলছে সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এমন একটা সময়ে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নিয়ে গুরুতর আশঙ্কার কথা বলেছেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ আদৌ ইউনূসের হাতে রয়েছে কি না সেই প্রশ্ন তুলেছেন নির্বাসিত সাহিত্যিক। সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে তসলিমার দাবি, ৮৪ বছর বয়সি ইউনূসকে সামনে রেখে সরকার চালাচ্ছেন মাহফুজ আলম বা মাহফুজ আবদুল্লা নামে এক তরুণ। মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহযোগী ২৮ বছরের মাহফুজ আদতে কট্টর মৌলবাদী। হিজবুত তাহরীর নামে

একটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তিনি। ইউনূসকে সামনে রেখে বাংলাদেশে মৌলবাদী শাসন এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য মাহফুজের। মাহফুজ অবশ্য হিজবুতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন।

তসলিমার পোস্ট ইউনূসের বিশেষ সহযোগী পদে মাহফুজের নিয়োগকে বিতর্কের আবর্তে টেনে এনেছে। জানা গিয়েছে, প্রতিরক্ষা, জাতীয় সংহতি উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইউনূসকে পরামার্শদানকারী মাহফুজ মাদ্রাসা পড়ুয়া। তসলিমার পোস্ট অনুযায়ী, 'মাহফুজের জন্ম লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর গ্রামে। চাঁদপুর জেলার গল্লাক দারুচ্ছুন্নাত আলিম মাদ্রাসা থেকে দাখিল এবং তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে সে আলিম পাশ করেছে। মাহফুজ আলম জানিয়েছে, সে ইসলামে বিশ্বাস করে, কিন্তু সেক্যুলারিজমে বিশ্বাস করে না। যদিও বিভিন্ন মিডিয়া বলেছে, সে জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরীরের সঙ্গে জড়িত।'

পোস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন তসলিমা। লিখেছেন, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কিন্তু ছাত্ররা নিজেদের শিবির পরিচয় গোপন করে শুধু 'সাধারণ শিক্ষার্থী' পরিচয়ে সামনে এসেছিল। এইসময় জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা কোনও কারণ নেই যে, জানিয়ে দেবে তারা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। সম্ভবত ভেবেছে, একবারেই জানাবে, তাদের খেলাফত স্বপ্ন সফল করার পর।' বাংলাদেশে সাম্প্রতিক পালাবদলে আমেরিকার চেয়ে মৌলবাদী শক্তির অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন দেশত্যাগী লেখিকা। অন্য একটি পোস্টে বাংলাদেশে পড়ুয়াদের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের জঙ্গি সংগঠন আইসিসের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

এদিকে সরকারি চাকরির বয়সসীমা ৩১ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ করার দাবিতে ফের ঢাকার রাজপথে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়েছে। হাসিনা জমানার পর নতুন ক্ষমতায় অন্তর্বর্তী সরকার এসেছে। বাংলাদেশের প্রদান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারি বাসভবন যমুনার দিকে বিক্ষোভকারীরা পদযাত্রা করে।

বন্যা বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে বাংলাকে ৪৬৮ কোটি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর : বন্যায় বিধ্বস্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গ। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলমগ্ন। উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জায়গায় ধসও নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে বন্যার কারণে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে ৪৬৮ কোটি টাকা পেল পশ্চিমবঙ্গ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের (এসডিআরএফ) কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড (এনডিআরএফ) থেকে অগ্রিম হিসাবে বন্যাকবলিত চোদ্দোটি রাজ্যের জন্য মোট ৫৮৫৮. ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, 'মোদি সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে।'

তবে খুব দ্রুতই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে বলে জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানায়, মোট ১৪টি রাজ্যের জন্য ৫৮৫৮.৬০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সোমবারই গুজরাট, মণিপুর সহ অন্যান্য রাজ্যের টাকা মঞ্জুর করা হলেও বাংলাকে কোনও টাকা দেওয়া হয়নি। তবে মঙ্গলবার রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা হল ৪৬৮ কোটি টাকা।

এবছরে বর্ষায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মিজোরাম, কেরল, তেলেঙ্গানা, নাগাল্যান্ড, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মণিপুরে। বাংলা এখনও পর্যন্ত একটি টাকাও পায়নি বলে রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই অভিযোগ করা হয়। অতিবৃষ্টি এবং ডিভিসির জল ছাড়ার জেরে বাংলার দক্ষিণবঙ্গ বন্যার কবলে পড়েছে। খোদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ করেছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয়-এর মূল্যায়ন রিপোর্ট পাওয়ার পর ফের এনডিআরএফ থেকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে দেওয়া হবে।

Ministry of Tribal Affairs
GOVERNMENT OF INDIA

উপজাতীয় কল্যাণ হেতু ভারত সরকারের উৎসর্গীকরণ

আরম্ভ করা হল -
পৃথিবী পিতা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান
এবং উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন যা টাঃ ৮৩,৭০০ কোটি অর্থের
উপজাতীয় কল্যাণ হেতু জাতীয় প্রকল্পের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হবে।
পৃথিবী পিতা ভগবান বিরশা মুণ্ডার পবিত্র ভূমিতে
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারা
বুধবার, ২রা অক্টোবর, ২০২৪, দুপুর ২:০০ থেকে, জেলা- হাজারিবাগ, ঝাড়খণ্ড

এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য
টাঃ ৭৯,১৫৬ কোটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নের হেতু ব্যয়
১৭টি মন্ত্রণালয়ের দ্বারা ২৫টি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে প্রতিটি গ্রামের সাথে সাথে প্রতিটি ঘরে পৌঁছোনোর উদ্দেশ্যে
৬৩ হাজার গ্রামে বসবাসরত ৫ কোটি আদিবাসী জনজাতির কল্যাণ হেতু প্রকল্পের নিশ্চিত সুবিধা প্রাপ্তি
এই অভিযানের মাধ্যমে প্রাথমিক সুবিধা প্রাপ্তি যেমন - পাকা বাড়ি, ট্যাপের জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তা, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, উজ্জ্বলা যোজনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, সচল চিকিৎসা কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি এবং মোবাইল সংযোগ
অরণ্য সংরক্ষণ অ্যাক্ট (এফআরএ)-এর অন্তর্ভুক্ত ২৪ লাখ পাট্টা ধারকের সম্পূর্ণ এলাকার অন্তর্ভুক্তিকরণ
বিভিন্ন পরিকল্পনার দ্বারা যেমন - কৃষিকার্য, মৎস্যচাষ এবং পশু প্রতিপালন মূল্য লক্ষ্য

Live Telecast of the Program on DD News @TribalAffairsIn MinistryofTribalAffairs
cbc 43101/13/0008/2425

* আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
শিলিগুড়ি ৩২°
বাগডোগরা ৩২°
ইসলামপুর ৩২°

অসম্পূর্ণ মণ্ডপে ভার্চুয়াল উদ্বোধন

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : সকাল পর্যন্ত তেমন আঁচ মেলেনি। দুপুরে থানা থেকে ফোন পেয়ে যেন মাথায় হাত পড়ল শিলিগুড়ির কয়েকটি পুজো কমিটির কর্তাদের। দেবীপক্ষের শুরুতে বুধবার ভার্চুয়ালি সারা রাজ্যের মতোই শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছু পুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, যে পুজোগুলিকে প্রশাসনের তরফে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার একটিরও মণ্ডপের কাজ শেষ হয়নি মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত। অধিকাংশের বাঁশের কাঠামো ঢাকা পড়েনি কাপড়ে। তবে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন বলে কথা, তাই তৎপরতা বেড়েছে একধাক্কায়। মণ্ডপে মণ্ডপে কাজ চলছে রমরমিয়ে। রাত পোহালেই ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে হয়ে যাবে উদ্বোধন।

বুধবার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন। মঙ্গলবার সুব্রত সংঘে তৎপরতা। -শান্তনু ভট্টাচার্য

পুজোর বাকি মাত্র সপ্তাহখানেক। তাই মণ্ডপ তৈরি করতে নাওয়াখাওয়া ভুলে কাজে লেগে পড়েছেন শিল্পীরা। মাঝে দু'দিনের বৃষ্টি বাদ সেধেছিল কাজে। মেঘলা আবহাওয়ার কারণেও মণ্ডপ তৈরিতে সমস্যা দেখা দেয়। এদিন আচমকা বিকেল নাগাদ দেশবন্ধুপাড়ার সুব্রত সংঘের সম্পাদককে টেলিফোন করে পুলিশ জানায়, বুধবার তাঁদের পুজোর মণ্ডপ উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেই রীতিমতো দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেন সুব্রত সংঘের কর্তারা। ক্লাবের তরফে ভাস্কর বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন তৃতীয়ায়। কিন্তু বুধবার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন হবে। মণ্ডপে মেদিনীপুর থেকে প্রতিমা চলে এসেছে। মণ্ডপের কাজও শেষ হয়ে যেত, কিন্তু বৃষ্টির জন্য কিছুটা ব্যাহত হয়।'

শিলিগুড়ির দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, ভারতনগর সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি, প্রধাননগরের নবাঙ্কুর সংঘ, গণেশ ঘোষ পুজো কমিটি, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবেরও পুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক বাবুল পালচৌধুরীর কথায়, 'কী আর করা যাবে? আমরা তো আর কলকাতার ক্লাবগুলির মতো অনেকদিন আগে মণ্ডপ তৈরি শুরু করি না। তাই এখনও শেষ করতে পারিনি। প্রতিমা আসেনি। বুধবার বিকেলে প্রতিমা নিয়ে আসব। কিছু কাজ বাকি থাকলে, মণ্ডপে বসেই তা করবেন মৃৎশিল্পী।'

এদিন সন্ধ্যায় ভারতনগর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজোমণ্ডপে গিয়ে দেখা গেল, চূড়ান্ত ব্যস্ত শিল্পীরা। এখনও প্রতিমা আসেনি। তার মধ্যেও ভার্চুয়ালি এই ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন হবে। সম্পাদক দেবাশিস মৈত্রর বক্তব্য, 'সকাল থেকে বেশ কিছু সরকারি অফিস থেকে টেলিফোন করে ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের কথা বলা হয়েছে। অথচ আমাদের মণ্ডপ তৈরি হয়নি। বুধবারও প্রতিমা আসবে না। বৃহস্পতিবার আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা সরকারি কর্তাদের বলেছিলাম এই কথা। তাঁরা বলেছেন, তাঁদেরও কিছু করার নেই।'

প্রধাননগরের নবাঙ্কুর সংঘের পুজোর এবার ৫০ বছর। থিম 'বাঁধন'। পুজো কমিটির সম্পাদক সুনির্মল চক্রবর্তীর কথায়, 'কী যে হবে, কিছুই বুঝছি না। আমাদের কিচ্ছু হয়নি। প্রচুর কাজ বাকি। প্রতিমাও বুধবার আনতে পারব না। ফাঁকা মণ্ডপেই উদ্বোধন হয়ে যাবে।'

এক হাজার রানার নিয়ে মহালয়ায় দৌড়

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের মহালয়ার দৌড় এবার ৪০তম বর্ষে পড়ছে। নজির ভেঙে দৌড়ে এবার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা পৌঁছেছে এক হাজারে। দৌড়ের আহ্বায়ক শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাঘা যতীনের সহ সভাপতি পেয়ারা সিংয়ের উপস্থিতিতে ঘোষণা করা হয়েছে, ১০ ও ৫ কিলোমিটার পুরুষ এবং মহিলাদের দৌড় মিলিয়ে এক হাজার নাম জমা পড়েছে। এবারই প্রথা ভেঙে দুই সেলেব্রিটি অ্যাথলিট হিমাশ্রী রায় ও সিকিমের ম্যারাথন ম্যান বলে পরিচিত অমর সুব্বা প্রতিযোগীদের সঙ্গে যাত্রাপথের কোনও একটি অংশে দৌড়োনোর কথা জানিয়েছেন।

একইসঙ্গে দৌড়ে টেকনিকাল বিষয়ের দায়িত্বে থাকা প্রশান্ত সাহা জানিয়েছেন, প্রতিযোগীদের সময়ে উন্নতিতে সাহায্য করতে যাত্রাপথের মাঝে টাইমিং ম্যাট রাখা থাকবে। এর মাধ্যমে একইসঙ্গে নজর রাখা হবে প্রতিযোগীরা শর্টকাট নিচ্ছেন কি না।

বুধবার ভোর ৬টায় ক্লাবের সামনে থেকে ১০ ও ৫ কিলোমিটার দৌড় শুরু হয়ে পরবর্তীতে সেখানেই শেষ হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে হিমাশ্রী রায় সহ বাঘা যতীন ক্লাবের কর্তারা।

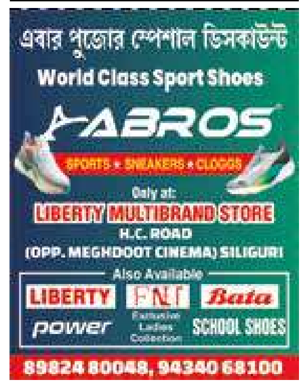

জুয়ার ঠেকে ধৃত

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপল্লির একটি জুয়ার আসর থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ওই জায়গায় অভিযান চালানো হয়। দুজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি নগদ টাকাও উদ্ধার হয়। যদিও মঙ্গলবার সকালে থানা থেকে ব্যক্তিগত বন্ডে ছাড়া পায় ধৃতরা।

আজ শহরে

■ উত্তাল নাট্যগোষ্ঠী শিলিগুড়ির আয়োজনে দশম বর্ষ অন্তরঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান। বুধবার বেলা সাড়ে ৫টায় তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ সহ বিভিন্ন শহরের পাঁচটি নাটক পরিবেশিত হবে।

ভোগান্তি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে

টেকনিসিয়ানের অভাবে সপ্তাহে দু'দিন ইইজি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : সমস্ত পরিকাঠামো থাকলেও টেকনিসিয়ানের অভাবে সপ্তাহে ছ'দিন ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাফি (ইইজি) হচ্ছে না। যার ফলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীরা সমস্যায় পড়ছেন। হয় এই পরীক্ষা করাতে তাঁরা দিনের পর দিন মেডিকেলে এসে ফিরে যাচ্ছেন, নয়তো বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে গিয়ে প্রচুর টাকা খরচ করে পরীক্ষা করাতে বাধ্য হচ্ছেন।

হাসপাতাল সুপার পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'দুজন টেকনিসিয়ান রয়েছেন। তাঁদের একাধিক বিভাগে কাজকর্ম দেখতে হয়। সেজন্য সপ্তাহে দু'দিন করে রোগীদের ইইজি করা হচ্ছে। আরও টেকনিসিয়ান পেলে আমরা সপ্তাহে ছ'দিনই পরিষেবা দিতে পারব।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে মনোরোগ বিভাগের অধীনে ইইজি পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের পেছনে ওএসটি সেন্টারে পৃথক ইইজি ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। মনোরোগের পাশাপাশি নিউরোলজি, পেডিয়াট্রিক, মেডিসিন বিভাগ থেকেও চিকিৎসকরা প্রয়োজন মতো রোগীদের ইইজি করার পরামর্শ দেন।

চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মূলত মৃগিরোগীদের এই পরীক্ষা বেশি করাতে হয়। তাছাড়া ব্রেন টিউমার, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরানো থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন সমস্যায় চিকিৎসকরা এর পরামর্শ দেন। সব বিভাগ মিলিয়ে রোজ অন্তত ২০-২৫ জনকে ইইজি করতে প্রেসক্রিপশনে লেখা হয়। রোগীরা সেইমতো নির্দিষ্ট ঘরে যান। তবে সপ্তাহে সোম এবং শনিবার সংশ্লিষ্ট ইউনিট খোলা থাকে। ফলে সারা সপ্তাহ অপেক্ষায় থাকা রোগীদের ইইজি দু'দিনে করা সম্ভব হচ্ছে না।

মঙ্গলবার মনোরোগ বিভাগের বাইরে দাঁড়িয়ে লাটাগুড়ির বাসিন্দা সোমরাজ তামাং বললেন, 'মাথাব্যথার সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে এসেছিলাম। সেখান থেকে ইইজি করতে বলা হয়। এখানে এসে শুনছি, পরীক্ষা আবার শনিবার হবে। তবে শনিবার এলেই আমি পরীক্ষা করাতে পারব কি না, তা বুঝতে পারছি না। কারণ, আগে থেকে অনেক রোগীর লাইন থাকে। এত দূর থেকে কতবার যাতায়াত করা যায় বলুন তো।'

একই সমস্যা নিয়ে পরপর দু'দিন ঘুরছেন খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জের বাসিন্দা প্রেমনাথ সিংহ। তাঁর ১০ বছরের মেয়েকে শিশুরোগ বিভাগ থেকে ইইজি করাতে বলা হয়েছে। দিনমজুর প্রেমনাথের অভিজ্ঞতা, '২০-২২ দিন ধরে ইইজি করানোর জন্য ঘুরছি। যে দিনগুলিতে পরীক্ষা হয়, এতটাই ভিড় থাকে যে আমি পরীক্ষা করাতে পারছি না।' এরপর বললেন, 'বেসরকারি ল্যাবে খোঁজ নিয়েছিলাম। সেখানে ইইজি করাতে ২০০০ টাকা চাইছে। আমি দিনমজুরি করে সংসার চালাই। কীভাবে এত টাকা জোগাড় করব?'

এব্যাপারে মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরা বলছেন, 'মস্তিষ্কের যে কোনও সমস্যায় চিকিৎসা করাতে ইইজি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। প্রায় প্রতিদিন আমাদের বিভাগে এমন অনেক রোগী আসেন, যাঁদের ইইজি করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। আমাদের বিভাগের অধীনে মেশিনও রয়েছে। তবে টেকনিসিয়ানের অভাবে সপ্তাহে দু'দিন পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।' তিনি জানালেন, বাকি দিনগুলিতে ওই টেকনিসিয়ানরা ফিজিওলজি, ফিজিক্যাল মেডিসিন সহ অন্য বিভাগে কাজ করেন।

নির্ভেজাল আড্ডায় উৎসবের আমেজ

সারা বছরে উৎসবের সময় এই একবার দেখা হয় বহু পরিচিতর সঙ্গে। সুভাষপল্লির মণ্ডপে মণ্ডপে জমে ওঠে গল্পের আসর। প্রতিবছর বিগবাজেটের পাশাপাশি কম বাজেটের পুজোও মন জয় করে নেয় শহরবাসীর। লিখলেন পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : উৎসবের দিনগুলোতে মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস এই পাড়ার পরিচিতি। একদিকে সংঘশ্রী, অন্যদিকে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব। পুজোর দিনগুলোতে ভিড় টানতে যেন অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলে দুইয়ের মধ্যে। বিগবাজেটের পাশাপাশি শহরবাসীর নজর কাড়ে কম বাজেটের পুজোটিও। প্রতিমা থেকে মণ্ডপ, আলোকসজ্জা সহ সামগ্রিক ব্যবস্থায় প্রতিবার মন জয় করে নেয় শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি।

খুব বড় আয়োজন না হলেও সুভাষপল্লি যুবক সংঘের পুজো দেখতে দাঁড়ান রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী প্রতিটা মানুষ। থিম ভাবনায় সবসময়ই আলাদা ছোঁয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন উদ্যোক্তারা। এবার তাদের ৭০তম বর্ষ। সকাল থেকে পুজোর আয়োজনে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। তারপর দিনভর নেতাজি মোড়ের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা চলে। সারা বছরে একবার এইসময় দেখা হয় অনেকের সঙ্গে। সেসব নিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন স্থানীয় সৌরভ দাস। তাঁর কথায়, 'এই পুজো আমাদের কাছে আবেগের। আড্ডা, পুরোনো দিনের গল্প আর মায়ের আরাধনার মধ্য দিয়ে দিন কাটে। ছোট করেই আমাদের পুজো হয়। তবে নতুন কিছু করার চেষ্টা থাকে।'

সংঘশ্রীর পুজোমণ্ডপে কাজ চলছে জোরকদমে। মঙ্গলবার। -তপন দাস

সুভাষপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো যেন দুইয়ের মিশেল। থিমের চমকের সঙ্গে বাড়ির পুজোর অনুভূতি মেলে এখানে। প্রতিবার মন্দিরে হয় মূল পুজো। পাশাপাশি মণ্ডপ তৈরি হয় থিম ভাবনায়। তবে এবছর মন্দিরটি সংস্কার হচ্ছে। স্থানীয় মহিলারা আয়োজনের দায়িত্ব সামলান দক্ষ হাতে। প্রসাদ বিতরণ, মণ্ডপের আশপাশে কচিকাঁচাদের দৌঁড়ঝাপ, বড়দের আড্ডা, সন্ধ্যায় ধুনুচি নাচ, মোমবাতি জ্বালানো প্রতিযোগিতা, গান-নাচ-আবৃত্তি ইত্যাদি এক আলাদা পরিবেশ তৈরি করে। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে পুজো কাটে অনুরূপা, সায়নী, চিরঞ্জিত, প্রশান্তদের। চিরঞ্জিত ঘোষের কথায়, 'এবছরের আমাদের থিম 'পুরোনো দিনের হারানো কথা'। এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ, আন্তরিকতা। মহিলারা হাতে হাত মিলিয়ে পুজোর আয়োজন করেন।'

শহরের বিগবাজেটের পুজোগুলোর মধ্যে একটি, সংঘশ্রী। এবার তাদের থিম 'থাকব না কো বদ্ধ ঘরে।' বহুদিন আগে থেকে শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি। ক্লাব চত্বরে তৈরি হয় মণ্ডপ। দর্শনার্থীদের প্রশংসা কুড়িয়ে নেওয়ার পাশাপাশি জিতে নেয় পুরস্কার। রাত জেগে চলে দেদার আড্ডা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে শৈবাল দত্তর কথায়, 'যেহেতু আমাদের জায়গা ছোট, তাই বড় আকারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্ভব হয় না। তবে আড্ডা, গল্প সবটাই জমজমাটি হয়।'

সুভাষপল্লিতেই বাড়ি রঞ্জন দত্তর। তবে কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন। প্রতিবছর পুজোর ছুটিতে কিন্তু ফিরে আসেন নিজের শহরে। বলছিলেন, 'কলকাতার পুজোর আলাদা চমক তো রয়েছেই। তবে হোমটাউনে থাকার মজা আলাদা। প্রতিবার সপ্তমীর মধ্যে অন্য পুজো দেখে বাকি দিনগুলো পাড়ার মণ্ডপে কাটাই।' সুভাষপল্লির কোনও পুজোতে যেমন থাকে মন্দিরের পুজোর গন্ধ আবার কোথাও থাকে বারোয়ারি পুজোর আনন্দ।

আমার পাড়া আমার পুজো

প্রাণভরা উচ্ছ্বাসে

■ বাজেট খুব বেশি না হলেও দর্শনার্থীদের কাছে বরাবরের আকর্ষণ সুভাষপল্লি যুবক সংঘের পুজো

■ নেতাজি মোড়ের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা চলে দিনভর

■ সুভাষপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবে থিমের চমকের সঙ্গে বাড়ির পুজোর অনুভূতি মেলে

■ স্থানীয় মহিলারা পুজোর দিনগুলোতে আয়োজনের দায়িত্ব সামলান দক্ষ হাতে

■ সংঘশ্রী-তে রাতভর জমজমাট গল্পের আসর, কর্মসূত্রে বাইরে থাকা মানুষ ঘরে ফেরেন পুজোর টানে

পুজোর থিমে রাম মন্দির

ইসলামপুর, ১ অক্টোবর : ইসলামপুর দেশবন্ধুপাড়া আদর্শ সংঘের এবছরের পুজোর থিম অযোধ্যার রাম মন্দির। পুজো এবার ৬০তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবছরের পুজোয় ৫০ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এখন থেকেই মণ্ডপসজ্জার কাজ দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন মানুষ।

গত কয়েক বছর ধরে আদর্শ সংঘের পুজো উত্তরবঙ্গজুড়ে সুনাম কুড়িয়েছে। পুজো কমিটির সম্পাদক রাজ সাহানি বলছেন, 'দর্শনার্থীদের আকর্ষণীয় পুজো উপহার দিতে এবছরও চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছি না।' নদিয়ার এক শিল্পী মণ্ডপসজ্জার কাজ করছেন। বাঁশ, কাঠের বাটাম, প্লাইবোর্ড, ফাইবার এবং ফোম জাতীয় সামগ্রী ব্যবহার করে রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। প্রায় ১৫০ ফুট লম্বা ও ৯০ ফুট চওড়া মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। মণ্ডপে কারুকার্য করা মোট ১০০টি পিলার থাকছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, শুধু মণ্ডপসজ্জাই নয়, প্রতিমা ও আলোকসজ্জাতেও বিশেষ আর্কষণ থাকছে। আদর্শ সংঘের পুজোমণ্ডপে সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে প্রতিবছরই হিমসিম খেতে হয় পুলিশ-প্রশাসনকে। যদিও ক্লাবের শতাধিক ভলান্টিয়ার ভিড় সামাল দেওয়ার দায়িত্বে থাকেন।

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়।
লাল সিং
জলপাইগুড়ি জিলা প্রেসিডেন্ট আলোচিত্তাবেদন
দিনবাজার, জলপাইগুড়ি

নাড়ি পোঁতা আছে শুক্লা প্রতিপদে

মহালয়া মানে স্মৃতির ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার কতটা দামি, আজ যাঁরা মধ্যবয়সি, তাঁরা জানেন বিলক্ষণ। এক-একটা মহালয়া আসে, এই ভাণ্ডার ততই যেন দামি হয়ে ওঠে। মহালয়াকে কেন্দ্র করে শুরু অপসংস্কৃতিগুলিকে এড়িয়ে মন সেই স্মৃতিসাগরে সুখ-ডুব দেয়। লিখলেন কৌশিক জোয়ারদার

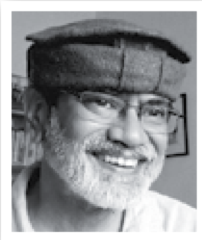

এখন দীর্ঘ যাপনের ক্লান্তি একটা দুঃখবোধ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায় আমার অস্তিত্বের যাবতীয় ডালপালায়। শৈশব থেকে যত দূরে যাই, ততই তার চিহ্নগুলো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। শ্লথ হয়ে আসে চলা, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি- শেষ রাতে গায়ে মৃদু ঠেলা মেরে জাগিয়ে দিচ্ছেন মা। 'মহালয়া শুনবি না?' আসলে তো মহালয়া শুনি না আমরা। ঘুম জড়ানো অন্ধকার ক্রমশ আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মহিষাসুরমর্দিনীর উদাত্ত আগমন সংবাদে। পিতৃপক্ষের অন্তিম মুহূর্তে বাংলার সমস্ত সন্তান জেগে উঠছে মায়ের ডাকে। পৃথিবী পাপমুক্ত হবে, এই আশায় তাদেরও সমবেত প্রার্থনা- 'জাগো মা'। এই যে বিগত পুরুষের প্রতি তর্পণ ও পুজোর তাৎপর্যকে ছাপিয়ে মহালয়া হয়ে উঠল মাতৃশক্তি মহিষাসুরমর্দিনীর আগমন ঘোষণাই মূলত, তা এক যুগান্তকারী ঘটনা।

আমরা যারা জন্মেছি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বছরগুলিতে, বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজকুমার মল্লিকের ইন্দ্রজাল গৌণ করে দিয়েছে আমাদের চেতনায় আদিম টোটেম-সংস্কার। যে অতীতকে দেখিনি, তাকে ভুলে মজেছি যাঁকে দেখতে চাই তাঁর আরাধনায়। তাৎপর্যের এই রূপান্তর আমার কাছে ধর্মীয় নয়, সাংস্কৃতিক। এক ঘোর সন্দেহবাদে আক্রান্ত আমি আশ্রয় খুঁজেছি মানুষের সৃজনশীলতায়, আজীবন। আমরা ছিলাম একান্নবর্তী। মা ও বাবা- দুই দিক থেকেই। ঘুম থেকে উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসার আগেই দেখতাম আয়তাকার ঢাউস রেডিওর নব ঘুরিয়ে সূচকটিকে স্থির রাখা আছে আকাশবাণীর নির্দিষ্ট কিলোহার্জে। ধূপের গন্ধে পবিত্র হয়ে আছে ঘরের বাতাস। বেতার যন্ত্রটিই যেন দেবতা, এইভাবে তাকে ঘিরে বসে পড়ত যৌথ পরিবার। কতদিন থেকে এ জিনিস চলে আসছে! 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামে ১৯৩৭ সাল থেকে আকাশবাণী সম্প্রচার করছে এই মহাকাব্যিক গ্রন্থনা। তারও আগে থেকে একই অনুষ্ঠানের ভিন্নরূপ সম্প্রচারিত হয়েছে ভিন্ন সময়কালে। সেসব ধরলে, ৯০ বছরেরও অধিক এই দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন বেতার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমারও বোধকরি দীর্ঘতম নিবিড় সম্পর্ক।

যদিও মহালয়ার ভোর ও তার আগের রাত্রিযাপনের রূপ বদলে গিয়েছে সময়ে সময়ে। যখন উদ্ধত তরুণ, পিতৃপক্ষের শেষ রাতে আমরা পান করেছি বিপ্লবের স্বপ্ন আর ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানার ককটেল। আরও কিছুদিন পরে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্তোত্রপাঠ মলিন হবে স্বপ্নহীন ক্রুদ্ধ তরুণদলের নির্বোধ লাউডস্পিকার আর অবিরাম শব্দবাজির দূষণে। সর্বনাশ যথেষ্ট হচ্ছে না দেখে মহিষাসুরমর্দিনীকে ক্যাসেটে, ডিস্কে পুরে ছড়িয়ে দেওয়া হল শারদীয় শপিং মলে, পুজো প্যান্ডেলে, দিনে-রাতে বছরের যে কোনও উৎসবে। কিন্তু আমাদের সকলেরই তো শৈশব ছিল, নাড়ি পোঁতা আছে শুক্লা প্রতিপদে।

আবেগ স্তিমিত হয়ে এলে, আতিশয্য আর অতিরঞ্জনের অসুখ থেকে ফিরে আসতে আসতে, ফিকে হয়ে যাওয়া স্বপ্নের ভিতর থেকে টের পাই, প্রতিটি মহালয়ার ভোরে কোনও না কোনওভাবে জড়িয়ে থেকেছি মহিষাসুরমর্দিনীর জাদু আবাহনে। যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়েছে, দাদুর রেডিও এখন বন্ধুর সংগ্রহশালায়, শেষবার মা ডেকে দিয়েছিলেন ৩০ বছর আগে, ভোরের

'মহিষাসুরমর্দিনী' নামে ১৯৩৭ সাল থেকে আকাশবাণী সম্প্রচার করছে এই মহাকাব্যিক গ্রন্থনা। তারও আগে থেকে একই অনুষ্ঠানের ভিন্নরূপ সম্প্রচারিত হয়েছে ভিন্ন সময়কালে। সেসব ধরলে, ৯০ বছরেরও অধিক এই দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন বেতার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমারও বোধকরি দীর্ঘতম নিবিড় সম্পর্ক।

শিউলি মাড়িয়ে চলে যায় শরিকের ছেলে। আণবিক পরিবারে ঘুম ভাঙে পাশের ঘরে এফএম-এ বেজে ওঠা শাঁখের আওয়াজে। যা চণ্ডী মধুকৈটভারিদৈত্যদলনী। সুপ্রীতি ঘোষের গলায় বেজে উঠল আলোর বেণুর সুর, মন কেমন শৈশব আমাকে পিছু ডাকছে। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। শক্তি-উপাসক অনার্য বাঙালির সহস্র বছরের আকুতি তৃপ্ত হতে চাইছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের আবেগরুদ্ধ স্তোত্রপাঠে। এতদূর থেকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, এলো চুলে ঋজু ও ধ্যানস্থ বসে আছেন আমার মা। হে চিন্ময়ী হিমগিরি থেকে এলে। আমার তন্দ্রা জড়ানো আপাদমস্তক অর্জিত শৈবাল ফুঁড়ে সহসা সচকিত হয়ে উঠে বসল। আজানের সুরে মানুষের সমবেত প্রার্থনা- ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি। জানলা দিয়ে অনেকটা আলো ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। পুত্র ও কন্যা হেসে উঠল কী কারণে যেন। তাদের মা ভোরবেলা ডেকে দিয়েছিল ঠেলা দিয়ে- উঠে পড়, মহালয়া শুনবি না?

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাহিত্যিক)

মোবাইল অ্যাপেও স্বমহিমায়

দিন যায়। পুরোনো দিনগুলি যেন আরও বেশি বেশি করে ডাক দেওয়া শুরু করে। সেই মহালয়ার ভোর সেই দিনগুলিরই একটি। আজ মোবাইল ফোনের অ্যাপেও মহালয়া হাজির। তাতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সুললিত মন্ত্রোচ্চারণ আজও আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিতে ভালোভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। লিখলেন প্রবাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সিধুকাকা মশারির ভেতর থেকে হাতটা বের করে গোল টেবিলে রাখা হ্যারিকেনের আলোটা একটু উসকে দিয়ে বিছানা ছেড়ে বেরোলেন। খাটের নীচে রাখা খড়ম পায়ে গলিয়ে ঘর হতে বার হলেন। আজকের দিনটাতে সিধুকাকা কিছুটা আগেই বিছানা ছাড়েন। রানারও ঘুম ভেঙে যায়। খড়মের শব্দ সেদিকে এগিয়ে আসতে সে নীচুস্বরে বলে, 'আসছি কাকা'। বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে আসে। আকাশের গায়ে কে যেন তখনও কালো পর্দা বিছিয়ে রেখেছে। পা টিপে টিপে দালান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। কুয়ো থেকে কয়েক বালতি জল তুলে রাখে। সিধুকাকা জানে আজকের দিনে রানা তাঁর চানের জল তুলে রাখবে। খড়মের শব্দে রানা সরে দাঁড়ায়। হাতে গামছা। নাকে বেশ কয়েকবার সর্ষের তেল টেনে, পায়ের নখে তেল ছুঁইয়ে মাথায় জল ঢালেন কাকা।

শিউলির গন্ধ ভরা বাগানের দিকে তাকিয়ে রানার মন এক অজানা আনন্দে ভরে ওঠে। পাশের সব বাড়ি থেকে এখুনি আসতে শুরু করবে শিবু, টুনি, রানুর হাত ধরে ঠাকুমা। কাল রাতে যোগেন তাদের বাড়িতে থেকে গিয়েছে। ওদের বাড়ি পাশের গাঁয়ে। অন্ধকার মাখা ভোরে আসতে তার ভয় করে। শুনতে পায় বাগানের দরজার খড়খড়িতে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। 'রানা, দরজা খোল। আমরা এসেছি।' গুটি গুটি পায়ে ওরা ঢুকে এসে বৈঠকখানায় বিছোনো শতরঞ্চির ওপর বসে। মেজোদাদু, ছোটকা, কাম্মি সবাই কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন। শতরঞ্চির সামনে একটা বড় টেবিলে রেডিও রাখা। ছোটদি কামিনী ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে রেডিওর চারদিক জুড়ে। কিছুটা দূরে রানাদাদু পুজোয় বসেছেন। ধূপ আর কামিনী ফুলের গন্ধে সারা ঘরে যেন দেবী দশভুজার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বাবা এসে রেডিওটা চালিয়ে দিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সুললিত মন্ত্রোচ্চারণে শুরু হয়েছে মহিষাসুরমর্দিনী।

... কতকাল আগের কথা। কৃষ্ণগঞ্জ ছেড়ে রানার এই শহরে বাস কয়েক দশক হয়ে গেল। তবু মহালয়ার সকালে প্রভাতি অনুষ্ঠান শুরুর আগে আজও ঘুম ভেঙে যায় তার। স্পষ্ট শুনতে পায় সিধুকাকার খড়মের শব্দ। বাড়ির বাগান থেকে আসা শিউলির গন্ধ আজও ভেসে আসে। ব্যস্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে সে সামনে তাকায়। টেবিলে কোনও রেডিও নেই। শিবু, টুনি, রানু, ছোটকা, কাম্মি কেউ আজ শতরঞ্চিতে বসে নেই। রানার

একমাত্র ছেলে ক্যালিফোর্নিয়ায়। দেওয়ালে সরমার ছবিটার দিকে চোখ যায় রানার। গতবছর কয়েকদিনের অসুস্থতার পর হঠাৎ চলে গিয়েছে সে। মোবাইল অন করে সে বিশেষ অ্যাপ থেকে আকাশবাণী কলকাতার প্রভাতি অনুষ্ঠান ক্লিক করে। সেই মন্দ্রিত কণ্ঠ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। দূরে কোথাও শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। নিজের অজান্তে কপালে হাত দুটো উঠে যায় রানার।

(লেখক আকাশবাণী কলকাতা ও কলকাতা দূরদর্শনের সঙ্গে যুক্ত)

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
পার্থ ব্যানার্জী সমাজসেবী

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
অভ্র বসু
সেন্ট পলস হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সম্পাদক

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
মিহির ব্যানার্জী
বিশিষ্ট আইনজীবী
ট্যাব পুরস্কারপ্রাপ্ত

আসন্ন শারদীয়া উৎসব
দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
সৌমিক মজুমদার
রবীন মজুমদার

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
রেজিনা রায় গোমস, অধ্যক্ষা
সেন্ট অ্যান্থনি স্কুল, ৭৩ মোড়, জলপাইগুড়ি

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
গঙ্গা কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড
বাহাদুর, জলপাইগুড়ি

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
কিশোর মারোদিয়া
বিশিষ্ট আইনজীবী
জলপাইগুড়ি

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
সৌজিৎ সিংহ (পিকু)
বিজেপি নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী, জলপাইগুড়ি

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
ডঃ রাজা রাউত
বিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব
জলপাইগুড়ি

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
ডাঃ জয়ন্ত রায় (সাংসদ)
জলপাইগুড়ি লোকসভা ক্ষেত্র
জলপাইগুড়ি

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
ময়নাগুড়ি কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড
ময়নাগুড়ি বাইপাস
পবন কুমার খড়িয়া
সুনীল কুমার খড়িয়া
ডাইরেক্টর
বিনোদ কুমার ঢুনগওয়াল
বিনীত খড়িয়া

আসন্ন শারদীয়া উৎসব, দীপাবলি, ছটপুজো এবং বড়দিনের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা
সকলের জন্যই দিনগুলি হয়ে উঠুক মঙ্গলময়
অলোক সরকার
বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক

Marina MEDICAL CENTRE PVT. LTD.
Babu Para, Jalpaiguri
MRI 1.5 TESLA NOW AT Marina
IPD & DIAGNOSTIC FACILITIES

হোক খারাপের শেষ হোক ভালোর শুরু

মহালয়া মানেই পুজো হাজির। শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে সবার ব্যস্ততা চরমে। তবে অন্যান্যবারের সঙ্গে এবারের পুজোর বেশ ফারাক। বাংলার সেই মেধাবী মেয়েটা আজ আর নেই। তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের 'অস্তিত্ব' নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পাশাপাশি, নানা সমস্যায় উত্তরবঙ্গের কৃষি, শিল্প সংকটে। সমস্ত সমস্যা যাতে মিটে যায় সেজন্য সবাই দেবীর দ্বারস্থ হবেন। লিখলেন জ্যোতি সরকার

সর্বত্র কাশফুলের ঘনঘটা শারদের আগমনী বার্তা নিয়ে এসেছে। কিন্তু এবারের উৎসবের ঘনঘটা কেমন হবে? কারও জানা নেই। আজ মহালয়ার দিনে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে পিতৃতর্পণ হচ্ছে। তিস্তাপাড়েও প্রতিবারের মতো এবারেও নিয়মনিষ্ঠা সহকারেই পিতৃতর্পণ চলছে। উত্তরবঙ্গেও অন্যান্য নদীপাড়েও একই ছবি। অচিরেই দেবীর বোধন। পুজোর নির্ঘণ্ট দেখবার জন্য পঞ্জিকার পাতা ওলটালে দেখা যাবে দেবী দোলায় আসছেন। ঘোড়ার পিঠে করে ফিরবেন। ধর্মপ্রাণ মানুষের বক্তব্য, এবারে দেবীর আগমন ও গমন কোনওটাই সুখকর নয়। চারদিকে অশান্তির পরিবেশ বিরাজ করবে।

অশান্তি–পর্ব অবশ্য বেশ কিছুদিন আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। বোধনের আগেই ঘরের মেয়ের বিসর্জন হয়ে গিয়েছে। মানবসেবা করবেন বলে সেই তরুণী চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত হয়েছিলেন। পিশাচদের দৌরাত্ম্যে অকালেই তাঁকে এই পৃথিবী ছাড়তে হয়েছে। তবে আশার বিষয় বলতে, আমরা সবাই মিলে রুখে দাঁড়িয়েছি। গোটা বাংলা আজ প্রতিবাদে উত্তাল। প্রতিবাদের আঁচ রাজ্য ছাড়িয়ে গোটা দেশ, এমনকি অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। নারী নিরাপত্তার দাবিতে গোটা দেশ সোচ্চার হয়েছে। সবাই মিলে এভাবে এক হওয়াটা যদি মন ভালোর বার্তা বয়ে আনে, তবে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনি কেন্দ্র বেনারসে শাসক বিজেপির ছত্রছায়ায় থাকা তিনজনের হাতে এক মহিলার ধর্ষণের বিষয়টি মন খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ধর্ষণে অভিযুক্তরা জামিনে মুক্ত হওয়ার পর তাদের রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। অসম হোক বা মধ্যপ্রদেশ, ধর্ষণনামা থামার যেন কোনও লক্ষণই নেই। আজ মহালয়ার দিনে এসব আমাদের সবাইকেই প্রচণ্ড কষ্ট দিচ্ছে। দেবেই। আমরা সবাই আমাদের মন খারাপের এই সমস্ত বিষয় দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার কাছে জানাই। এবারও জানাব। জলভরা চোখে আমাদের মণ্ডপে মণ্ডপে হাজির হওয়া দেখে দেবীরও নিশ্চিতভাবে মন খারাপ হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের কথা উল্লেখ রয়েছে। কথিত রয়েছে, দেবী দুর্গা স্বর্গে ফিরে যাওয়ার সময়ে রংধামালিতে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল বেষ্টিত এলাকায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এখানে প্রায় ১০০ বছর ধরে দুর্গাপুজোর পর জোড়া কালীমূর্তি সহকারে দেবী দুর্গার বন্দনা হয়। এই পুজোতে হাজার হাজার মানুষ আসেন। ধর্মপ্রাণ মানুষ সকলের জন্য প্রতি বছর মঙ্গলকামনা করে। এবারও করবে। এবারে হয়তো সেই তরুণীর জন্যও বহু প্রার্থনা করা হবে।

আমরা কেউ ভালো নেই। কৃষি উত্তরের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো পাটের উৎপাদন উত্তরবঙ্গেই হয়। জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার পাট ভারত বিখ্যাত। এই পাট বিপণনের জন্য কৃষকরা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (জেসিআই) ওপর নির্ভরশীল। সেই জেসিআই–ই এবারে উত্তরবঙ্গের পাট কিনছে না। পরিণতিতে কৃষকরা সমস্যায় পড়েছেন। পাট বিক্রি করেই কৃষকরা পুজোর কেনাকাটা করেন। এবারে পাট বিক্রি না হওয়ায় তাঁরা কীভাবে ছেলেমেয়েদের পুজোর জামাকাপড় কিনে দেবেন তা বিমল রায়, পরিমল কীর্তনীয়া, তিমির বর্মন, সুভাষ রায়দের মতো মানুষদের জানা নেই। সবজিরও প্রত্যাশিত দামও পাওয়া যায়নি। আলুচাষিদের দুর্ভোগের শেষ নেই। পুজোর দিনগুলিতে ছেলেমেয়েদের মুখে ভালো খাবার তুলে দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও উত্তরের কৃষকরা আজ বড়ই অসহায়। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কৃষিকাজ করার পর কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম না পেলে কৃষকদের সংসার চলবে কী করে! এসবের মাঝেও উত্তরের কৃষকরা তাঁদের প্রতিবাদী চরিত্র থেকে বিচ্যুত হননি। আরজি কর কাণ্ডে তদন্তের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। আবার তারই মাঝে তিলক রায়, মহেশ রায়, সতীশ বর্মনরা মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন করবেন। অঞ্জলিও দেবেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও দেবীই একমাত্র পারেন কষ্ট লাঘব করতে বলে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উত্তরবঙ্গের তরাই, ডুয়ার্স এবং দার্জিলিংয়ে তিন শতাধিক চা বাগান। কিন্তু বেশ কয়েকটি বন্ধ। রায়পুর, ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি সহ বেশ কয়েকটি চা বাগানে বছরের পর বছর ধরে তালা ঝুলছে। ত্রাণের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল বন্ধ চা বাগানগুলির আট হাজার শ্রমিক। দেবীবন্দনার অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবার জন্য এই শ্রমিকরা সারা বছর ধরে তাকিয়ে থাকেন। বন্ধ থাকা রায়পুর চা বাগানের তালা যাতে খোলে সেজন্য অমর সিং, নরেন দাস, হীরেন সামাসী, বিতনা বড়াইকরা দেবীর কাছে ১৮ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রার্থনা জানিয়ে আসছেন। এবারও তাঁরা একই প্রার্থনা জানাবেন। ঢেকলাপাড়া, বান্দাপানি চা বাগানের শ্রমিকদের একটি বড় অংশ পেটের তাগিদে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে পাথর ভাঙেন। পরিস্থিতি বলছে, বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা ভালো নেই। তবুও পুজো। বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা পিএফ, গ্র্যাচুইটির টাকা কবে হাতে পাবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ঢেউ বন্ধ চা বাগানের পাশাপাশি চালু চা বাগানেও এসে পড়েছে। চা শ্রমিকরা ছাত্রী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে পথে নেমেছেন। অন্যদিকে, বন্ধ চা বাগানের মালিকরা বিলাসবহুলভাবে জীবনযাপন করছেন। শ্রম আইন ভাঙছেন। পিএফের টাকা জমা না দেওয়া ফৌজদারি অপরাধ। বাগানের মালিকরা উত্তরবঙ্গে ২০০ কোটি টাকার পিএফ বকেয়া ফেলেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে চা বাগানের কোনও মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবুও এর মাঝে নিজেদের জীবনযন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে চা শ্রমিকরা পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন। ধামসা-মাদল নিয়ে দেবীর সামনে ওঁরা নাচবেন। গানও গাইবেন। বাগান যাতে খুলে যায় সেজন্য শুকরা ওরাওঁ, বুধুয়া ভগৎ, প্রধান নায়েক, বুধনি ওরাওঁ, সুখমণি তিরকিরা আশার গান গেয়ে দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাবেন। চা শ্রমিকদের বক্তব্য, তাঁরা বহু আবেদন-নিবেদন করেছেন। কিন্তু তাঁদের আবেদনে সাড়া দেওয়া হয়নি। বন্ধ চা বাগানগুলিতে মিছিল অব্যাহত। কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে চা শ্রমিকদের। পরিস্থিতির বদলের জন্য তাঁরা এবারেও দেবীর শরণাপন্ন হবেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত তরুণ সমাজ বিপন্ন। কাজ নেই। সরকারি দপ্তরগুলিতে অফিসার ও কর্মীরা অবসরগ্রহণের পর শূন্যপদে কোনও নিয়োগ করা হচ্ছে না।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

স্মৃতি, সত্তা এবং বিষণ্ণতা...!

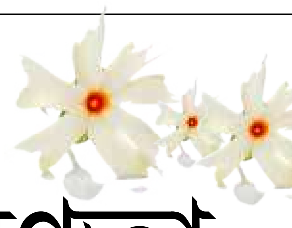

মহালয়া মানেই পুজোর সূচনা। আর পুজো মানেই বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকা মানুষগুলির বাড়ির পানে রওনা হওয়া। সেই যাত্রায় যে কতটা সুখ জড়িয়ে, যাঁরা এতে জড়িয়ে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন বিলক্ষণ। এবারও অনেকে বাড়ি ফিরবেন, সেই রোমাঞ্চে শিহরিত হবেন। তিলোত্তমার মতো হতভাগ্যরা বাদে। লিখলেন শুভময় সরকার

ঘোর বর্ষাযাপনের পর আমাদের হস্টেলের ফ্লোরে ফ্লোরে অজান্তেই ছুটি ছুটি আওয়াজ উঠে যেত। উত্তরের জানলা খুললেই আজীবন ভালোবাসার পাহাড় ঘন মেঘের আড়াল ভেঙে উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু করত। বর্ষণমুখর রাতগুলো পেরিয়ে শরৎ আসত তার আগমনী বার্তা জানিয়ে। এ লেখা শুরু করলাম বহুকাল আগে ফেলে আসা হস্টেলযাপনের স্মৃতি দিয়ে। এরপর মহানন্দা, তিস্তা, তোর্সা দিয়ে বয়ে গেছে বিস্তর জলস্রোত। একটি শতাব্দী পেরিয়ে নতুন এক সহস্রাব্দে পা রেখেছি আমরা। আজন্ম চেনা পরিবেশ রাতারাতি পালটে গেল, আঞ্চলিক থেকে আচমকাই গ্লোবাল হয়ে উঠলাম আমরা। বাজার অর্থনীতি আর প্রচারমূলক বস্তুবাদের দাপটে আগের দশকের বিজ্ঞাপিত 'চিত্রতারকার সৌন্দর্য সাবান' প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের হাতের নাগালে চলে এল। আজন্মলালিত বিশ্বাস, ধ্যানধারণা আচমকাই কেমন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল আমাদের। পাড়ার মোড়ের অমুক-'ভাণ্ডার' কিংবা তমুক-'স্টোর্স'-এর ছোট পরিসর পেরিয়ে বহুজাতিক মলে পা রাখলাম আমরা। তারপরও কিন্তু শরৎ এল একইভাবে, পরিবর্তনের তোয়াক্কা না করে এবং এসেই চলছে নিয়ম মেনে। কেবল শরতের উল্লেখই করলাম কারণ শরতের সঙ্গে বাঙালির যে আবেগ জড়িয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে অন্য ঋতুর তুলনা চলে না।

হ্যাঁ, শরৎ আজও আসে সব পরিবর্তন এবং বহুজাতিক আবহকে ম্লান করে দিয়েই। সাবেকি জাতীয় সড়কগুলো আর আগের মতো নেই, এখন ফোরলেন-সিক্সলেনের মহাসড়ক তবু চলন্ত গাড়ির ভেতর কুলকুল আবহে বসে শরতের দিনগুলোতে দূরের কাশবন আমাদের হৃদমাঝারে আজও যে দোলা দেয়, সময়ের ব্যবধানও কিন্তু তার কোনও হেরফের ঘটাতে পারেনি। পুজোর এই দিনগুলো আসলে ফিরে তাকানোর সময়, ফেলে আসা সময়ের কেমন এক অনিবার্য আবির্ভাব মনের আনাচে-কানাচে...! পুজোর আবহে হারিয়ে যাওয়া কত কত মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে, বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যাওয়া কত ঘটনা ফের ফিনিক্সের মতো জেগে ওঠে...! মনের গভীর গোপন চোরাকুঠুরির দরজা খুলে বেরিয়ে আসে সময়ের জলছবি।

তো ফিরে আসি সেই শুরুর প্রসঙ্গেই। আমার জীবনের এক সুদীর্ঘ সময় কেটেছে হস্টেলে, স্বাভাবিক কারণেই পুজোর ছুটির দিনগুলো যতই এগিয়ে আসত, বাড়ি ফেরার টান ততই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত। তেমনই এক সময়ে কোনও এক পঞ্চমীর পড়ন্ত বিকেলে রাতের 'রকেট' বাসে রওনা হলাম বাড়ির উদ্দেশে। সেই সময় রাষ্ট্রীয় পরিবহণের 'রকেট' বাস-সার্ভিস বেশ অভিজাত একটা ব্যাপার ছিল। শহর শিলিগুড়ির সীমানা ছাড়িয়ে দুরন্ত গতির রকেট ছুটল হাইওয়ে ধরে, মাঠ-ঘাট-লোকালয় পেরিয়ে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে আমার শৈশব-কৈশোরের সেই শহরে, যেখানে আমার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় মা আর আমার প্রিয় খাবারের প্রস্তুতিতে বাবার বাজার পরিক্রমা চলছে। সন্ধে গড়িয়ে

রাত, চরাচরব্যাপী অন্ধকার পেরিয়ে আমার বাস ছুটে চলেছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানি জানিয়ে দিচ্ছে লোকালয়ের অস্তিত্ব। রাত গড়িয়ে গভীর, ঘড়ির হিসেবে ষষ্ঠী পড়ে গেছে। খাবার জন্য বাস থামে হাইওয়ে ধাবাতে। রাতের হাওয়া সংকেত দেয় নেমে পড়ার। আমিও নেমে আসি বাস থেকে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে। গভীর রাতে হাইওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে শুনছি দূরের কোনও গ্রামীণ পুজো-প্যান্ডেল থেকে মাইকে ভেসে আসা প্রিয় গান, আশ্বিনের হাওয়ায় সে স্বর কেটে কেটে যাচ্ছে। আমি জানি ঠিক তখন অন্য শহরে রাত জাগছে মা, আমার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়...!

এবারও শরৎ এসেছে, পুজো আসছে কিন্তু আকাশ-বাতাশজুড়ে এক বিষণ্ণতার সুর, কত মায়ের অপেক্ষার শেষে বাড়ি ফিরবে সন্তান কিন্তু বাড়ি আর ফেরা হবে না তিলোত্তমার। বাতাসে এবার বিজয়ার সুর...! এ শোক আমার, তোমার, আমাদের সবার...!

(লেখক সাহিত্যিক)

যশবলে থামল বাঘেদের গর্জন

স্বপ্নের ক্রিকেটে গ্রিনপার্কে নয়া রূপকথা

বাংলাদেশ : ২৩৩ ও ১৪৬
ভারত : ২৮৫/৯ ডি. ও ৯৮/৩

কানপুর, ১ অক্টোবর : উইনিং শট বলে কথা।

শেষটা ‘যশবল’ সুলভ করতে চেয়েছিলেন। যদিও গ্যালারির বদলে বল সাকিব আল হাসানের হাতে। বেচারা যশস্বী জয়সওয়াল। মুখ কাঁচুমাচু করে প্যাভিলিয়নমুখো। সান্ত্বনা দিয়ে মাথায় হাত বিরাট কোহলি। সঙ্গে চওড়া হাসি।

সোমবার চতুর্থ দিনেও মাঝ দুপুরে গ্রিনপার্কে ঝড় তুলেছিলেন যশস্বী। আজও ৪৫ বলে ৫১। জোড়া যশস্বী-ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল বাংলাদেশি বোলাররা। ভারতীয় দলের নাছোড় মানসিকতার সামনে হার মানে প্রকৃতিও।

যশস্বীর বদলে ম্যাচে ইতি ঋষভ পন্থের বাউন্ডারিতে। ৯৫ রানের সহজ লক্ষ্যে পৌঁছোতে এতটুকু ঘাম ঝরাতে হয়নি। ১৭.২ ওভারে ৭ উইকেট হাতে রেখে টাইগার-বধ। ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে হোয়াইটওয়াশ প্রতিপক্ষকে।

প্রথম তিনদিনে ৩৫ ওভার খেলা হয়। গতকাল ৮৫। আজ ৫৩.২ ওভার। সবমিলিয়ে ১৭৩.২ ওভার! এর মধ্যে ভারত খেলেছে ৩১২ বল। সেটাই যথেষ্ট। প্রথম তিনদিনে বৃষ্টির দাপট এবং টাইগারদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে গঙ্গাপাড়ের গ্রিনপার্কে দুরন্ত জয়!

সোমবার চতুর্থ দিনের খেলা যখন শুরু হয়, বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে ১০৭/৩। ম্যাড়মেড়ে ড্রয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সবার মুখে। গতকাল আর আজ, যে হিসেব উলটে দিয়ে সাড়ে চার সেশনের সুনামিতেই কাজ তামাম টিম ইন্ডিয়ার!

অ্যাডিলেডে ৩৬ রানে অল আউটের পরও মুষড়ে পড়া দল নিয়ে ডিনার পার্টি করেছিলেন রবি শাস্ত্রী। বাকিটা ইতিহাস। দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনের খেলা নষ্টের পর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্কে হঠাৎ আশঙ্কার মেঘ ভারতীয় শিবিরে। চাপ কাটাতে গৌতম গম্ভীর বা অধিনায়ক রোহিতের কি তেমনই কোনও স্পেশাল দাওয়ায় ছিল? প্রশ্ন অবান্তর নয়।

গতকালই কার্যত ম্যাচ কবজা করে ফেলেন রোহিত শর্মারা। বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস ২৩৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৩৪.৪ ওভারেই ভারত ২৮৫/৯। পড়ন্ত বিকেলে নাজমুল হোসেন শান্তদের মনে হারের ভয় ধরিয়ে দেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন-জসপ্রীত বুমরাহ। যে ভয়ের খোলস থেকে এদিন বেরোতে পারেননি তাঁরা।

২৬/২ থেকে খেলা শুরু করে প্রথম ঘণ্টায় তুল্যমূল্য লড়াই। মোমিনুল হকের উইকেট হারিয়ে ৮৯/৩। সম্মানজনক ড্র রাখার ভাবনায় যথাযথ শুরু। আকাশ দীপ এর মধ্যে নাজমুলের ক্যাচ ফেলে দলের ছটফটানি বাড়িয়ে দেন।

চাপ কিন্তু কখনও আলগা করেনি ভারত। ফোকাস নড়তে দেননি রোহিতও। জলপানের বিরতির পর তারই সুফল। রবীন্দ্র জাদেজা ও আকাশকে আক্রমণে নিয়ে আসেন। রোহিতের জোড়া মাস্টারস্ট্রোকে কিস্তিমাত।

দ্বিতীয় বলেই নাজমুল-শিকার (১৯) জাদেজার। রিভার্স সুইপ মিস করে বোল্ড। ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবাল বলেও দিলেন, অধিনায়কোচিত শট নয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল।

একে একে জাদেজার ঝোলায় লিটন দাস (১), সাকিব আল হাসানও (০)। দুইজনেই চাপ সামলাতে না পেরে উইকেট উপহার দিয়ে যান। আকাশের ঝোলায় শাদমান ইসলাম (৫০)। হাফ সেঞ্চুরির পর আকাশের অফস্টাম্প লাইনে খোঁচা মেরে বসেন। স্লিপে সদা তৎপর যশস্বী যা মিস করেননি।

রবি শাস্ত্রী বলছিলেন, শুধু আগ্রাসী ব্যাটিং অপ্রোচ নয়, স্লিপ-গালি অঞ্চলে যশস্বীর ক্যাচিং, ক্যাচ নেওয়ার টেকনিক প্রশংসনীয়। বিরাট-রোহিত পরবর্তী জমানায় সুপারস্টার। তাঁকে নিয়ে চলতি প্রশংসা শুধুমাত্র কথার কথা নয়, প্রতি পদক্ষেপে বোঝাচ্ছেন পানিপুরি বয়।

বাকি সময়ে বাংলাদেশের বহুযুদ্ধের নায়ক মুশফিকুর রহিমের (৩৭) একক লড়াই। শেষপর্যন্ত যা থামে বুমরাহ-স্পেশালে। স্লোয়ার ডেলিভারি। কিছুটা অফস্পিনারদের ঢংয়ে। বুমরাহর যে গতির হেরফের বুঝতে পারেননি মুশফিকুর।

৯১/৩ থেকে ১৪৬ রানে শেষ বাংলাদেশ। ৫৫ রানে শেষ সাত উইকেট তুলে নিয়ে ব্যাটারদের কাজ আরও সহজ করে দেন বুমরাহ-জাদেজা-অশ্বীনরা। সিরিজ সেরার পুরস্কার অশ্বীনের, যার সুবাদে স্পর্শ করেন মুথাইয়া মুরলীধরনের নজির (১১ বার)।

৯৫ রানের জয়লক্ষ্যে ফের যশবলের দাপট। ১৭.২ ওভারেই ফিনিশিং লাইন পার। মাঝ দুপুরেই বাঘেদের গর্জন থামিয়ে নয়া রূপকথা। ‘জয়ের ১ শতাংশ সুযোগ থাকলেও ঝাঁপাও’-গম্ভীর, রোহিতদের নাছোড় মনোভাবের কাছে নতজানু প্রতিপক্ষ। রোহিত (৮), শুভমান গিল (৬) রান না পেলেও মেহেদি হাসান মিরাজ-সাকিবদের অঘটন ঘটানোর বিন্দুমাত্র সুযোগ দেননি যশস্বী (৫১) ও বিরাট (অপরাজিত ২৯)।

নিট ফল, দ্বিপাক্ষিক ১৫তম টেস্টেও অপরাজিত ভারত। অটুট ২০১২ সালের পর ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ না হারার নজির। একযুগ আগে হোম সিরিজে ভারত হেরেছিল ইংল্যান্ডের কাছে। তারপর টানা ১৮টি হোম সিরিজে জয়!

পাকিস্তানে গিয়ে বাবরদের হোয়াইটওয়াশ করেছিল নাজমুলরা। তাঁদেরই গুঁড়িয়ে দিয়ে রোহিতরা বোঝালেন, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে কেন ভারত শীর্ষে। ১১ ম্যাচে ৮টি জয়। ২টি হার ও ১টি ড্র। জয়ের ৭৪.২৪ শতকরা হারে ফাইনালের পথ আরও সুগম।

বাংলাদেশকে হারিয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পর ট্রফি নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার উচ্ছ্বাস। কানপুরে মঙ্গলবার। *ছবি : এএফপি*

নজরে পরিসংখ্যান

১৫ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৫টি টেস্টে অপরাজিত থাকল ভারত। যার মধ্যে জয়ের সংখ্যা ১৩।

১৮ ঘরের মাঠে ভারতের টানা টেস্ট সিরিজ জয়ের সংখ্যা। ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে যার শুরু হয়েছিল।

৩১২ কানপুরে দুই ইনিংস মিলিয়ে ভারত ৩১২ বল খেলেছে। পুরুষদের টেস্টে যা চতুর্থ সর্বনিম্ন।

১১ টেস্টে ১১ বার সিরিজ সেরা হলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। যা যুগ্ম সর্বাধিক। ছুঁয়ে ফেললেন মুথাইয়া মুরলীধরনকে।

৯২৯ চলতি বছরে যশস্বী জয়সওয়ালের টেস্টে রানের সংখ্যা। ২৩ বছরে পা রাখার আগে ভারতীয়দের মধ্যে যা সর্বাধিক। ভাঙলেন সুনীল গাভাসকারের রেকর্ড (৯১৮ রান, ১৯৭১)।

সোনালি জুটি ভেঙে গেল নীরজ-ক্লসের

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর : তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার কোচের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন ক্লস বার্তোনিয়েজ।

দীর্ঘদিন ধরে ক্লসের প্রশিক্ষণে খেলছেন নীরজ। এদিকে সম্প্রতি দেশে ফেরার পরই কোচ বদলের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন স্বয়ং নীরজ। বলেছিলেন, ‘অনেক সময়ই দেখা যায় একই কোচের অধীনে দীর্ঘদিন থাকলে একই পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হয়। নতুন কোচ এলে নতুন রণকৌশল ও পরিকল্পনা হয়।’ তারপরই নীরজের কোচ বদল নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। সেই জল্পনাই এবার সত্যি হল। ২০১৯ সালে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের বায়োমেকানিকাল বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হন বার্তোনিয়েজ। ২০২২ সালে নীরজের কোচ হিসাবে কাজ শুরু। তাঁর প্রশিক্ষণে পরপর দুইবার অলিম্পিক্সের পদক জিতেছেন নীরজ। জোড়া পদক জিতেছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারের এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ও এই জার্মান কোচের অধীনেই। তিনি নিজে থেকেই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। ৭৫ বছরের জার্মান কোচ বার্তোনিয়েজ জানিয়েছেন, আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চান।

ক্লস বার্তোনিয়েজের সঙ্গে কেরিয়ারের সেরা সময় কাটিয়েছেন নীরজ চোপড়া।

বাবাকে গোল উৎসর্গ রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ১ অক্টোবর : ছন্দে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ছুটছে আল নাসের। সোমবার রাতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আল রায়ানকে ২-১ গোলে হারাল নাসের। গোল করে ভিন্ন ভঙ্গিতে সেলিব্রেশন পর্তুগিজ মহাতারকার।

অসুস্থতার কারণে এবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে সিআর সেভেনের খেলা হয়নি। সেই ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করেছিল আল নাসের। এদিন সেই রোনাল্ডোর গোলেই এল তিন পয়েন্ট।

ঘরের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে আল নাসের। যদিও প্রথম গোলের জন্য রোনাল্ডোদের অপেক্ষা করতে হয় প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময় পর্যন্ত। নাসেরের হয়ে ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন সাদিও মানে। এরপর ৭৬ মিনিটে বাঁ পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে লক্ষ্যভেদ করেন রোনাল্ডো। গোলের পর এদিন চেনা ‘সিউ’ সেলিব্রেশন করতে দেখা যায়নি রোনাল্ডোকে। বরং দুই হাত উপরে তুলে যেন কাউকে স্মরণ করতে দেখা যায় তাঁকে।

ম্যাচের পর ক্রিশ্চিয়ানো জানান, এদিন তাঁর প্রয়াত বাবার জন্মদিন ছিল। তাই গোলটি তাঁকে উৎসর্গ করে এই সেলিব্রেশন। পর্তুগিজ তারকা বলেছেন, ‘এই গোলটার গুরুত্ব আমার কাছে অন্যরকম। আজ যদি আমার বাবা জীবিত থাকতেন, তাঁর খুবই ভালো লাগত আমার গোল দেখলে। কারণ আজ তাঁর জন্মদিন। এই গোলটা বাবাকেই উৎসর্গ করছি।’

টানা দুই জয়ের লক্ষ্যে রিয়াল, লিভারপুল

লিভারপুল, ১ অক্টোবর : লিভারপুল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা দুই জয়ের লক্ষ্যে ঘরের মাঠে নামছে বোলগনার বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে আর্নে স্লটের দল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শেষ ম্যাচে তারা উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। পরিসংখ্যানও তাদের পক্ষে। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্যায়ে ঘরের মাঠে শেষ ১০ ম্যাচ ২ গোলের ব্যবধানে জিতেছে লিভারপুল। চলতি মরশুমে লিভারপুল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরু করেছে এসি মিলানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে। সেই ম্যাচে শুরুতে গোল খেয়েও লিভারপুল ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। মিলানের গোল লক্ষ্য করে মোট ১১টি শট নিয়েছিলেন মহম্মদ সালাহরা। অন্যদিকে, ক্লাবের ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছে বোলগনা। প্রথম ম্যাচে শাখতার দোনেস্কের বিরুদ্ধে ভালো পারফরমেন্স তাদের উজ্জীবিত করবে অ্যানফিল্ডে।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ নামছে ফ্রান্সের ক্লাব লিলের বিরুদ্ধে। চলতি মরশুমে রিয়াল এখনও পর্যন্ত অপরাজিত। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছিল স্টুটগার্টকে। যদিও লা লিগার শেষ ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে ১-১ ড্র করে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লস ব্লাঙ্কোসরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরবর্তী ম্যাচে রিয়াল মুখোমুখি হবে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, লিভারপুল, আটালান্টার মতো কঠিন প্রতিপক্ষের। এদিকে, চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন কিলিয়ান এমবাপে। তাই ফ্রান্সে রিয়ালের লক্ষ্য পুরো ৩ পয়েন্ট।

অন্য ম্যাচে, অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে বায়ার্ন মিউনিখ হট ফেভারিট। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচেই তারা ডায়নামো জাগ্রেবকে ৯-২ গোলে উড়িয়েছিল। এদিকে ১৯৮৩ সালের পর প্রথমবার ভিলা পার্কে বসবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আসর। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করতে অঘটনে চোখ থাকবে উনাই এমেরির দলের।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

শাখতার দোনেস্ক বনাম **আটালান্টা**
জিরোনা বনাম **ফেনুর্দ**
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

বেনফিকা বনাম **অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ**
লিভারপুল বনাম **বোলগনা**
আরবি লিপজিগ বনাম **জুভেন্তাস**
লিলে বনাম **রিয়াল মাদ্রিদ**
এসকে স্টার্ম গ্রাজ বনাম **ক্লাব ব্রাগ**
অ্যাস্টন ভিলা বনাম **বায়ার্ন মিউনিখ**
ডায়নামো জাগ্রেব বনাম **মোনাকো**
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিটে
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

কম রানের পুঁজি থাকলেও ঝুঁকি নিতে তৈরি : রোহিত

কানপুর, ১ অক্টোবর : ঝুঁকি ছিল। কিন্তু পজিটিভ ভাবনাও ছিল। তিনি জানতেন তাঁর সতীর্থরা বাইশ গজের লড়াইয়ে কী করতে পারেন। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা সেটা জানেন বলেই ঝুঁকি নিতে পিছপা হন না। কানপুরের গ্রিনপার্কে বৃষ্টির কারণে আড়াই দিনের বেশি খেলা নষ্ট হলেও সাকিব আল হাসানদের বিরুদ্ধে তাই পজিটিভ ভাবনা থেকেও ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর যুক্তি, কম রানের পুঁজি থাকলেও ঝুঁকি নেওয়া যায়। গ্রিনপার্কে সাকিবদের ৭ উইকেটে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করার পর প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারত অধিনায়ক তাই বলেছেন, ‘আড়াই দিনের বেশি সময় নষ্ট হওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম কীভাবে খেলাটাকে বাঁচানো যায়। কীভাবে ম্যাচ জেতা সম্ভব। ভালোই জানতাম, ম্যাচ জিততে হলে আমাদের ঝুঁকি নিতে হবে। আমরা সেই পথেই হেঁটেছি। আসলে টেস্ট ম্যাচের আকর্ষণ বাঁচিয়ে রাখার জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী এমন ঝুঁকি নেওয়া যেতেই পারে। আমরা কম রানের পুঁজি নিয়েও ঝুঁকি নিতে তৈরি।’

বলা হচ্ছে, টেস্টের আসরে টিম ইন্ডিয়ার কুড়ির ক্রিকেট। সেই আগ্রাসনের সামনে উড়ে গিয়েছে বাংলাদেশ। অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গৌতম গম্ভীর এমন ঝুঁকির রাস্তায় যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা জানতেন, ম্যাচের ফলাফল সম্ভব শেষ দুই দিনে। রোহিতের কথায়, ‘চেন্নাইয়ের তুলনায় কানপুরের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। কিন্তু আমরা জানতাম, কাজটা সম্ভব। তাছাড়া বোলাররা বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করে আমাদের কাজটা সহজ করে দিয়েছিল। পরে ব্যাটাররাও সেই পথেই পা বাড়িয়েছেন। জসপ্রীত বুমরাহ, আকাশ দীপ, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজারা যেমন বল হাতে শৃঙ্খলা দেখিয়েছে। তেমনই ব্যাট হাতে লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলিরাও আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গী হয়েছে।’ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার লিড ছিল মাত্র ৫২ রানের। কিন্তু তারপরও ঝুঁকির পথেই হেঁটেছিলেন রোহিতরা। ভারত অধিনায়ক বলছেন, ‘আমরা জানতাম ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু তারপরও সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি আমরা। অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আমরা আরও কম রানে অল আউট হতে পারতাম। কিন্তু তারপরও পজিটিভ ভাবনা থেকে সরে আসিনি আমরা। প্রয়োজনে দল হিসেবে আগামীদিনেও এমন ঝুঁকি নিতে তৈরি আমরা।’ চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর সময়ই টিম হাডলে এমন পজিটিভ ভাবনার কথা সতীর্থদের জানিয়েছিলেন অধিনায়ক রোহিত।

বাকিটা এখন ইতিহাস।

জসপ্রীত বুমরাহদের ফর্ম আত্মবিশ্বাসী করছে রোহিতকে।

৬০০ মাথায় নেই অশ্বীনের

কানপুর, ১ অক্টোবর : বয়স এখন ৩৮। টেস্ট ম্যাচের সংখ্যা ১০২। উইকেট সংখ্যা ৫২৭।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে অনায়াসে শেষ টেস্ট ও সিরিজ জয়ের পর রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে চলছে জল্পনা। কোথায় গিয়ে থামবেন তিনি? অশ্বীন যখন কেরিয়ার শেষ করবেন, তখন তাঁর উইকেট সংখ্যা কত হবে? তিনি কি কিংবদন্তি অনিল কুম্বলেকে ছাপিয়ে যেতে পারবেন?

বাইরের দুনিয়ায় তাঁকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা, জল্পনা চললেও অশ্বীন নিজে ফুরফুরে মেজাজে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ সেরার পুরস্কার নিয়ে আজ দুপুরের দিকে তিনি হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। সেখানেই অশ্বীন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ৬০০ উইকেটের মাইলস্টোন নিয়ে তিনি ভাবছেন না। কুম্বলেকে টপকে দেশের সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক হতে পারবেন কিনা, তা নিয়েও তিনি খুব একটা বিচলিত নন। বরং আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে সামনে তাকাতে চাইছেন তিনি। ভারতীয় অফস্পিনারের কথায়, ‘কতদূর যেতে পারব, মোট কত উইকেট থাকবে আমার নামের পাশে, সেসব নিয়ে ভাবি না। আমি প্রতিটা দিন নিয়ে ভাবি। চেষ্টা করি মাঠে ও অনুশীলনে সেরাটা দিতে। আসলে ক্রিকেটের প্রতি উৎসাহ ও প্যাশনটা এখনও একইরকম রয়েছে আমার মধ্যে। যতদিন সেটা থাকবে, আমিও চালিয়ে যাব।’ একজন ক্রিকেটার হিসেবে অশ্বীন বিশ্বাস করেন, সাফল্যের আগুন এখনও তাঁর মধ্যে রয়েছে। অশ্বীনের কথায়, ‘সাফল্যের আগুন আমার মধ্যে এখনও রয়েছে প্রবলভাবে। জানি না সেটা আর কতদিন থাকবে। আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে সামনে তাকাতে চাইছি আমি।’ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের পরই ঘরের মাঠে রয়েছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট। অশ্বীন এখন থেকেই কেন উইলিয়ামসনদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন। পাশাপাশি কুম্বলের থেকে ৯২ উইকেট দূরে থাকা নিয়েও তাঁকে বারবার প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছে আজ। অশ্বীন বলেছেন, ‘এখনই এসব নিয়ে ভাবতে চাই না। কারণ, সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।’ সতীর্থ জসপ্রীত বুমরাহ, আকাশ দীপ, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অশ্বীন। বলেছেন, ‘ভারতীয় বোলিং আক্রমণ বরাবরই বৈচিত্র্যে ভরা। আর বর্তমান বোলিং আক্রমণের মধ্যে আমরা সকলেই পরস্পরের পরিপূরক।’

ইস্টবেঙ্গলের কোচ নিয়োগে ২-৩ দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অক্টোবর : দেবীপক্ষ শুরু হতে আর বাকি একটা রাত। তবু শহর কলকাতা পার্বতীর আগমনে প্রতিবারের মতো সেজে ওঠেনি অন্য এক মেয়ে চলে যাওয়ার কষ্টে। তারই প্রতিচ্ছবি যেন সবুজ-মেরুন শিবিরের অন্দরেও।

বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে জেরবার হয়ে হারের পর যেন ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে দল নিরাপত্তার কারণে যাচ্ছে না, শুধু অন্য দলের নয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকরাও অবিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। আই লিগের সময় থেকে আইএসএলে আসা, এই পর্যায়ে গত আট-নয় বছরে মোহনবাগান নিজেদেরই পারফরমেন্সগ্রাফ এমনই উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে এবার প্রথম তিন ম্যাচের মধ্যে একটা হার ও একটা ড্র-তেই গেল গেল রব সমর্থকদের মধ্যে। এমনই পরিস্থিতি যে, সমর্থকরাও মনে করছেন যে দল বেশি গোলের হারের লজ্জা এড়াতে নিরাপত্তাকে ঢাল করতে চাইছে। এরই মধ্যে এএফসি-র সহ সভাপতি ও ইরান ফুটবল সংস্থার সভাপতি মেহেদি তাজ মোহনবাগানের উদ্দেশে হুমকি দিয়েছেন, ইরানে খেলতে না গেলে তাদের বড় ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। জরিমানা ছাড়াও এমনকি এএফসি-র টুর্নামেন্টে এক বছরের জন্য ব্যান করা হতে পারে বাগানকে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরোতে তাই ৫ অক্টোবর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে মরশুমের প্রথম ডার্বি জয় যে খুব জরুরি এটা বুঝতে পারছেন কোচ হোসে মোলিনাও। ওই ম্যাচে হার মানে তাঁকেও হয়তো প্রতিবেশী ক্লাবের আর এক স্প্যানিশ কার্লোস কোয়াদ্রাতের মতো দেশে ফেরার টিকিট কাটতে হতে পারে। জিততে গেলে যে ডিফেন্স সংগঠন মজবুত রাখাটা জরুরি সেটা বুঝেই এদিন থেকে শুরু হওয়া অনুশীলনে নুনো রিজকে তৈরি করতে উঠেপড়ে লেগেছেন মোলিনা। একটাই সুখবর, চোট সারিয়ে ফিট হয়ে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন আলবার্তো রডরিগেজও। তাঁর সঙ্গেই নুনো রিজকে এদিন বেশিরভাগ সময় দেখে নিলেন মোলিনা। বরং বসিয়ে দেওয়া হল টম অ্যালড্রেডকে। যদিও তাঁর মাথার চোটের কারণেই এরকমটা করা হচ্ছে বলে জানানো হল। তবে মহমেডান ম্যাচের আগে অবশ্য অ্যালড্রেডকে সরিয়ে নুনোকে নথিভুক্ত করানো হবে কি না পরিষ্কার নয়। অ্যালড্রেড ছাড়া এখনও পুরো ফিট নন আশিক কুরুনিয়ান।

ফিট আলবার্তোর সঙ্গে নুনোকে দেখে নিচ্ছেন মোলিনা

এদিকে, জামশেদপুর এফসি ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গলে নতুন কোচের নাম সম্ভবত হচ্ছে না। প্রথমে ইভান ভুকোমানোভিচ ও সাইমন গ্রেসন এগিয়ে থাকলেও প্রাক্তন কেরালা ব্লাস্টার্স কোচের ভিসা সমস্যা ও তাঁর নিজের অনিচ্ছার কারণে দৌড় ছিটকে গিয়েছেন তিনি। নতুন সংযোজন ভারতীয় ফুটবলে অন্যতম সফল কোচ আলবার্তো রোকা, আছেন প্রাক্তন বসুন্ধরা কোচ অস্কার ব্রুজোঁও। এই মুহূর্তে রোকা রাজি তিনি পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে।

রনজিতে বাংলার নেতৃত্বে অনুষ্টুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অক্টোবর : জল্পনার অবসান। আসন্ন রনজি মরশুমে বাংলার অধিনায়ক হলেন অনুষ্টুপ মজুমদার। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা আজ সন্ধ্যার দিকে এই খবর জানিয়েছেন। শেষ মরশুমে বাংলার অধিনায়ক ছিলেন মনোজ তিওয়ারি। মরশুম শেষে তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। ফলে আগামীর লক্ষ্যে বাংলার অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। দিন কয়েক আগে বাংলা দল চণ্ডীগড় গিয়েছিল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলতে। সেই দলেরও অধিনায়ক ছিলেন অনুষ্টুপ। তখনই মনে করা হয়েছিল রনজি ট্রফিতে তিনিই বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন। আজ কোচ লক্ষ্মীরতন নয়া অধিনায়কের নাম জানাতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল। রাতের দিকে অনুষ্টুপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, ‘বড় দায়িত্ব। আমি নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। দেখা যাক কী হয়।’

সাকিবকে ব্যাট উপহার বিরাটের

কানপুর, ১ অক্টোবর : ম্যাচ শেষ। সিরিজও।

এবার ফেরার পালা। তার আগে বিরাট কোহলির থেকে ব্যাট উপহার পেলেন সাকিব আল হাসান। ভারতের মাটিতে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। যার স্মারক হিসেবে বিশেষ উপহার বিরাটের থেকে।

বিরাটের যে সৌজন্যে উচ্ছ্বসিত সাকিব। ধন্যবাদ জানান অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে। সাকিবের কাঁধে হাত রেখে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন কোহলি। হাসিঠাট্টাতে মাতেন দুই দেশের দুই কিংবদন্তি। একসঙ্গে ছবিও তোলেন। যে ছবি রীতিমতো ভাইরাল।

মিরপুরেই হয়তো বিদায়ি টেস্ট

সাকিবের জন্য সুখবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সূত্রেও। খবর, মিরপুরেই সম্ভবত বিদায়ি টেস্ট খেলার ইচ্ছে পূরণ হতে চলেছে। প্রশাসনিক স্তরে তেমনই আশ্বাস নাকি মিলেছে। ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উড়ে যাবেন। সেখান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ খেলতে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশে পা রাখবেন সাকিব।

এদিকে, প্রাক্তন অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্তাজাকে নিয়ে নয়া বিতর্ক। অভিযোগ, মোর্তাজা নাকি বেআইনিভাবে বিপিএলের দল ‘সিলেট স্ট্রাইকার্স’-এর সাড়ে চার কোটি টাকার শেয়ার নিজের দখলে রেখেছেন। থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। যদিও ফ্র্যাঞ্চাইজি জানিয়েছে, মাশরাফির কোনও মালিকানা নেই। বরং অভিযোগকারী সারোয়ার চৌধুরীই কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

ম্যাচ শেষে সাকিব আল হাসানকে ব্যাট উপহার দিলেন বিরাট কোহলি।

হোক ভালোর শুরু

তেরোর পাতার পর

সুশোভন, নিলয়, সুশান্ত, অভ্র, অসীম, রথীনরা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা হতাশ। কারণ চাকরির পরীক্ষাও হচ্ছে না। বাংলায় চাকরির সুযোগ না থাকায় এই রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বেঙ্গালুরু, দিল্লিতে পাড়ি দিচ্ছে। বাংলা থেকে মেধার এভাবে বাইরে যাওয়া রাজ্যের কাছে বিরাট বড় অপচয় বটে। কিন্তু কারও হুঁশ নেই। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রদীপ দাসগুপ্ত মেয়েকে সুশিক্ষিত করেছেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সেই মেয়ের চাকরি হয়নি। অভ্রদের পাশাপাশি সেই মেয়েও দেবীর কাছে চাকরির জন্য প্রার্থনা জানাবেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম আকাশ ছুঁতে চলেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তদের হাতে তেমন অর্থ নেই। বাজারে তারই প্রতিফলন। ব্যবসায়ী গোপাল দত্তের কথায়, ‘সাম্প্রতিক অতীতে বাজারে এই ধরনের মন্দা দেখা যায়নি। তার উপর আমাদের ওপর করের বোঝা। সমস্যা মেটাতে আমরাও দেবীর শরণাপন্ন হব।’

তবুও এরই মাঝে পুজো। আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এই সময় তো আর মুখ চুন করে বসে থাকলে চলে না। তাই সমস্ত কষ্ট ভুলে এই ক’টা দিন সবাই মিলে আনন্দ করা। একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো। জীবনভর একে অপরের পাশে থাকার অঙ্গীকার করা। দিনে দিনে উত্তরবঙ্গের পুজোর সম্ভার বাড়ছে। কলকাতার নামী পুজোগুলির সঙ্গে এখানকার বেশ কয়েকটি পুজো তো চোখে চোখ রেখে যেন প্রতিযোগিতায় মাতে। মণ্ডপগুলিতে দর্শকদের ভিড় উপচে পড়ে। এবারও পড়বে। সবার মুখে হয়তো হাসি থাকবে। কিন্তু মনে কান্না। তিলোত্তমার বাবা-মায়ের মতো পরিস্থিতি যাতে আর কারও না হয় সেজন্য সবাই প্রার্থনা জানাবেন।

(লেখক সাংবাদিক)

KHOSLA ELECTRONICS
পুজোতে সবার মুখে হাসি
কারণ KHOSLA- তে অফার রাশি রাশি
CELEBRATE
THE BIGGEST INDIAN FESTIVAL with BIGGEST OFFERS
" বহু বছর ধরে
আমার ভরসার দোকান
KHOSLA ELECTRONICS "
88% DISCOUNT
32% CASH BACK
40% EXCHANGE OFFER
2 EMI OFF
0 DOWN PAYMENT
₹ 888 EMI STARTS
FREE GIFTS
CAR
LED
BIKE
REF
WASHING MACHINE
MICROWAVE OVEN
SOUND BAR
MOBILE
MIXI
COFFEE MUG
IRON
UTENSILS
& MANY MORE
iPhone 16
Hello, Apple Intelligence
iPhone16 128 GB ₹74,900* EMI ₹3,329
iPhone15 128 GB ₹49,900* EMI ₹2,913
iPhone13 128 GB ₹34,900* EMI ₹2,079
Inclusive of ₹4000* instant cashback on credit cards of
Exchange bonus upto ₹6000*
DISCOUNT Upto 62%
SAMSUNG
S24 Ultra 256GB ₹1,09,900* EMI ₹4,870
A 15 6/128 GB ₹14,999* EMI ₹1,667
FREE Adapter/ Laptop Bag
vivo
V40E 8/256 ₹27,999* EMI ₹1,823
Y 58 8/128 GB ₹18,499* EMI ₹1,849
oppo
Reno12 256 GB ₹29,999* EMI ₹2,199
A 3 6/ 128GB ₹14,499* EMI ₹1,334
AMD Athlon / 8 GB RAM/ 256 GB SSSD/ Win 11+OFC ₹25,999 EMI ₹2,166
i3 12th Gen / 8 GB RAM/ 512 GB SSSD/ Win 11+OFC/ Backlit Keyboard ₹37,990 EMI ₹3,158
i5 12th Gen / 8 GB RAM/ 512 GB SSSD/ Win 11+OFC ₹48,490 EMI ₹4,040
LG SONY SAMSUNG JBL
PARTY BOX ₹18,990 EMI ₹1,187
LG SAMSUNG SONY Panasonic KGA Haier LLOYD
3 YEARS WARRANTY
98 QLED 4K ₹7,34,990* EMI ₹19,990
85 UHD LED ₹2,59,990* EMI ₹6,990
75 UHD LED ₹89,990* EMI ₹3,990
65 UHD LED ₹64,990* EMI ₹2,990
55 UHD LED ₹36,990* EMI ₹1,999
43 SMART LED ₹17,490* EMI ₹1,499
32 SMART LED ₹10,490* EMI ₹916
FREE BLUETOOTH SPEAKER Worth ₹1,999
SAMSUNG LG Whirlpool Godrej Haier Panasonic BOSCH LLOYD IFB
564 L SBS ₹53,490* EMI ₹2,525
331 L FF ₹28,490* EMI ₹2,833
265 L BMR ₹24,990* EMI ₹2,499
260L FF ₹17,990* EMI ₹1,999
180 L SD ₹9,990* EMI ₹1,249
FREE TOUCH SCREEN INDUCTION COOKTOP Worth ₹6,120
KUTCHINA FABER GLEN KGA IFB Sunflame BOSCH
FABER
1200 Suc Cimney
Get FREE 3 BB Glass Cooktop worth ₹6,990
₹9,990* EMI ₹1,166
COMBO OFFER
550 Watt Mixi & 1000 Watt IRON & 2 pcs Non Stick Utensils Set
₹2,490
COPPER AC
1.0 Ton 3* Inv ₹24,490* EMI ₹2,583
1.5 Ton 3* Inv ₹26,490* EMI ₹2,749
2 Ton 3* Inv ₹37,990* EMI ₹3,749
20 L Con ₹9,490* EMI ₹833
20 L Solo ₹5,490*
FREE DOSA TAWA Worth ₹1,399
EUREKA FORBES KENT LG FABER pureit AO Smith HAVELLS
RO + UV WATER PURIFIER ₹8,890 EMI ₹741
FREE STAINLESS STEEL BOTTLE Worth ₹999
BAJAJ USHA HAVELLS AO Smith Racold VENUS Haier
10Ltr GEYSER (5*) ₹6,490 EMI ₹1,082
FREE INSTALLATION WITH KIT
Haier
এবারের পুজো হয়ে উঠুক
— আরো বেশী —
উৎসব মুখর ও সম্ভাবনাময়
UP TO 22.5% INSTANT CASHBACK*
1 EMI OFF*
EXTENDED WARRANTY
PAY ₹1 TAKE HAIER HOME*
FIXED EMI STARTING ₹994*
*T&C apply.
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹7,500 per card. Also valid on EMI Trxn. Validity: 02 Oct - 13 Oct 2024. T&C Apply.
BUY 24 x7 khoslaonline.com
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC Standard Chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.
Scan to locate your nearest Khosla store
RAIGANJ MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph : 91473 93600
ALIPURDUAR SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph : 98742 87232
SILIGURI SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

LOVED IN 70 COUNTRIES
BAJAJ
THE WORLD'S FAVOURITE INDIAN
এই উৎসবে
বেছে নাও ডেয়ারিং দুর্গাপুজো
₹10 000/-* পর্যন্ত সাশ্রয়
N160
N150
NS200
125
*ক্যাশব্যাক অফার অন্যান্য পালসার মডেলেও পাওয়া যায়।
অতিরিক্ত অফারগুলি পাওয়া যাবে এখানে Flipkart এবং amazon.in
pulsar
DEFINITELY DARING
72198 21111
BAJAJ SECURE
pine labs PAY LATER
HDFC BANK
Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: • Siliguri Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7098689004 •Siliguri Sevoke Road SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062879, • Jalpaiguri SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9832015373 • Raiganj BAJAJ WHEELS: 8967878803 • Sahapur Bajaj Wheels: 9593825338 • Karandighi Bajaj Wheels: 8509047694 • Tungidighi Bajaj Wheels: 9547525283 • Checkpost Bajaj Wheels: 9547424873 • Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Balurghat PLANET BAJAJ: 9733310021 • Cooch Behar BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93.

RP-Sanjiv Goenka Group
পুজোয় যা চাই spencers এ পাই
5% INSTANT DISCOUNT
(*On minimum bill value of ₹4999)
GET AT ₹319/KG
GET AT ₹79/KG
GET AT ₹30/KG
GET AT ₹65/KG
GET AT ₹245
GET AT ₹229 + 1KG AASHIRVAAD IODISED SALT FREE*
GET AT ₹69/1397
33% OFF
GET AT ₹151/129
GET AT ₹359/485
50% OFF
BUY 2 @ ₹90 OFF
BUY 1 @ ₹35 OFF
BUY 2 @ ₹32 OFF
BUY 1 @ ₹12 OFF
₹25 OFF
₹14 OFF
50% OFF
UP TO 33% OFF
50% OFF
50% OFF
₹40 OFF
BUY 1 GET 3 FREE*
GET INDIA GATE BASMATI RICE WORTH ₹605 FREE*
GET NOISE SMART WATCH @ ₹999*
GET AT ₹1499
GET AT ₹8999
GET ASSURED GIFTS ON YOUR PUJO FASHION PURCHASE
ফ্রি
Paytm CASHBACK Gift Cards
Assured 5% off
T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions.
Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134
CIN. U51229WB2000PLC154278